আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ০৬ || সোমবার || কার্তিক ২২ || ১৪২৯ || রবিউস সাঃ ১২ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 04 || 7 November || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

টুইটারে ছাঁটাই শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: টুইটারের মালিকানা নেওয়ার পর ধনকুবের ইলন মাস্ক অনেকের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে ছাঁটাই প্রক্রিয়া শুরু **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ব্যবধান কমাচ্ছে রিপাবলিকানরা : চাপে ডেমোক্র্যাটরা

মঙ্গলবার মধ্যবর্তী নির্বাচন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন। ৪৬টি অঙ্গরাজ্যে এরই মধ্যে আগাম ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। এতে ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ৪৩ লাখ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কেউ ই-মেইলে, কেউবা সরাসরি ভোট দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের পর এবার রেকর্ড ভোট পড়তে পারে। মধ্যবর্তী নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান নেতারা। দেশ পরিচালনায় নিজেদের যোগ্য প্রমাণের চেষ্টা করছেন তাঁরা। ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের মনোবল বাড়াতে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন সাবেক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে (বা থেকে) খলিলুর রহমান, টমি মিয়া, আবু তাহের ও ডা. মঞ্জুর মোরশেদ। ছবি-বাংলা পত্রিকা



প্রতিহিংসায় খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠাতে চান প্রধানমন্ত্রী : মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে আবারো জেলে পাঠানোর কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এমন মন্তব্য করেছেন। শুক্রবার সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। এসময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নানা বিষয়ে কথা বলেন তিনি। বৃহস্পতিবার সংসদ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

টাইম এক্সক্লুসিভ অনুষ্ঠানে বিখ্যাত টমি মিয়া

স্যালুট নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই শেফ হয়েছি

সালাহউদ্দিন আহমেদ: আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শেফ লন্ড প্রবাসী 'টমি মিয়া'। তার আসল নাম মোহাম্মদ আজমান মিয়া। সিলেটের সন্তান ছোটবেলায় লন্ডনে এসে স্কুলে পড়া-শুনা করতে গেলে তার আসল নামের জায়গা দখল করে নেয় 'টমি মিয়া'। ভোজন বিলাসী মানুষ কেনা জানে তার নাম। লন্ডন পেরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড সকল দেশেই তার পরিচিতি। তবে তিনি নিজেকে বাংলাদেশী মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতে আর 'বাংলাদেশী খাবার' বিশ্বাসীর কাছে তুলে ধরতেই বেশী পছন্দ করেন।
বাংলাদেশী ফুড প্রমোট করতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি নিউইয়র্কে এসেছেন। তাকে ঘিরে টাই টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ শুক্রবার সন্ধ্যায় মিডিয়া দুটির বার্তা কক্ষে এক আড্ডার আয়োজন করে। টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা'য় কর্মরত স্টাফ ও এলামাই সহ কমিউনিটির সিলেকটেড বিশিষ্ট জনরাই এই আড্ডায় **(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)**

বাংলাদেশের সামনে জটিল অঙ্ক

মাসুদ পারভেজ, অ্যাডিলেইড থেকে: নির্দিষ্ট কাউকে ঘিরে দলের বাকি সবার মানববৃত্ত তৈরি করে দাঁড়ানোর দৃশ্য ক্রিকেট মাঠে নিয়মিতই। যেখানে বক্তা সাধারণত একজনই থাকেন, বাকি সবাই শ্রোতা। অ্যাডিলেইড ওভালের অদূরে সবুজে ছাওয়া আরেক মাঠে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ দলের অনুশীলন শুরুর আগে সে রকমই এক মানববৃত্তের **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

আগামী সংসদ নির্বাচনে আ.লীগের মনোনয়ন

ঝুঁকিতে বয়স্ক ও বিতর্কিতরা, অগ্রাধিকার তরুণদের

আবদুল্লাহ আল মামুন: সংসদ নির্বাচনে বয়স্ক নেতাদের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায় আওয়ামী লীগ। শেষ বয়সে এসে তারা আখের গোছাতে ব্যস্ত। আবার অনেকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'জাতীয় সংবিধান দিবস' পালন

নিউইয়র্ক: যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে শুক্রবার (৪ নভেম্বর) 'জাতীয় সংবিধান দিবস' পালন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ নভেম্বর ২০২২ এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens Charge-Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372



কল করুন :

1-888-274-8683

ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় দোভাষীর সাহায্য পেতে পারেন

APIAVOTE
ASIAN & PACIFIC ISLANDER AMERICAN VOTE

ASIAN AMERICANS ADVANCING JUSTICE
AAJC

Promoting A Positive Bangladesh

UtshobGroup

PRESENTS



TommyMiah

BANGLADESH FESTIVAL
OF FOOD & CULTURE

You are cordially invited
I am pleased to invite you to our festival.
We would be honoured if you could attend.
Please RSVP at 347-691-1210

Fresh
FRESH FOOD & BEVERAGE

Date: 6th November, Sunday, 2022
Time: 6 PM Sharp
Venue: World's Fair Marina
1 Marina Rd, Queens New York 11368

Invited By
SYED A ALAMIN
347-691-1210

PATNERS











বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

ইমরানের অবস্থা স্থিতিশীল, লংমার্চ আবার শুরু হচ্ছে

ঢাকা ডেস্ক : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান ইমরান খানের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক। তবে তার পায়ে এখনো বুলেটের কিছু অংশ রয়ে গেছে। ফলে তার অস্ত্রোপচার দরকার। তবে তার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় আবার ইসলামাবাদ অভিমুখে লংমার্চ শুরু হবে। ইমরান খানের সাবেক সহকারী ডা. ফয়সাল সুলতান লাহোরের শওকত খানম হাসপতালের বাইরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ইমরানের অবস্থা স্থিতিশীল হলেও এক্স-রে ও স্ক্যানে দেখা গেছে যে তার পায়ে এখনো বুলেটের কিছু অংশ রয়ে গেছে। তার টিবিয়া শিন বোনে একটি চিপসও দেখা গেছে। তিনি আরো বলেন, তাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে বুলেটের বাকি অংশ বের করা হবে।

ডা. শফিকুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর আমীর পুনর্নির্বাচিত

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২০২৩-২০২৫ সেশনের জন্য সংগঠনের সদস্যগণের (রুকন) প্রত্যক্ষ ভোটে দ্বিতীয় বারের মতো বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ৫ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী'র কেন্দ্রীয় প্রচার সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ এই তথ্য জানিয়েছেন।



ডা. শফিকুর রহমান-এর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

ডা. শফিকুর রহমান ১৯৫৮ সালের ৩১ অক্টোবর মৌলভী-বাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ভাটেরা ইউনিয়নে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আবরু মিঞা ও মাতার নাম মরহুমা খাতিবুন নেসা। তার বর্তমান ঠিকানা সিলেট মহানগরীর শাহপরান থানার সবুজবাগ এলাকায়। তিনি ১৯৮৩ সালে সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে এম-বিবিএস পাশ করেন। তিনি ছাত্র জীবনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেট শহর শাখার সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হন। তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলা শাখা জামায়াতের সেক্রেটারি ও ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সিলেট জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলা জামায়াতের আমীর, ১৯৯৮ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সিলেট মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৯৮ সালে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মনোনীত হন। ২০১০ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল, ২০১১ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল ও ২০১৭ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠনের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

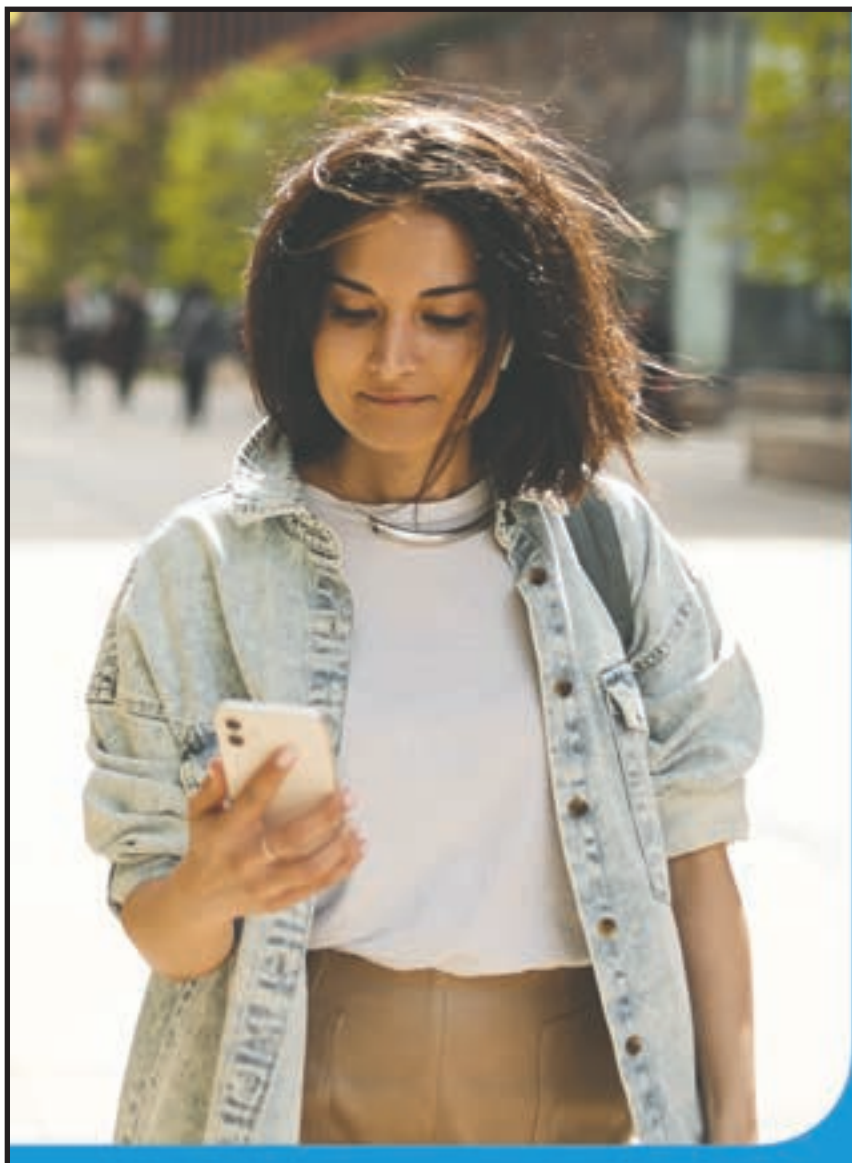
বর্তমান সরকার তাকে একাধিকবার গ্রেফতার করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে বন্দি করে রাখে। তিনি জনগণের ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনসহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি একটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চেয়ারম্যান, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান এবং একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অনেক এতিমখানা ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহু দাতব্য চিকিৎসালয়, ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি একটি কামিল মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ইতালী, স্পেন, গ্রীস, বেলজিয়াম, তুরস্ক, মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত, ফিলিপাইন, ব্রুনেই প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

তিনি ২ কন্যা ও ১ পুত্র সন্তানের জনক। তার স্ত্রী ডা. আমিনা শফিক ৮ম জাতীয় সংসদের সদস্যা ছিলেন। তার ২ মেয়ে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা নিয়েছেন এবং একমাত্র পুত্র এমবিবিএস শেষ করে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন।





চিত্রে টাইম টিভি ও বাংলা পাত্রিকা অফিসে টমি মিয়া















বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ইতালীতে মানবপাচারে তৃতীয় বাংলাদেশ

বাংলাদেশে এখনো বেকার তরুণ ও যুবকের সংখ্যা অনেক। আর এই সুযোগটিই কাজে লাগায় দেশি-বিদেশি মানবপাচারকারী চক্র। উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবছর শত শত তরুণ-যুবকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। হাতিয়ে নেয় বিপুল পরিমাণ অর্থ।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) থেকে গত ১ নভেম্বর মঙ্গলবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লিবিয়া থেকে ইতালি পৌঁছানোর জন্য ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতেই একেকজন অভিবাসনপ্রত্যাশীর খরচ হচ্ছে আড়াই হাজার ইউরো থেকে তিন হাজার ইউরো (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় আড়াই লাখ থেকে তিন লাখ টাকা)। এ বছর অবৈধভাবে সাগরপথে ইতালিতে পৌঁছে আশ্রয় চাওয়া বিদেশিদের মধ্যে শীর্ষ তিনে আছে মিসর, তিউনিশিয়া ও বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম ৯ মাসে ১১ হাজার ২৯ জন বাংলাদেশি সাগরপথে ইতালী পৌঁছেছে।

পাচারের শিকার ব্যক্তিরা বিদেশে গিয়ে নানা ধরনের অমানবিক পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। অনেকের মৃত্যুও হচ্ছে। আবার অনেককে জিম্মি বানিয়ে তাদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হচ্ছে। এসব প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের যেমন আইনি ব্যবস্থাও অপ্রতুল। মানবপাচার ও অবৈধ অভিবাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে। অনেক ধরনের চাপও আসছে বাংলাদেশের ওপর।

খবরে বলা হয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে সাগরপথে ইতালিতে পৌঁছানো বাংলাদেশীদের প্রায় সবাই লিবিয়া থেকে যাত্রা করে। আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তিদের অনেকে সহজে আশ্রয় পেতে নিজেদের বয়স ১৮ বছরের কম বলে দাবি করে। তারা বাংলাদেশ বা নিজ নিজ দেশ থেকে পাসপোর্ট নিয়ে রওনা হয়। লিবিয়া থেকে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় তারা পাসপোর্ট ফেলে দেয়। এতে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোও কঠিন হয়। সম্প্রতি ইতালিতে কয়েক শ বাংলাদেশি তাদের বয়স কম দেখিয়ে পাসপোর্ট দেওয়ার দাবিতে দূতাবাসে হামলা চালায়। কূটনৈতিক সূত্রগুলো বলছে, সাগরপথে ইতালিতে পৌঁছার পর তারা নিজেদের যে বয়স বলেছিল সে অনুযায়ী পাসপোর্ট দিতে হলে একেকজনের বয়স পাঁচ, ১০ বছর বা তারও বেশি পরিবর্তন করতে হবে। এতে তাদের আগের পাসপোর্টের তথ্যের সঙ্গে বড় ধরনের গরমিল দেখা দেবে। এ ছাড়া ইতালীতে 'বোন টেস্ট' করা হলে ওই ব্যক্তিদের প্রকৃত বয়স বেরিয়ে আসবে। এতে বাংলাদেশকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে।

একদিকে ভোগবিলাস ও প্রাচুর্যের হাতছানি; অন্যদিকে জীবনের রূঢ় কঠিন বাস্তবতা। এরই মধ্যে কিছু মানুষ জীবন বাজি রেখে বেঁচে থাকার উপায় খোঁজে। সামান্য উন্নত জীবনের আশায় নিজের পাশাপাশি পরিবারকেও ঠেলে দেয় প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে। দেশের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। এই ভয়ংকর যাত্রা বন্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দালালচক্রকে প্রতিহত করা শুধু নয়, তাদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কেন বিএনপি'র গণসমাবেশে এত মানুষ যাচ্ছে?

কামরুল হাসান দর্পণ

অনেক দিন ধরে সাধারণ মানুষ নানা সমস্যায় তাদের ক্ষোভ, দুঃখ-কষ্ট, অসন্তোষ প্রকাশের তেমন কোনো প্ল্যাটফর্ম পায়নি। প্রকাশের জায়গা না পেয়ে মনের ক্ষোভ মনেই পুষেছে। কখনো কখনো পথে-ঘাটে, চলতে-ফিরতে মনের ক্ষোভ-অসন্তোষ উগরে দিলেও তা সরকারের কাছে পৌঁছেনি, সরকারও তা আমলে নেয়নি। সাধারণত বিরোধীদলগুলো তাদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়াসহ সাধারণ মানুষের সমস্যা ও সংকটের বিষয় নিয়ে সভা-সমাবেশ এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে সরকারের সমালোচনা ও ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে। এতে সরকারের ওপর একধরনের চাপ সৃষ্টি হয় এবং সমস্যা ও সংকট সমাধানে উদ্যোগী হয়। পাশাপাশি সরকার জবাবদিহির আওতায়ও আসে। এটাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। তবে বিগত দিনগুলোতে দেশে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল না বললেই চলে। সরকার নিজেই অনবরত জনগণের ভাল থাকার কথা বলেছে। জনগণ ভালো আছে কিনা, তা তাদের বলার সুযোগ দেয়নি। কেবল পরিসংখ্যান দিয়ে বিভিন্ন সূচকের উল্লম্ফন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কথা বলেছে। পত্র-পত্রিকা ও গণমাধ্যমগুলোও সরকারের গুণগান করতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারের প্রশংসা ছাড়া সমালোচনা বা নানা অনিয়মের কথা তুলে ধরার পরিবর্তে সেফ সেন্সরশিপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে চলেছে। কেন চলেছে বা চলছে, তা বোধকরি ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ নেই। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা কালাকানুনের ভয়ে বাধ্য হয়েই এ কাজ করতে হয়েছে। যারাই একটু সহাসী হয়ে সরকার বা সরকারি দলের লোকজনের সমালোচনা করে সংবাদ ও মতামত তুলে ধরেছে, তারা মামলা-মোকদ্দমা এবং জেল-জুলুমের শিকার হয়েছে। বহু বছর পর বিরোধীদলগুলো বিশেষ করে প্রধান বিরোধীদল বিএনপি একটু একটু করে যেন খোলস থেকে বের হতে শুরু করেছে। তার রাজনৈতিক অধিকারসহ সাধারণ মানুষের সমস্যা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সভা-সমাবেশ করছে। গত আগস্ট থেকে তাদের এই সভা-সমাবেশ বেগবান হয়। এতে ভোলা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে দলটির পাঁচ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য আহত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে দেখা গেছে, বিএনপি কোথাও সভা-সমাবেশ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়লে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। মাঠের রাজনীতি থেকে ঘরের রাজনীতিতে চলে গেছে। এবার একটু ভিন্ন চিত্র দেখা যাচ্ছে। সরকার দলটির সমাবেশের জন্য এক জায়গায় অনুমতি না দিলে নাছোড়বান্দার মতো অন্য জায়গায় গিয়ে করেছে এবং পাঁচ নেতা-কর্মীর মৃত্যু ও অসংখ্য আহত হওয়ার মধ্যেও তারা ভয় পাচ্ছে না। ভয়কে জয় করে আরও সংঘবদ্ধ হয়ে সমাবেশ করেছে এবং করছে। এতে কিছুটা হলেও সাধারণ মানুষ তাদের কথা তুলে ধরার যেন একটি প্ল্যাফর্ম দেখতে পাচ্ছে।

দুই.

অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে সরকার বেশ বেকায়দায় রয়েছে। এর মধ্যে বহু বছর ধরে গণতন্ত্রকে সংকুচিত করে কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ ও দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সমালোচিত হয়ে আসছে। ক্ষমতাসীন দল এগুলো তেমন একটা আমলে নেয়নি। তার মধ্যে একটা 'থোড়াই কেয়ার' প্রবণতা বিদ্যমান। এই প্রবণতার মধ্যে বিশাল আঘাত হয়ে আসে গত বছরের নভেম্বরে, যখন র‍্যাব ও পুলিশের আইজি-পিসহ ৭ সদস্যের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা দেয়। এতে সরকারের যেন টনক নড়ে। এর মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে দেশের অর্থনীতিও নড়বড়ে হয়ে গেছে। একদিকে গণতন্ত্রের সংকট, আরেক দিকে অর্থনৈতিক সংকট–এই উভয় সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষের এখন নাভিশ্বাস। সরকারও সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের টানাপড়েন এবং শোচনীয় পরিস্থিতি অস্বীকার করতে পারছে না। এর মধ্যেই বিএনপি আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির সাথে জনসম্পৃক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে একের পর এক জনসভাসহ নানা কর্মসূচি পালন করছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম, ডিসেম্বর পর্যন্ত দলটির দশটি সাংগঠনিক বিভাগে গণসমাবেশ আয়োজন করা। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা ও রংপুরের গণসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব



গণসমাবেশে দলটির নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এসব গণসমাবেশ বাধাগ্রস্ত করা বা বানচালের জন্য পরিবহন মালিক সমিতি আগের দিন থেকে ধর্মঘটের ডাক দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বাস ও অন্যান্য গণপরিবহন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও সমাবেশগুলোতে ব্যাপক মানুষ উপস্থিত হয়েছে। বাধা উপেক্ষা করে আশপাশের জেলা ও দূর-দূরান্ত থেকে দলটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা দুইদিন আগে থেকে সমাবেশে জড়ো হতে থাকে। তারা সংশ্লিষ্ট শহরের হোটেলগুলোতে সিট না পেয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাসায় কিংবা জনসভাস্থল ও ফুটপাতে লাইন ধরে রাত কাটিয়েছে। সঙ্গে চিড়া-মুড়ি ও শুকনো খাবার নিয়ে গণসমাবেশে ছুটে আসে। এ যেন কাফেলার মুসাফির। ফুটপাতে রাত্রিযাপনকারি এসব মানুষের ছবি পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এতে অনেকের মধ্যেই বিস্ময় জেগেছে। কেন ও কীসের আশায় তারা এত কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করছে? গণসমাবেশ থেকে তারা কি পাবে? সমাবেশ শেষে তারা কি নিয়ে ফিরে যাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর অনেক গভীর। অনেকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, বিএনপি'র গণসমাবেশ অনেকটা মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর জনসভার মতো। দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে থাকা মানুষ তাদের কথা ভাসানীর মুখ থেকে শুনতে এবং আশায় বুক বাঁধতে যেমন অনুন্নত ও দুর্গম পথ হেঁটে আসত, বিএনপি'র গণসমাবেশে যোগ দিতে আসা মানুষও একইভাবে বিএনপির কাছ থেকে তাদের কথা শুনতে ও আশায় বুক বাঁধতে শত কষ্ট স্বীকার করে উপস্থিত হয়েছে। অথচ এসব গণসমাবেশে দলটির চেয়ারপার্সন এবং মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু বেগম খালেদা জিয়ার উপস্থিতি নেই। তারপরও মানুষ জনসভায় ছুটে এসেছে। যেকোনো উপায়ে জনসভায় যোগ দিতে হবে, তাদের মধ্যে এমন তাড়না কেন? তাদের কি ঠেকা পড়েছে, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ থাকা অবস্থায় শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গণসমাবেশে যোগ দিতে হবে? এই এক বছর আগেও তো যানবাহন স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় দলটির সমাবেশে এত মানুষ আসতে দেখা যায়নি। এখন আসছে এ কারণে যে, দেশের মানুষ ভালো নেই। তারা এতদিন এই ভালো না থাকার কথা বলতে পারেনি, বলার মতো কোনো প্ল্যাটফর্ম পায়নি। এখন পেয়েছে এবং তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বিএনপির নেতৃবৃন্দ বলবেন, এ আশা নিয়েই ছুটে এসেছে। বিএনপি'র নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের এই পাল্‌স বুঝতে হবে এবং তা ধরে রাখতে হবে।

তিন.

আমাদের মতো ক্ষয়ীষ্ণু গণতন্ত্রের দেশে বিরোধীদলের রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করা সহজ নয়। কোনো সরকারই বিরোধীদলকে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ফজর	৫.১৭	৫.১৮	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২২	৫.২৩
সূর্যোদয়	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৮	৬.৪০	৬.৪১
জোহর	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০	১১.৪০
আসর	৩.০২	৩.০২	৩.০১	৩.০০	২.৫৯	২.৫৮	২.৫৭
মাগরিব	৪.৪৫	৪.৪৪	৪.৪৩	৪.৪২	৪.৪১	৪.৪০	৪.৩৯
এশা	৬.০১	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৭

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

পনেরো আগস্টের পথ ধরে জেলহত্যা



তোফায়েল আহমেদ

পঁচাত্তরের ৩ নভেম্বর হত্যাকান্ড ঘটে ১৫ আগস্টের পথ ধরেই। যেদিন কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়, সেদিন আমি ময়মনসিংহ কারাগারে বন্দি। ময়মনসিংহ কারাগারের কনডেম সেল-ফাঁসির আসামিকে যেখানে রাখা হয়; আমাকে সেখানে রাখা হয়েছিল। সহ-কারাবন্দি ছিলেন দ্য পিপল্স পত্রিকার সম্পাদক আবিদুর রহমান, যিনি ইতোমধ্যে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমরা দুজন দুটি কক্ষে ফাঁসির আসামির মতো জীবন কাটিয়েছি। হঠাৎ খবর এলো- কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। কারারক্ষীসহ কারাগারের সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। ময়মনসিংহ কারাগারের জেল সুপার ছিলেন শ্রী নির্মলেন্দু রায়। আমাদের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল। বঙ্গবন্ধুও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। বঙ্গবন্ধু যখন বারবার কারাগারে বন্দি ছিলেন, নির্মলেন্দু রায় তখন খুব কাছে থেকে বঙ্গবন্ধুকে দেখেছেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর পরম স্নেহভাজন নির্মলেন্দু রায়কে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেদিন গভীর রাতে নির্মলেন্দু রায় আমার সেলে এসে বলেন, ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মিস্টার ফারুক (যিনি এখন প্রয়াত) আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাতে কেন? তিনি বললেন, 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আপনাদের চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা কারাগারের চারদিক পুলিশ দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছি; জেল পুলিশ ঘিরে রেখেছে। এসপি সাহেব এসেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।' আমি বললাম- না; এভাবে তো যাওয়ার নিয়ম নেই। আমাকে যদি হত্যাও করা হয়, আমি এখান থেকে এভাবে যাব না। পরে শুনেছি, সেনাবাহিনীর একজন মেজর সেদিন জেলখানায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নির্মলেন্দু রায় বলেছিলেন, আমি অস্ত্র নিয়ে কাউকে কারাগারে প্রবেশ করতে দেব না। কারাগারের চারপাশে সেদিন যাঁরা আমাকে রক্ষার জন্য ডিউটি করছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগে আমার সহপাঠী ওদুদ- আমরা একসঙ্গে এমএসসি পাস করেছি এবং দেশ স্বাধীনের পর ৭৩-এ যিনি সহকারী পুলিশ সুপার পদে যোগদান করেন; নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কারাগার রক্ষার জন্য। আমি নির্মলেন্দু রায় ও ওদুদের কাছে ঋণী।

৭৫-এর ১৫ আগস্ট যেদিন জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। আমরা সেদিন নিঃস্ব হয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরপরই জাতীয় চার নেতাসহ আমরা ছিলাম গৃহবন্দি। পরদিন খুনিরা আমার বাসভবনে এসে আমাকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে অকথ্য নির্যাতন করে। পরবর্তী সময়ে জেনারেল সফিউল্লাহ এবং ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল (প্রয়াত) তখন ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার; তাঁদের প্রচেষ্টায় রেডিও স্টেশন থেকে আমাকে বাড়িতে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর পর পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি ই এ চৌধুরী শ্রদ্ধেয় নেতা জিল্লুর রহমান (প্রয়াত রাষ্ট্রপতি) ও আমাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যান। সেখানে খুনি খন্দকার মোশতাক আমাদের ভয়-ভীতি দেখান এবং বলেন, যদি তাঁকে সহযোগিতা না করি তাহলে তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। আমরা খুনি মোশতাকের সব প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।



মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ দূরদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমাদের চারজনকে মুজিব বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চারজনের কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বর্ডারে বর্ডারে ঘুরেছি; রণাঙ্গন ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছি; একসঙ্গে কাজ করেছি। আমি থাকতাম কলকাতায় মুজিব বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ব্যারাকপুরে, মনি ভাই আগরতলা, সিরাজ ভাই বালুরঘাট আর রাজ্জাক ভাই মেঘালয়ে।

২২ আগস্ট জাতীয় চার নেতাসহ আমাদের অনেক বরেণ্য নেতাকে গ্রেপ্তার করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল হত্যা করার জন্য। যে কোনো কারণেই হোক ঘাতকের দল শেষ পর্যন্ত হত্যা করেনি। পরে নেতাদের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

ময়মনসিংহে কারারুদ্ধকালে জাতীয় চার নেতা হত্যাকান্ডের দুঃসংবাদটি শুনেই মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতীয় চার নেতার কত অবদান! স্মৃতির পাতায় আজ সেসব ভেসে ওঠে।

৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ এবং কামারুজ্জামান সাহেব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে কে কোন পদে পদায়িত হবেন, বঙ্গবন্ধু তা নির্ধারণ করেন। '৭১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং আমাকে বঙ্গবন্ধু ডেকে পাঠালেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। সেখানে জাতীয় চার নেতাও ছিলেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের বললেন, পড়ো, মুখস্থ করো। আমরা মুখস্থ করলাম একটি ঠিকানা- 'সানি ভিলা, ২১ নম্বর রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানী-পুর, কলকাতা।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এখানেই হবে তোমাদের জায়গা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। পাকিস্তানিরা বাঙালীদের হাতে ক্ষমতা দেবে না। আমি নিশ্চিত- ওরা আক্রমণ করবে। আক্রান্ত হলে এটাই হবে তোমাদের ঠিকানা। এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধকে সংঘটিত করবে।' বঙ্গবন্ধু সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সদ্য নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য চিত্তরঞ্জন সুতারকে তিনি আগেই কলকাতা পাঠান। ডাক্তার আবু হেনা প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। বঙ্গবন্ধু তাঁকে আগেই পাঠিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে। সেই পথেই ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামারুজ্জামান সাহেব, মনি ভাই এবং আমাকে আবু হেনা নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার রাজেন্দ্র রোডেই আমরা অবস্থান করতাম। আর ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে অবস্থান করতেন আমাদের জাতীয় চার নেতা। নেতাদের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হতো ৭১-এর ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠন ও সেই পরিষদে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে তারই ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠন করা হয়। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপ্রধান। সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান স্বরাষ্ট্র ও পুনর্বাসনবিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করেন এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর প্রিয় মাতৃভূমিকে হানাদারমুক্ত করেন।

মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন আহমদ দূরদর্শিতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। আমাদের চারজনকে মুজিব বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। চারজনের কাজ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসে পরিকল্পনা গ্রহণ করা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বর্ডারে বর্ডারে ঘুরেছি; রণাঙ্গন ও মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গিয়েছি; একসঙ্গে কাজ করেছি। আমি থাকতাম কলকাতায় মুজিব বাহিনীর হেডকোয়ার্টার ব্যারাকপুরে, মনি ভাই আগরতলা, সিরাজ ভাই বালুরঘাট আর রাজ্জাক ভাই মেঘালয়ে। মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে দেরাদুনে ছিল আমাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। মুজিব বাহিনীর জন্য ভারত সরকারের যত সাহায্য-সহযোগিতা, সেসব আমার কাছে আসত। আমি আবার সেগুলো এই তিন নেতার কাছে পাঠিয়ে দিতাম। জাতীয় চার নেতার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা স্বাধীন করেছি।

দেশ স্বাধীনের পর '৭১-এর ১৮ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে একটি বিশেষ হেলিকপ্টারে আমি ও রাজ্জাক ভাই এবং ২২ ডিসেম্বর জাতীয় চার নেতা বিজয়ীর বেশে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করি। আর ৯ মাস ১৪ দিন কারারুদ্ধ থাকার পর পাকিস্তানের জিন্দানখানা থেকে মুক্ত হয়ে বিজয়ের পরিপূর্ণতায় জাতির পিতা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ৭২-এর ১১ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদের বাসভবনে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনা বিষয়ে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রে ফিরে যাবেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং; সৈয়দ নজরুল ইসলাম শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী; তাজউদ্দীন আহমদ অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী; ক্যাপ্টেন মনসুর আলী যোগাযোগমন্ত্রী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৪ জানুয়ারি প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হওয়ার। সেই থেকে বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকেছি শেষ দিন পর্যন্ত।

জাতির পিতা ও জাতীয় চার নেতার আরাধ্য স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করে প্রিয় বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করা। মহান নেতাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারলেই তাঁদের আত্মা শান্তি লাভ করবে এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই লক্ষ্যেই নিয়োজিত।

লেখক: আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ



যে তিন কারণে রাশিয়া ভেঙে যেতে পারে

ম্যাথিউ সাসেক্স

রাশিয়ার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে অনেকে অনেক প্রশ্ন তোলেন। এর মধ্যে একটি অংশের প্রশ্ন হলো, রাশিয়া যেভাবে তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর কাছে অপমানজনক পরাজয়ের মুখে পড়েছে, তাতে কি রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়ার অস্তিত্ব টিকে থাকবে? আপাতভাবে এই চিন্তা পুরোপুরি উদ্ভট বলে মনে হতে পারে। তিনটি বিষয়ে বড় ধরনের ভুল হিসাব-নিকাশের কারণে ভ্লাদিমির পুতিনের অবস্থান দুর্বল হয়েছে। এগুলো হলো, রাশিয়ার সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে অন্ধ ধারণা, ইউক্রেনীয়রা নিজেরাই রুশ বাহিনীকে স্বাগত জানাবেন ও পশ্চিমাদের ঐক্যে ফাটল ধরেছে।

রাশিয়ার বিভিন্ন শহরে এরই মধ্যে যুদ্ধের প্রতিবাদে, পুতিনের নেতৃত্বের বিরোধিতা করে এবং সেনাবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বড় বিক্ষোভ হয়েছে। সেনাবাহিনীর তালিকায় নাম উঠবে কি না, এই ভয়ে এরই মধ্যে অনেকে রাশিয়া ছেড়েছেন। পশ্চিমাদের আরোপ করা বিশাল অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ধাক্কা রাশিয়াতে ভালোভাবেই লেগেছে। কিন্তু মস্কোর দিক থেকে নেওয়া কিছু সৃজনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কারণে ধাক্কাটা যতটা গভীর হবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, তা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে, ইউক্রেন ডার্টি বোমা হামলা চালাতে পারে, এমন মিথ্যা দাবি তুলে মস্কো এখন গলা ফাটিয়ে পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের হুমকি দিচ্ছে। এর মাধ্যমে পুতিন তাঁর শক্তিশালী ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী একটি রাষ্ট্র সম্পর্কে যখন পশ্চিমা কোনো ভাষ্যকার যুক্তি তৈরি করেন, তখন তাঁর মধ্যে একটা ধারণাগত পক্ষপাত কাজ করা স্বাভাবিক। কিন্তু কেউই একটা বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছেন না, ভিয়েতনাম, ইরাক অথবা আফগানিস্তান থেকে লজ্জাজনকভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের পর যুক্তরাষ্ট্র ভেঙে পড়েছিল কি না।

এরপরও তিনটি যৌক্তিক কারণ আছে, যাতে ধারণা জন্মে, ইউক্রেনে পরাজিত হলে ক্রেমলিনের রাজনৈতিক দুর্গ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। মস্কোর শাসকদের জন্য পুরো রাশিয়ার শাসন চালিয়ে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে পারে।

ক্রেমলিন নতুন করে অতিরিক্ত তিন লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা করেছে, তাতেও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো থেকে বেশি সেনা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। মস্কো কিংবা সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের জন্য এই যুদ্ধের আঁচ সামান্যই। কিন্তু রাশিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে এ যুদ্ধ সরাসরি কামানের গোলার মুখে ছুড়ে দিয়েছে।

এর আগেও ভেঙেছে

প্রথম ও সবচেয়ে অনিবার্য বিষয় হচ্ছে, এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে। ইতিহাসের বিচারে সেটা তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালেই ঘটেছে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয়েছে। বিশ্বরাজনীতির বিচারে সেটা ভূমিকম্প বলে বিবেচনা করা হয়। সমস্যা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ধসে পড়বে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী আগে থেকে কেউ করতে পারেননি।

ক্রেমলিন নতুন করে অতিরিক্ত তিন লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা করেছে, তাতেও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো থেকে বেশি সেনা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। মস্কো কিংবা সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের জন্য এই যুদ্ধের আঁচ সামান্যই। কিন্তু রাশিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে এ যুদ্ধ সরাসরি কামানের গোলার মুখে ছুড়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, কট্টরপন্থীদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের আগপর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসক হিসেবে থেকে যাবেন। সোভিয়েত বিপর্যয় অনিবার্যভাবেই প্রমাণ করেছে, পশ্চিমাদের ধারণা কতটা অপ্রয়োজনীয়।

নির্ভর করার মতো বিকল্প নেই পুতিনের

রাশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস এমন যে সেখানে পুতিনের দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। এটা খুব সুচিন্তিতভাবে করা হয়েছে। পুতিন তাঁর মতো করে একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করেছেন। রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রসম্পর্কিত মূল প্রশ্নের সঙ্গে পুতিন নিজেকে অবিচ্ছেদ্য রূপে গড়ে তুলেছেন।

সম্রাটের উপাধি ধারণ না করলেও পুতিন রাশিয়াকে সম্রাটের মতোই পরিচালনা করেন। এর মানে হচ্ছে, তাঁর বদলে দায়িত্ব নিতে পারেন, এমন কোনো উত্তরাধিকার মনোনীত করেননি পুতিন। ক্রেমলিনের নানা উপদল ও গোষ্ঠীকে একত্র রাখতে সক্ষম, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে একত্র রাখার কাজটা খুব সূক্ষ্মভাবে করতে পেরেছেন পুতিন। নানা সময়ে পুতিনের উত্তরসূরি হিসেবে সের্গেই কিরিইয়েনকো, নিকোলাই পাট্রোশেভ, সের্গেই সোবাইয়ানিনের নাম শোনা গেছে। কিন্তু তাঁরা হয় পুতিনের বিরক্তির কারণ হয়েছেন, কিংবা এমন কোনো কাজ করছেন, যাতে তাঁদের ওপর পুতিনের আস্থা ভঙ্গ হয়েছে।

জাতিগত উত্তেজনা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ রাশিয়ার কেন্দ্রে থাকা সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্রান্তে থাকা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ফাটল সৃষ্টি করেছে। রাশিয়ার অতি ডানপন্থীদের মধ্যে একটি ধারণা বেশ জোরালো যে মস্কো হচ্ছে সভ্যতার তৃতীয় রোম। এর অর্থ হচ্ছে, বর্তমান সভ্যতায় রাশিয়া এমন এক মহাপরাক্রমী শক্তি, যাদের পেছনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ একত্র হবে।

রাশিয়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্য অনেক বেশি। এ কারণে সামরিক বাহিনীতে এসব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে হতাহতের ঘটনা রাশিয়ার সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী, যেমন দাগিস্তানি, চেচেন, ইনগিস, তুভানসের মধ্যে বেশি হচ্ছে।

ক্রেমলিন নতুন করে অতিরিক্ত তিন লাখ সেনা নিয়োগের ঘোষণা করেছে, তাতেও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলো থেকে বেশি সেনা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। মস্কো কিংবা সেন্ট পিটার্সবার্গের বাসিন্দাদের জন্য এই যুদ্ধের আঁচ সামান্যই। কিন্তু রাশিয়ার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে এ যুদ্ধ সরাসরি কামানের গোলার মুখে ছুড়ে দিয়েছে।

রাশিয়া যদি এখন ভাঙতে শুরু করে, তাহলে ভাঙনের শুরু কোথা থেকে হবে? পরিস্থিতিদৃষ্টে মনে হচ্ছে, উত্তর ককেশাস ভাঙনের ভারকেন্দ্র হতে পারে। সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগ ঘোষণার পর রাশিয়ার যে কয়েকটি অঞ্চলে বিক্ষোভ হয়েছে, তার অন্যতম হলো দাগেস্তান। সেখানে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে।

এ ছাড়া মনোযোগটা এখন চেচনিয়াতেও কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এর আগে দুটি যুদ্ধে (১৯৯৪-৯৬ ও ১৯৯৯-২০০৯) চেচনিয়া রাশিয়া ফেডারেশন থেকে পৃথক হওয়ার চেষ্টা করেছিল। চেচনিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা রমজান কাদিরভ। ২০০৭ সালে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি খুব ভালোভাবেই পুতিনের শক্ত মুঠোর শাসনেই আছেন। কাদিরভ পুতিনের সবচেয়ে জোরালো সমর্থকদের একজন। কিন্তু পুতিনের ভঙ্গুর অবস্থান কাদিরভকে ভিন্ন চিন্তা করতেও উৎসাহিত করছে।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ছাড়াও মস্কোয় কাদিরভের আরও কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন। তিনি এখন রাশিয়ার সামরিক নেতৃত্ব ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সবচেয়ে বড় সমালোচক।

ম্যাথিউ সাসেক্স, ফেলো, স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ডিফেন্স স্টাডিজ সেন্টার, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষেপিত

অনুবাদ মনোজ দে

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনানে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001



নজিরবিহীন বর্বরতা নভেম্বরের জেলহত্যা

মো. জাকির হোসেন

আজ থেকে ৪৭ বছর আগে এই দিনে মুজিবনগর সরকারের চার প্রধান স্তম্ভ, বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী, জাতীয় চার নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে জেলখানার অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এমন বর্বর ঘটনার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহে তন্নতন্ন করে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জেলের ভেতর বিদ্রোহ কিংবা জেলের অধিবাসীদের মধ্যে দাঙ্গা থামাতে গুলি করে হত্যা করার একাধিক ঘটনা আছে। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদকে হত্যাচেষ্টার সঙ্গে জড়িত, এমন সন্দেহভাজন নিরাপত্তারক্ষীদের জেল থেকে বের করে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

কিন্তু জাতীয় চার নেতা, যাঁদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা মামলা ছিল না। বিনা অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেলে বন্দি করা হয়। তাঁরা কারাবিদ্রোহ কিংবা দাঙ্গা করেননি। সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে রাতের অন্ধকারে জেলের অভ্যন্তরে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়।

ওই সময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জেলার হিসেবে কর্মরত আমিনুর রহমানের বর্ণনা মতে, মোশতাকের টেলিফোন নির্দেশে কারাগারের আইন ভেঙে ঘাতকদের জেলের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। আমিনুর রহমান বলেছেন, কারাগারে থাকা তৎকালীন আওয়ামী লীগের চার নেতাকে একত্র করার আদেশ আসে। আমিনুর রহমানের বর্ণনা অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দীন আহমদ কারাগারের একটি কক্ষে ছিলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে অন্য দুই কক্ষ থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়। আমিনুর রহমানের বর্ণনা মতে, "তাজউদ্দীন সাহেব তখন কোরআন শরিফ পড়ছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব হাত-মুখ ধুলেন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সেখানে আসার আগে কাপড় পাল্টে নিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলেন না তাঁদের কোথায় নেওয়া হচ্ছে? আমি নিজে থেকে বললাম আর্মি আসছে। আমার মনে পড়ে, আমি মনসুর আলীর 'ম' কথাটা উচ্চারণ করতে পারি নাই, সঙ্গে সঙ্গে গুলি।"

জাতীয় চার নেতাকে যে কক্ষে হত্যা করা হয়, সেই কক্ষের কাছে ওই সময় বন্দি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীরবিক্রম। সেই রাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, রাত আনুমানিক ৩টার দিকে জেলখানায় পাগলা ঘণ্টি বেজে ওঠে। তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের কক্ষে অন্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের সরিয়ে নেওয়া হয়। মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ থেকে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের কক্ষে এনে সমবেত করা হয়। এরপর অন্য সব কারাকক্ষের দরজা লাগিয়ে দেওয়া হয়। চার নেতাকে যে কক্ষে আনা হয় সেই কক্ষটির দরজা খোলা রাখা হয়। এর পরই কালো কাপড় পরা ঘাতকরা চার নেতার কক্ষের সামনে আসে এবং কালবিলম্ব না করে খুব কাছে থেকে স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান দিয়ে ব্রাশফায়ার করে। এর মধ্যে শেষবারের মতো তাজউদ্দীন আহমদের কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি ঘাতকদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা কী করছ?' এর পরই গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি পাশের খাটে লুটিয়ে পড়েন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও কামারুজ্জামানও গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়েন। ঘাতকরা চলে যাওয়ার পরও আহত মনসুর আলী বেঁচে ছিলেন। তিনি পানি, পানি বলে চিৎকার করছিলেন। এরই মধ্যে কারাগারের রক্ষী মোতালেব জেলগেটের কাছে পৌঁছে যাওয়া ঘাতকদের খবর দেয় একজন এখনো বেঁচে আছেন। ঘাতকরা ফিরে এসে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে চার নেতার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে ফিরে যায়। মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'ঘাতকরা চলে যাওয়ার পর মোতালেব দৌড়ে আমার সেলের সামনে এসে জানায়, চারজনই ফিনিশ, স্যার।'

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, সর্বোচ্চ আদালতে জেলহত্যা মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে, এখন এসব ঘটনা বর্ণনা করে কি লাভ? স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকার সময় তাঁর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন কারাগারে বর্বর হত্যার শিকার এই চার নেতা। যে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধ, যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ এবং বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে, তার নেতৃত্বে ছিলেন এই চার নেতা। মুজিবনগর সরকারের হাত ধরে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ও তার দোসরদের পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে, এটি বলা যত সহজ, সেই কাজটি ছিল অত্যন্ত দুর্বহ, ভয়ানক চ্যালেঞ্জিং ও ঝুঁকিপূর্ণ।

স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে এমন কত অন্তর্বর্তী, প্রবাসী, বিপ্লবী সরকার ব্যর্থ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সীমিত সামর্থ্য নিয়ে মুজিবনগর সরকার দক্ষতার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও প্রশাসন পরিচালনা করেছে। পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সমর্থনপুষ্ট এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অসম মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা হয়েছে। পাকিস্তানের ইঙ্গিতে স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে এসে পাকিস্তানের সঙ্গে আবারও ঐক্যের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক। মোশতাক আওয়ামী লীগ নেতাদের বিভ্রান্ত করতে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইলিং করে প্রচারণা শুরু করেন, কী চাই—জীবিত বঙ্গবন্ধুকে, না স্বাধীন বাংলাদেশ? স্বাধীন বাংলাদেশ চাইলে মুজিবকে ফেরত পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে জেডফোর্সের অধিনায়ক জিয়া মুজিবনগর সরকারকে চ্যালেঞ্জ করে যুদ্ধকালীন কাউন্সিল গঠন করার প্রস্তাবের মাধ্যমে নতুন ষড়যন্ত্র উসকে দেন। ১৯৮৯ সালের জুন মাসে সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে প্রয়াত লে. কর্নেল মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন (অবসরপ্রাপ্ত) বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় মেজর জিয়াউর রহমান ও মেজর মঞ্জুর মিলে জেনারেল ওসমানীকে তাঁর পদ ও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।'

সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল সফিউল্লাহও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, '১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জিয়া (জেনারেল) ওসমানীকে কমান্ডিং চিফ (পদ) থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন। এ ব্যাপারে জিয়া আমাকে বলেন, ওসমানী পুরাতন (বৃদ্ধ) হয়ে গেছেন। সুতরাং ইয়ংদের (যুবকদের) মাঝ থেকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি এবং এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে তাঁকে আর কোনো কথা না বলার জন্য বলি।' (সাপ্তাহিক 'জ-নমত', লন্ডন, ২৮ আগস্ট, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭)। 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠনের ষড়যন্ত্র বিষয়ে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন, ১৯৭১ সালের জুন মাসের কথা। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মুজিবনগরে সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠক আহবান করলেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে মেজর জিয়াউর রহমান বললেন, যেহেতু রণক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী লড়াই করছে, সেহেতু নীতিনির্ধারণের লক্ষ্যে সামরিক কমান্ডারদের নিয়ে একটা 'ওয়ার কাউন্সিল' অর্থাৎ 'সামরিক কমান্ড কাউন্সিল' গঠনের কথা। সত্তরের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়া সত্ত্বেও বিকল্প হিসেবে 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী হতবাক হলেন। তাঁর ভ্রুযুগল কুঁচকে উঠল এবং অভ্যাসবশত অবিরাম নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি খুঁটতে লাগলেন। (বঙ্গবন্ধু, এম আর আখতার মুকুল, পৃষ্ঠা-১৬৬)। এম আর আখতার মুকুল অন্য এক প্রবন্ধে আরো লিখেছেন, "এককথায় মেজর জিয়াউর রহমানের প্রস্তাব হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক দায়িত্ব এবং নীতিনির্ধারণ সব কিছুই নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরিবর্তে সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। 'ওয়ার কাউন্সিল' গঠন করার প্রস্তাব উত্থাপন করায় উপস্থিত অনেকেই স্তম্ভিত হলেন।"

ষড়যন্ত্র এখানেই থেমে থাকেনি। মুক্তিযুদ্ধকে বিভ্রান্ত করতে ও ভুল পথে পরিচালিত করতে ষড়যন্ত্র চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করলে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতায় রাশিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন) এর বিরুদ্ধে ভেটো দেয়। অসম যুদ্ধ ও ভয়ংকর ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে যাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে প্রাণভোমরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের রাতের অন্ধকারে কারাগারে হত্যা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশেও মুজিবনগর সরকারের শীর্ষ নেতারা জাতি গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। জাতির বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত নেতাদের জেলখানার অভ্যন্তরে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে হত্যা করে তাঁদের প্রতি কী ভয়ানক অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে তার আলোচনা সব সময়ই প্রাসঙ্গিক। জাতির মহান সন্তানদের কেন এমনভাবে হত্যা করা হলো—সমীকরণটি সহজ হলেও কোনো কোনো বিশ্লেষক ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী সেনা কর্মকর্তারা পাল্টা আরেকটি অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় ছিলেন। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের পর বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা মনে করছিলেন, এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতাসীন হবে। তাই পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়ায় জেলের অভ্যন্তরে চার নেতাকে হত্যা করা হয়। বিশ্লেষকরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যেটি এড়িয়ে গেছেন, তা হলো, ঘাতকচক্রের লক্ষ্য ছিল বাঙালিকে নেতৃত্বশূন্য করে বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের পদানত করে মুক্তিযুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানে আটক রাখা হলে যে চার নেতা বঙ্গবন্ধুর হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনেন, সেই জাতীয় চার নেতাকেও বঙ্গবন্ধুর মতো নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ যাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আর এগোতে না পারে, স্বাধীনতা যাতে ব্যর্থ হয়, বাংলাদেশ যাতে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, সেই চক্রান্তের অংশ হিসেবেই জেলখানার ভেতরে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত করে।

চার নেতা যেমন ছিলেন নির্ভীক দেশপ্রেমিক, তেমনি সৎ, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। নীতির প্রতি আপসহীনতাই তাঁদের হত্যাকে অনিবার্য করে তোলে। ঘাতক ও তাদের দোসররা জানত আওয়ামী লীগ নিশ্চিহ্ন হলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানে রূপান্তর সহজ হবে। ঘাতক ও তাদের দোসররা জানত এই চারজন যদি বেঁচে থাকেন, তবে ঠিকই বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন, যেমন তাঁরা দিয়েছিলেন ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে। ঘাতকরা তাই শুধু কয়েকজন ব্যক্তিকে নয়, একটি আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ও জেলহত্যার তদন্তের জন্য ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লন্ডনে স্যার থমাস উইলিয়ামস, কিউ সি এমপির নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু সেই সময় ক্ষমতাসীন জিয়াউর রহমানের সরকারের অসহযোগিতার কারণে এবং কমিশনের সদস্যকে ভিসা প্রদান না করায় তদন্তের উদ্যোগ সফল হতে পারেনি।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড ও জেলহত্যাকান্ডের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বাংলাদেশের এক অন্ধকার যুগ। এই সময় নিষিদ্ধ করা হয় হত্যাকারীদের বিচার। বর্বর এই হত্যাকান্ডে সভ্যতা ও মানবতা লজ্জিত হলেও সেই সময়ে ঘাতকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হয় সরকারি দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে। এভাবে বাংলাদেশে হত্যার রাজনীতি বৈধতা পায়। শুরু হয় রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষাসহ সব প্রতিষ্ঠানে লাভ ও লোভের সংস্কৃতি চালু হয়। রাজনীতি ও রাষ্ট্রে আজকের সংকটের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই সময়ে। আজ ফুলেফেঁপে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। জেলহত্যার বর্বরতার আলোচনা তাই আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় কারা বাংলাদেশের শত্রু, আর কারা মিত্র।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



আমার অপরাধ আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামের কন্যা

ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি

আব্বা নেই আজ ৪৭ বছর। সেই শৈশবে তাঁকে হারিয়েছি। তাঁর আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি আমি ও আমার অন্য ভাই-বোনরা। আমাদের কী অপরাধ ছিল, যে কারণে প্রিয় বাবাকে হারাতে হয়েছে? কী অপরাধ ছিল আমার বাবার, যে কারণে তাঁকে মধ্যরাতে কারাগারের মতো নিরাপদ স্থানে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো?

আব্বার অপরাধ তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুগত ও বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি একাত্তরে মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তাঁর অপরাধ তিনি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ বারবার আহবান সত্ত্বেও তিনি খুনি মোশতাকের সঙ্গে হাত মেলাননি। বঙ্গবন্ধুর রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করে পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারে যোগ দেননি। মোশতাক অনেক চেষ্টা করেছেন, টেলিফোন করে বাবাকে ভয় দেখিয়েছেন। প্রতিউত্তরে আব্বা তাঁর ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বেহায়া মোশতাক এরপর আম্মার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাবাকে বোঝানোর কথা বলেন। কিন্তু আমার বাবা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অবিচল। সামান্য ক্ষমতার লোভে কোনোভাবেই বঙ্গবন্ধুর খুনিচক্রের সঙ্গে হাত মেলাননি। বিনিময়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হলো। ভয়ংকর এক মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হলো। খুনিচক্রের সঙ্গে হাত না মেলানোর পরিণতি কী হতে পারে আব্বা তা জানতেন, তবু প্রিয় নেতার রক্তের সঙ্গে তিনি বেঈমানি করেননি।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আব্বার প্রায় তিন দশকের বন্ধুত্ব। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রাক্কালে সিলেট থেকে পরিচয়। তারপর বাংলার নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে তাঁরা একসঙ্গে হেঁটেছেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। পাকিস্তানি জান্তা সরকারের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে দৃঢ়চিত্তে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত 'জয়বাংলা' পত্রিকা আব্বাকে 'সংকট-মানব' হিসেবে উল্লেখ করে। 'সংকট-মানব সৈয়দ নজরুল' শিরোনামে প্রকাশিত সেই প্রতিবেদনে লেখা হয়—'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী কর্ণধার সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাঙালীদের কাছে একজন সংকট-মানব হিসেবে পরিচিত। বস্তুত আওয়ামী লীগ ও বাঙালি যখনই কোনো সংকটে পতিত হয়েছে তখনই তাঁর ওপর অর্পিত হয়েছে পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব। সহজ-সরল নীতিনিষ্ঠ এই মানুষটি কথার চেয়ে কাজ করেন বেশি—চিন্তা করেন আরো বেশি।'

সেই আব্বাকে হারিয়ে আমরা দিকহারা। অনিশ্চয়তায় কেটেছে আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। রাতের পর রাত কেটেছে নির্ঘুম। আমার সহজ-সরল মায়ের ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল। পরিচিত মানুষ সব চোখের পলকে বদলে গেল। এই সেদিনও কত মানুষ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশায় আব্বার চারপাশ ঘিরে রাখতেন। মুহূর্তেই যেন সব পাল্টে গেল। মিন্টো রোডের সরকারি বাড়ি ছাড়তে হলো। থাকার জন্য একটি নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা ভয়াবহ বিষয় হয়ে দাঁড়াল আমাদের জন্য। একটি সুখী-সুন্দর পরিবার মুহূর্তেই তছনছ হয়ে গেল। কাচের মতো ভেঙে পড়ল আমাদের স্বপ্নগুলো। অনিশ্চিত হয়ে পড়ল আমাদের শিক্ষাসহ প্রয়োজনীয় সব কিছু।

এই অবস্থায় আম্মা সৈয়দা নাফিজা ইসলাম তাঁর বিধ্বস্ত মনকে শক্ত করে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আব্বা যখন মুক্তিযুদ্ধের সরকার পরিচালনা করছেন, আমরা তখন পাকিস্তান সরকারের ঘোষণা করা মৃত্যুর হুলিয়া নিয়ে দেশের ভেতর এখানে-ওখানে আতঙ্কের দিন-রাত পার করছি। আম্মা তখন পরম মমতায় ও যত্নে আমাদের আগলে রেখেছিলেন। একাত্তরের সেই সাহসী রূপ তখন আম্মার মুখচ্ছবিতে। গ্রামের ঋজু সেই নারী যদি সেদিন শক্ত হাতে হাল না ধরতেন, তাহলে আমাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাই নিশ্চিত ছিল।

ধীরে ধীরে আমরা বড় হয়ে উঠেছি। বড় দুই ভাই সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম বিদেশে। দেশে সেনাবাহিনীতে কর্মরত সাফায়েতুল ইসলাম ভাই। ছোট ভাই শরিফুল ইসলাম, আমি আর রুপা পড়ছি। আমি ভর্তি হলাম ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে। লেখাপড়া শেষ করে একটি চাকরির জন্য যেখানেই আবেদন করেছি সেখান থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছি। সিভি দেখে যখনই নিশ্চিত হয়েছে আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে, তখনই তারা আমাকে না করে দিয়েছে। আমার অপরাধ আমি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে। তখন ১৯৯১-৯২ সাল। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায়।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা নির্মাণে কাজ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে মনে হয় স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এখনো সর্বত্র সক্রিয়। তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। আজ এই শোকের দিনে এই হোক দৃপ্ত শপথ।

লেখক: সংসদ সদস্য, কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর)

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

গত সপ্তাহে আমরা ইউএস সিটিজেনদের ফিঁয়াসের ভিসা এবং বিবাহ ভিত্তিক গ্রিনকার্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আমরা কে-ওয়ান ভিসা, কে-ওয়ান ভিসার শর্তাবলী, কে-ওয়ান ভিসা আবেদনের প্রক্রিয়া এবং সাক্ষাতকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আজকে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোচনা করছি। যা আপনাদের জন্য সহায়ক হবে।

ইউএস সিটিজেনদের বিদেশি ফিয়াঁসদের সাক্ষাতকারের প্রক্রিয়াঃ

ইউএস সিআইএস কর্তৃক কে-ওয়ান ভিসা অনুমোদনের পর ফাইল পাঠানো হয় মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে। ইউএস এর বাইরে বাস করা বিদেশি ফিয়াঁসেকে অবশ্যই ডিএস-১৬০ ফরম পূরণ করতে হবে। যে ফিয়াঁসেকে স্পন্সর করা হয় তার দেশের নিকটবর্তী কোন ইউএস এ্যামবেসি বা কনস্যুলেটে সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাতকার গ্রহণকারী অফিসার সাক্ষাতের ফলাফল সাক্ষাতক গ্রহণের দিন অথবা তার পরপরই জানিয়ে দেবেন। তার যদি আরো কিছু প্রমাণের দরকার হয় তবে তিনি সাক্ষাতদাতাকে ইউএস কনস্যুলেটে সরাসরি জমা দেয়ার অনুরোধ জানাবেন।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট সাক্ষাতকারের পূর্বে বা সাক্ষাতকারের সময় যেসব প্রমাণ-পাত্র চাইবেনঃ

পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি:
বার্থ সার্টিফিকেট;
বৈধ এবং মেয়াদ উত্তীন না হওয়া পাসপোর্ট;
প্রত্যেক আবেদনকারীর ১৬ বছর বয়স থেকে ৬ মাসের অধিক সময় বসবাসের জন্য পুলিশি ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট;
সিল দেয়া মেডিক্যাল পরীক্ষার ফরম (স্টেট ডিপার্টমেন্ট অনুমোদিত ফিজিশিয়ান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট)।

ইউএস সিটিজেনের ফিয়াসের ডকুমেন্টঃ

অতি সাম্প্রতিক ট্যাক্স রিটার্ন;
সম্পর্ক সনদ (অনুমোদিত আই-১২৯ এফ প্যাকেজ।

নিউইয়র্ক থেকে আহসান মাহমুদের প্রশ্নঃ

আজ আমি আমার এক বন্ধুর জন্যে এই চিঠিটি লিখছি। আমার বন্ধু একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট। সে খুব শিঘ্রই সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করবে। এ ব্যাপারে তার জানার বিষয় ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন এ্যাক্টের (আইএনএ) অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীঃ

এ সম্পর্কে এই বিভারে মাধ্যমে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

আহসান মাহমুদের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন এ্যাক্টের অধীনে ইউএস শর্তাবলী হচ্ছেঃ

আবেদনের সময় আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। আবেদনকারী নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে,

কমপক্ষে ৫ বছরের গ্রিনকার্ডধারী হতে হবে,

স্বামী অথবা স্ত্রীর কেউ একজন ইউএস সিটিজেন হলে সেক্ষেত্রে ৩ বছর হলেই হবে,

পড়তে, লিখিতে এবং প্রাথমিক ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকতে হবে,

যুক্তরাষ্ট্রে তরার সরকার, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

ন্যাচালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য এন-৪০০ পূরণ করার পর থেকে। আবেদনকারীকে সাক্ষাতকারের



জন্য নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং সিভিক পরীক্ষার শর্ত পরিবর্তন হতে পারে। ইংরেজি টেস্ট মওকুফ হতে পারেঃ

যদি প্রার্থীর বয়স ৫০ উর্ধ হয়, এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি কমপক্ষে ২০ বছর হয় অথবা যদি প্রার্থীর বয়স ৫৫ বছর হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স ১৫ বছর হয়। কারো বয়স যদি ৬৫ বছর হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স ২৫ বছর হয় তার জন্যে সহজ টেস্ট হবে।

ইংরেজি ও সিভিক টেস্ট মওকুফের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল অক্ষমতা-

মেডিক্যাল অক্ষমতার শর্ত পূরণ করে অনুমোদন পাওয়া কঠিন একটি বিষয়। মেডিক্যাল অক্ষমতার আবেদন অবশ্যই একজন চিকিৎসককে আবেদনকারীর পক্ষে এন-৬৪৮ ফর্ম পূরণ করতে হবে। চিকিৎসককে বিস্তারি ব্যাখ্যা দিতে হবে। চিকিৎসকের উত্তর স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যে ডাক্তার আবেদনকারীর প্রায়শই চিকিৎসা করে থাকেন তিনি ফর্ম পূরণ করলেই ভালো হয়। এবং সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রায়ই এন-৬৪৮ প্রত্যাখ্যাত হওয়া ফর্মে অরিজিনাল স্বাক্ষর না হলে ফর্মটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এন-৬৪৮ ব্যতিত এন-৪০০ ফাইল করা যাবে না। যদি এন-৬৪৮ গৃহিত না হয় তবে প্রার্থী ইংরেজিতে পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। প্রার্থী যদি পাশ নাও করেন তবে তাকে পরে একটি ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেয়া হবে। এইসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো।

কুইন্স থেকে ফতেহ আলীর প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী একজন ইউএসসিটিজেন। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে সে আমার জন্যে আবেদন করেছিল। আর তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি ইন্টারভিউ এর চিঠি পাই কিন্তু আমি সেই ইন্টারভিউ এ উপস্থিত হতে পারি নাই। এই জন্য আমার কেস অস্বীকৃত হয়েছে। এখন আমার কী করণীয়? এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শপেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

ফতেহ আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথমেই আমরা যে কথাটি উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে যে আপনার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। সে কারণে আপনারা যদি নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়েন তাহলে আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

যথা সময়ে ইন্টারভিউ দিতে উপস্থিত হতে না পারার জন্য আপনার কেস অস্বীকৃত হয়ে গেছে। কেস অস্বীকৃত হয়ে গেলে সাধারণতঃ তিনটি বিকল্প থাকেঃ

ফাইল রি-ওপেনের জন্য মোশন করা,

আপীল করা,

স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্য ফাইল করা।

ফাইল রি-ওপেনের জন্য মোশনঃ কেস রি-ওপেনের জন্য একই অফিসে ফাইল করতে হয়। যে সব তথ্যপত্র প্রয়োজন সেগুলো কাছে না থাকার কারণে ইন্টারভিউ এ উপস্থিত হতে না পারা এসব প্রমাণসহ ফাইল করা যেতে পারে। আপীল বা ফাইল করার চাইতে এতে সময় কম লাগে।

আপলীঃ আপনার কেসের ব্যাপারে অফিসার যে সিদ্ধান্ত নেবেন তাতে যদি আপনি সম্মত না হন তবে আপীল করা যায়।

রি-ফাইলিংঃ

ফ্যামিলি ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এবং আই ১৩০ কেস রি-ফাইল করা যায় -কেসটি অস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে।

রি- স্ট্যাজুয়েলের জন্য অনুরোধ করা যায় এবং আবেদনকারী যদি ইন্টারভিউ এর দিন উপস্থিত না থাকনে কিংবা ইন্টারভিউ তারিখের জন্য অনুরোধ না করেন তখন একমাত্র ব্যবস্থা রি-ফাইলিং করা। আপনাকে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হবে আপনার রি-ফাইলিং এর তারিখ অনুযায়ী।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমাদের শারীরিক সক্রিয়তা বাড়ানো জরুরি

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

আমাদের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ দরকার। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ তৈরি এবং এ কাজে উৎসাহিত করা দরকার। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা এবং তাদের মানসম্মত পুরস্কার ও মোটিভেশন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখি একটি নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। সবাইকে খেলাধুলায় আনার জন্য আমাদের কারিকুলামে খেলাধুলা যুক্ত করা যেতে পারে।

আমাদের শারীরিক সক্রিয়তার জন্য দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বড় প্রভাবক। কেননা নির্দিষ্ট বয়সে একজন মানুষের পরিমিত বৃদ্ধি ও ওজন না হলে সুঠাম দেহের অধিকারী হওয়া যায় না। শারীরিক বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি সঠিকভাবে না হলে অন্যটির ক্ষেত্রে বিপত্তি দেখা দেয়।

কিন্তু আমরা হয়তো সুস্থ থাকাটাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। সব কিছু পরিমিতভাবে বিবেচনায় না নিয়ে শুধু সুস্থ থাকার মধ্যে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) প্রকাশিত এসংক্রান্ত প্রতিবেদনে আমাদের দেশের অবস্থান খুবই হতাশাজনক; যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ১১ থেকে ১৭ বছর বয়সী কিশোরীদের মধ্যে শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয়তার হার ৬৯ শতাংশ। একই বয়সী কিশোরদের মধ্যে এই হার ৬৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য হারে শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয়তার তথ্য রয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মোট মৃত্যুর ৭০ শতাংশ অসংক্রামক রোগে হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমাদের নীতিনির্ধারক ও অন্য সবার ভাবা উচিত। নীতিনির্ধারকরা হয়তো একটি সঠিক নির্দেশনা দিতে পারবেন, কিন্তু স্বাস্থ্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে সবার সচেতন হওয়া উচিত এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য আচরণ মেনে চলা ও পরিপূর্ণ সচেতন হওয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের পূর্বসূরিরা প্রাত্যহিক কাজকর্ম; যেমন–বাজার করা, কোথাও যাওয়া ইত্যাদি হেঁটে করতেন। ফলে তাঁদের শারীরিক গঠন এবং মানসিক বিকাশ পরিপক্ব ছিল। এ ছাড়া খাদ্যে তেমন ভেজাল ছিল না। ফলে তাঁদের জীবনের ব্যাপ্তিকাল চিকিৎসার বাইরে অনেক বেশি ছিল। বর্তমানে যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে আমরা স্বল্প দূরত্বে যাতায়াতের জন্য পরিবহনের আশ্রয় গ্রহণ করি। এখন আধুনিক চিকিৎসার বদৌলতে আমাদের আয়ু অনেক বেড়েছে সত্য, কিন্তু নিষ্ক্রিয়তার পরিমাণও বেড়েছে, যা প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রমাণিত। আমাদের সময় আমরা হেঁটে স্কুল ও কলেজে যেতাম। খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সকাল ৮টা থেকে আমরা ক্লাস করতাম। এখনকার শিক্ষার্থীরা সকাল ৮ ঘটিকায় ক্লাস করতে অনীহা প্রকাশ করে। এর অন্যতম কারণ তারা অধিক রাতে ঘুমাতে যায় এবং তা কেন করে আমরা সবাই জানি। অনেকের বেলায় দিনের রুটিন মেনে চলতে দেখা যায় না। কারো বেলায় সকালে নাশতা আর দুপুরের খাবার একই হয়। কায়িক পরিশ্রম আমরা যাকে বলি, তা আমাদের কিশোর-কিশোরী, এমনকি বয়স্কদের বেলায় পাওয়া যায় না। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুন্দর রুটিন; যেখানে–ব্যায়াম, কায়িক পরিশ্রম, নির্দিষ্ট কাজ, সুষ্ঠু চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা অনুসরণ না করতে পারা আমাদের নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। এ কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। আমাদের শারীরিক গঠনে শৈশব থেকেই ঘাটতি তৈরি হচ্ছে; যার ফল মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়া।

আমাদের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত খেলাধুলার মাঠ দরকার। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার সুযোগ তৈরি এবং এ কাজে উৎসাহিত করা দরকার। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা এবং তাদের মানসম্মত পুরস্কার ও মোটিভেশন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখি একটি নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষার্থী খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। সবাইকে খেলাধুলায় আনার জন্য আমাদের কারিকুলামে খেলাধুলা যুক্ত করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে না হলেও সব স্কুল ও কলেজে ক্লাস শুরুর আগে প্রতিদিন অন্তত ১৫ মিনিট শারীরিক কসরত করানো দরকার। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক গঠন পরিপূর্ণ হবে এবং তারা সতেজ ও সুঠাম দেহের অধিকারী হবে। তারা সুশৃঙ্খল জীবনের মূল্য উপলব্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। একটি নির্দিষ্ট বয়স অতিক্রম করার পর যখন হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি হয়, তখন আমরা নিয়মিত হাঁটা শুরু করি। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর থেকে আমরা যদি নিয়মিত ব্যায়ামসহ অন্যান্য শারীরিক কসরত করে আসি, তাহলে আমরা অনেক শারীরিক ঝুঁকি এড়াতে পারি। আমরা সব সময় সক্রিয়ও থাকতে পারি। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জিমের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। আমাদের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। সাইকেলকে যাতায়াতের একটি বড় মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এর জন্য বিদ্যমান রাস্তা সংস্কার করে সাইকেলের জন্য পৃথক লেন চালু করা যেতে পারে। আমরা যখন কোথাও নতুন রাস্তা তৈরি করব, তখন সাইকেল লেন বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। এর মাধ্যমে মানুষের যাতায়াত খরচ যেমন কমবে, তার চেয়ে বড় বিষয় শরীর সক্রিয় থাকবে এবং কাজ করতে কোনো অনীহা দেখা দেবে না। নীতিনির্ধারক পর্যায়ে ভাবার জায়গাটি আরো বড়। প্রতিটি উপজেলায় খেলাধুলার জন্য পৃথক মাঠ তৈরি করতে হবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সারা বছরের জন্য পরিকল্পনা থাকবে। সব বয়সীদের জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সবাই উৎসাহিত হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সময় বিজয়ীদের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে বিবেচনায়ও আনা যেতে পারে।

আমরা চাই একটি কর্মঠ জাতি, যেখানে মানুষ একটি দীর্ঘ সময় নিজেকে কাজে লাগাতে পারে। আমরা চাই এমন একটি যুবসমাজ, যারা কায়িক পরিশ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারবে এবং বিশ্বের কাছেও নিজের মেধাকে প্রকাশ করতে পারবে। আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যে সমাজে সবাই শারীরিকভাবে সক্রিয় এবং মানসিকভাবে উত্ফুল্ল থাকবে। আমরা এমন মানুষ চাই, যাদের মনোবল হবে সুদৃঢ়। আমরা বীরের জাতি, ৯ মাস যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি ছিল বিধায় আমাদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। আমরা কোনোভাবেই নিষ্ক্রিয় থাকব না। আমরা হব শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান এবং মানসিক শক্তিতে প্রসারমাণ। আমরা জয় করব সব অসংক্রামক রোগ-ব্যাধি। সুন্দর জাতি গঠনে আমরা সক্ষম হব–এই আশা রাখতে পারি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়





আন্দোলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রত্যাশা

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমের সাথে বুদ্ধিজীবীরা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মূলত যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, অধ্যয়ন ও আদর্শিক অনুশীলন বুদ্ধিজীবীরাই করে থাকেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম জাতিকে এগিয়ে নেয়। যারা বুদ্ধিকে জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন তারা তাদের ভূমিকার মাধ্যমে পাল্টে দিতে পারেন সমাজ ও রাষ্ট্র। একটি দেশের গভর্ন্যান্স বা শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় বুদ্ধিজীবীরাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যদিও বুদ্ধিজীবীরা সরাসরি রাজনীতি করেন না, তবে তারা পরিবর্তনের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেন। পৃথিবীর ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এটি বাস্তব সত্য।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও ১৯১৯ সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীরাই ভিত্তি নির্মাণ করেন। আর পৃথিবীর তাবৎ পরিবর্তনে তাদের ভূমিকা অনন্য। তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক অভিশাপ অবসানে রয়েছে তাদের অনস্বীকার্য ভূমিকা। বাংলাদেশের সংগ্রামেও আমাদের বুদ্ধিজীবীদের গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে। তবে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে তাদের সেই সর্বাত্মক ভূমিকা ক্রমেই লীন হয়ে আসে। জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে অভিন্ন ভূমিকার পরিবর্তে সুবিধাবাদ, বিভক্তি ও হতাশা তাদের ক্রমেই গ্রাস করে। সাম্প্রতিক সময়ে সে প্রবণতা সব সীমা লঙ্ঘন করেছে। নিরপেক্ষতা, নৈতিকতা ও সাহস হারিয়ে তারা দলীয় তাঁবেদার গোষ্ঠীতে পরিণত হন। লাল, নীল ও গোলাপি বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। বিবেকবর্জিতভাবে এরা দলীয় তাঁবেদারে পরিণত হন। পদ ও পদবি লাভে তারা এতটাই দলীয়বৃত্তি গ্রহণ করেন যে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের চেয়েও বড়গলায় কথা বলেন। বিশেষ করে বর্তমান শাসকশ্রেণী ফ্যাসিবাদের অনুসরণে জাতিকে বিভক্ত করতে চাইলে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একাংশ ঢাল-তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসেন।

বিভিন্ন পেশাধারী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী- কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাংবাদিক-গবেষক, চিকিৎসক-প্রকৌশলী অর্থাৎ এমন কোনো পেশাজীবী সম্প্রদায় নেই, যেখানে দলীয় লাইন অনুযায়ী বিভাজন ঘটেনি। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও সাহসের পরিবর্তে দলীয় সঙ্কীর্ণতা, অবৈধ কর্মে দক্ষতা ও দলীয় অবদান অগ্রাধিকার পায়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি নিয়োগে যে অন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় তা গোটা জাতিকে লজ্জিত করে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনেও এই নগ্ন দলীয় প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। এমনকি বিচার বিভাগেও রাখঢাক না করে দলীয়ভাবে পদ ও মর্যাদা বিতরণ করা হয়। বিচার বিভাগ থেকে যখন দলীয় সিদ্ধান্ত রায় হিসেবে চাপিয়ে দেয়া হয় তখন এর প্রমাণ মেলে। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের প্রধান ব্যক্তিকে রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে কাজে লাগানো হয়। সেই ব্যক্তিই যখন শাসক শ্রেণীর বিরোধিতা করেন, তখন তাকে নিকৃষ্ট শক্তি প্রয়োগে বিতাড়ন করে। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় যারা সামান্য ভিন্নমত পোষণ করেন তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধিকার, অধিকার ও বিবেকবোধ কেড়ে নেয়া হয়।

তবে সবাই যে বিবেককে বিসর্জন দিয়েছেন এমন পাইকারি কথা বলা যাবে না। সরকারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ অন্যায়, অনিয়ম ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করে চলেছেন। তারা খুন ও গুমের শিকার হয়েছেন। চাকরিচ্যুত হয়েছেন। মামলা-মোকদ্দমায় জর্জরিত হয়েছেন। অনেকে শারীরিকভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। যখনই যেকোনো প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিরোধিতার আভাস পাওয়া গেছে সেখানেই খড়্গহস্ত হয়েছে সরকার। যেকোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি তাদের সাথে শতভাগ সমর্থন জ্ঞাপন না করে তবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ হিসেবে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অবস্থা দেখা যেতে পারে। এভাবে বিলীন হয়ে গেছে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী অনেক সংগঠন।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সাম্প্রতিক নাম হচ্ছে সুশীলসমাজ। বাংলাদেশের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সুশীল সমাজ সীমিতভাবে হলেও ভিন্নমত প্রকাশের চেষ্টা করে যাচ্ছে।। ওয়ান-ইলেভেনের প্রেক্ষাপট থেকে এই সুশীলসমাজের উন্নতি ও অধঃগতি ঘটে। ক্ষমতাসীনদের সমর্থনে একদল বুদ্ধিজীবী এগিয়ে আসেন। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিরোধীদের ক্ষমতাচ্যুতকরণে ভূমিকা রাখেন। অপর দিকে, ওই সময়ে আরেক দল বুদ্ধিজীবী তারুণ্য ও সাহসকে ভর করে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। আওয়ামী লীগ সরকার যেহেতু এক নেতা, এক দেশ ও এক আদর্শে বিশ্বাস করে; সে জন্য ২০০৯ সাল থেকে দেশে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিরোধী ভূমিকার একরকম অবসান ঘটে। তবে নির্বাচনের আগে ও পরে সুশীলসমাজের সীমিত ভূমিকা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

অতিসাম্প্রতিক সময়ে দেশে সরকারবিরোধী আবহাওয়া পানি পেতে শুরু করেছে। বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবীর দালালিমূলক ভূমিকার বিপরীতে একটি শক্ত ও সমন্বিত প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। ডান ও বাম ধারার বুদ্ধিজীবীরা নানাভাবে ও বিবিধ প্রকারে তাদের নিজ নিজ অবস্থান জানান দিচ্ছেন। গত শুক্রবার এমনই একটি বুদ্ধিজীবী তথা সুশীলসমাজের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘের এক মুক্ত আলোচনায় দেশের শীর্ষ বুদ্ধিজীবীরা বর্তমান সময়ের একটি পর্যালোচনা করেন। দেশের বর্তমান অবস্থাকে খুব খারাপ সময় বলে অভিহিত করেন দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। এটি করেছে ধনিক শ্রেণী। খুব খারাপ সময়ের মধ্যে আছি মন্তব্য করে দেশের এই বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী বলেন, 'বাংলাদেশ এক সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। পাকিস্তানও উপনিবেশ করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন বাংলাদেশকে উপনিবেশে পরিণত করেছে ধনিক শ্রেণী। ঔপনিবেশিক শাসকরা যেমন সম্পদ পাচার করত, এখন এই ধনিক শ্রেণী বিদেশে সম্পদ পাচার করছে। কাজেই লোক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বন্ধ হয়নি।

বিভিন্ন পেশাধারী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী- কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক-অধ্যাপক, সাংবাদিক-গবেষক, চিকিৎসক-প্রকৌশলী অর্থাৎ এমন কোনো পেশাজীবী সম্প্রদায় নেই, যেখানে দলীয় লাইন অনুযায়ী বিভাজন ঘটেনি। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, সততা ও সাহসের পরিবর্তে দলীয় সঙ্কীর্ণতা, অবৈধ কর্মে দক্ষতা ও দলীয় অবদান অগ্রাধিকার পায়। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভিসি নিয়োগে যে অন্যায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় তা গোটা জাতিকে লজ্জিত করে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনেও এই নগ্ন দলীয় প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়।

তিনি বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র গড়ে উঠতে না উঠতেই ভেঙে পড়ে। ওই ভেঙে পড়া রাষ্ট্রের পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতি, আইনকানুন আমরা বাতিল করতে পারিনি। সেগুলো নিয়েই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো। ফলে বাংলাদেশ হলো আয়তনে ও শাসকদের চেহারা অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্র কিন্তু রাষ্ট্রের মূল চরিত্রের পরিবর্তন হলো না। ওই একই আলোচনাসভায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক বলেন, এক ব্যক্তি এক দল- এটি হলো আমাদের দেশের রাজনীতি। গণতন্ত্র এর খেসারত তো দিতেই হবে এবং আমরা তা দিচ্ছি। আগামী ৫০ বছরে দেশের ভালো করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার এবং সুষ্ঠু আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি জোর দিতে হবে। এই প্রতিবাদী আইনজীবী আরো বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় নজর দিতে হবে। আমরা এটিকে নষ্ট করে দিয়েছি। জনগণের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এখন সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দাবি করা বাংলাদেশে ধস নেমেছে উল্লেখ করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (অবঃ) আনু মুহাম্মদ বলেন, এখন একটি বড় ধরনের ধস দেখতে পাচ্ছি। এতদিন শক্ত-সামর্থ্য একটি অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছিল। এখন সেটি ভেঙে পড়েছে। রিজার্ভ (বৈদেশিক মুদ্রা) ধরে রাখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, বলা হয়েছিল চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা দ্বিগুণ। কিন্তু আমরা এখন ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে সরকারের বৈঠকে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অনুপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের আরেক অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, ক্ষমতায় থাকলে কেউ গণতন্ত্রের চর্চা করে না। কিন্তু সুষ্ঠু গণতন্ত্র বাজে শাসকদের কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে।

আন্দোলন ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রত্যাশার আরো খবর আছে। সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনের শক্তি বাড়াতে বিএনপির পাশাপাশি এবার মাঠে নামছে গণতন্ত্রমঞ্চ। বামধারার কয়েকটি সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত এই মঞ্চ সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত আগস্ট মাসে আত্মপ্রকাশ করা রাজনৈতিক জোট গণতন্ত্রমঞ্চে রয়েছে জেএসডি, নাগরিক ঐক্য, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন। এদের আরো মূল্যায়ন হচ্ছে- বর্তমান সরকারের সীমাহীন লুটপাট ও অর্থপাচারের ফলে জনগণের যে নাভিশ্বাস উঠেছে তার বিরুদ্ধে ঐক্য ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন তারা। বামধারার এসব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন রাজনৈতিক দল হিসেবে যতটা না সক্রিয় তার চেয়েও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভূমিকা জোরালো। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিক তথা বুদ্ধিজীবী পর্যায়ের সমন্বয় গড়ে উঠেছে এদের মাধ্যমে। অপর দিকে, ডানধারার সিভিল সোসাইটিগুলোর বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন নামে প্রচুর বুদ্ধিবৃত্তিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা করে যাচ্ছে। ডানধারার বুদ্ধিবৃত্তিক গোষ্ঠী তাদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আবারো প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজনৈতিক ডামাডোলের বাইরে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন এই বৃত্তিকুশল সামাজিক গোষ্ঠী সক্রিয়, আরো সক্রিয় হয়ে উঠলে তা অগ্রসরমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়নে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী নিয়ামক হয়ে ওঠে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান শ্রেণিভিত্তিক নয়; বরং সামগ্রিক। দল মতের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সমাগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বেগবান করে তুলবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী অংশ সুবিধাবাদ ও গণবৈরী ভূমিকা বর্জন করবে বলেই জনগণের অশেষ প্রত্যাশা রয়েছে। তাদের প্রতিজ্ঞা হোক, 'মুক্তি অথবা মৃত্যু'।

লেখক : অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ আইএমএফের ঋণ

নিম্ন আয়ের মানুষের সুরক্ষা গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে

রিজওয়ানুল ইসলাম

বৈশ্বিক অর্থনীতি অস্থির অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কভিড মহামারির অভিঘাতে বৈশ্বিক অর্থনীতি ২০২০ সালে যে গভীর মন্দায় পড়েছিল, ২০২১ সালে তা থেকে বের হয়ে এলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আরেকটি ধাক্কা লাগে। মহামারির সময় তৈরি হওয়া সরবরাহ শৃঙ্খলের সমস্যার সঙ্গে যোগ হয় বিভিন্ন পণ্যের বিশেষ করে জ্বালানি এবং খাদ্যপণ্যের সরবরাহে বাধাবিঘ্ন। একদিকে ছিল পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি, তার ওপর যোগ হয় সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার ফলে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি।

মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে গতানুগতিক ধারার হাতিয়ার- সুদের হার বাড়ানো। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রধান দুই চালিকাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ হয়ে পড়েছে নিস্তেজ। শোনা যাচ্ছে, মন্দার পদধ্বনি। তৃতীয় ইঞ্জিন চীনেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে বিশাল পতন ঘটেছে। মন্দার সম্ভাবনা আর মূল্যস্টফীতির সঙ্গে যোগ হয়েছে খাদ্যপণ্যের সরবরাহে অনিশ্চয়তা এবং খাদ্য সংকটের আশঙ্কা। ইউক্রেন থেকে খাদ্যবাহী জাহাজ চলাচলে অনিশ্চয়তা চলমান থাকাতে এ আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে চ্যালেঞ্জ এখন বিশাল এবং বহুমুখী। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যে অবনতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে নিম্নগতি এবং বিনিময় হারে অস্থিতিশীলতা আর অভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যস্টফীতির চাপ। সব মিলিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা হয়ে পড়েছে দুরূহ।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তার জন্য বাংলাদেশের সরকার দ্বারস্থ হয়েছে আইএমএফের। আশা এই যে, ঋণ পেলে বৈদেশিক অঙ্গনের সমস্যাগুলোকে ঠেকা দেওয়া যাবে। কিন্তু সংস্থাটির ঋণের সঙ্গে যেসব শর্ত আসবে, সেগুলো মানতে গিয়ে আবার নতুন সমস্যা সৃষ্টি হবে কিনা, সে কথা ভুলে গেলে চলবে না। যেমনটি আশঙ্কা করা হয়েছিল; এরই মধ্যে শোনা যাচ্ছে, সংস্কারের অংশ হিসেবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি কমানোর (এর অর্থ হচ্ছে মূল্যবৃদ্ধি করা)।

আইএমএফের ঋণ নিয়ে আপাতত লেনদেনের ভারসাম্যে এবং মুদ্রার বিনিময় হারে কিছুটা স্বস্তি আনতে পারলেও মূল্যস্টফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে কিনা এবং বিকল্প কী হতে পারে, তা ভাবতে হবে। বাংলাদেশে মূল্যস্টফীতির মূল কারণ অতিরিক্ত চাহিদা নয়, সরবরাহের দিক থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যা। তা ছাড়া রয়েছে উৎপাদন এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জটিলতা। যদিও সুদের হার নির্দিষ্ট রাখা (বিশেষ করে তাকে মূল্যস্টফীতির হারের নিচে চলে যেতে দেওয়া) সামষ্টিক নীতিমালায় গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে এটিও বলব যে, সুদের হার বাড়ালেই মূল্যস্টফীতি নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে- এমনটি আশা না করাই ভালো। তা ছাড়া সুদের হার বেশি বেড়ে গেলে তা উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং মূল্যস্টফীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে এবং নীতিমালার জালকে অনেক বিস্তৃত করতে হবে।

মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে গতানুগতিক ধারার হাতিয়ার- সুদের হার বাড়ানো। ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রধান দুই চালিকাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ হয়ে পড়েছে নিস্তেজ। শোনা যাচ্ছে, মন্দার পদধ্বনি। তৃতীয় ইঞ্জিন চীনেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারে বিশাল পতন ঘটেছে। মন্দার সম্ভাবনা আর মূল্যস্টফীতির সঙ্গে যোগ হয়েছে খাদ্যপণ্যের সরবরাহে অনিশ্চয়তা এবং খাদ্য সংকটের আশঙ্কা।

সরবরাহ বিশেষ করে খাদ্যপণ্য এবং জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের সরবরাহ কীভাবে বাড়ানো যায়, পথের বাধাগুলো কীভাবে অপসারণ করা যায়, সম্ভাব্য কী কী পদক্ষেপ নিলে (যেমন- আমদানি শুল্ক বা কর কমানো, কোনো কোনো পণ্যের রপ্তানি সাময়িকভাবে হলেও বন্ধ রাখা) বাজারের দামকে প্রভাবিত করা যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কীভাবে দূর করা যায়, তা দেখতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সর্বোপরি আগামী বোরো ধানের উৎপাদন যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সহজ হবে না। বিশেষ করে মূল্যস্টফীতির রাশ টেনে ধরতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। তা ছাড়া এখন খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালেই শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিতে নিম্নগতি দেখা দিয়েছিল। এ প্রবণতা চলতে থাকলে দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের (বিশেষ করে নির্দিষ্ট আয়ের) মানুষের দুর্গতি আরও বাড়বে। সুতরাং মূল্যস্টফীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি তাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত মজুরি সমন্বয় করা উচিত। অন্যদিকে টিসিবির মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়ানো এবং অন্যান্য খরচের- যেমন পরিবহন, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য এককালীন নগদ হস্তান্তর এবং এ ধরনের কিছু সাময়িক পদক্ষেপের কথা ভাবা যেতে পারে। আইএমএফের সঙ্গে আলোচনায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা উচিত হবে।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন বিশেষ উপদেষ্টা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, জেনেভা

যে কারণে ইউক্রেনের সমর্থন কমতে পারে

জন পি রুহেল

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে সফলভাবে তাদের দেশের বেশির ভাগ অংশ দখলদারদের হাত থেকে রক্ষা করে চলেছে। তবে অমেরিকান সহায়তা না পেলে ইউক্রেনের সামরিক অভিযান সম্ভবত কয়েক মাস আগেই গুটিয়ে নিতে হতো।

রাশিয়া ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে বিপুল পরিমাণে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা দিচ্ছে। পাশাপাশি ইউক্রেনকে দেওয়া পশ্চিমাদের সামরিক সহায়তার সিংহভাগই দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও তাঁর লোকজন–এ উভয় শিবিরই আশঙ্কা করছে, ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনকে দেওয়া এ সহযোগিতার চ্যানেলগুলো ছোট হয়ে আসবে।

রাশিয়ান-ইউক্রেন দ্বন্দ্বের অর্থনৈতিক প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম সাংঘাতিকভাবে বেড়ে গেছে। এটি আমেরিকান ভোটারদের ওপর প্রভাব ফেলেছে এবং সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে মার্কিন সমর্থন হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে রিপাবলিকানদের মধ্যে এ প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ বলছে, গত মার্চে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক এবং রিপাবলিকানের দিকে ঝোঁকা স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ৯ শতাংশ ভোটার মনে করতেন, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সমর্থন দিচ্ছে এবং সে সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা উচিত; সেপ্টেম্বরে এসে তাদের সংখ্যা ৩২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকান অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে ভালো অবস্থায় থাকলেও রিপাবলিকানরা কয়েক মাস ধরে বাইডেন ও ডেমোক্র্যাটদের দুর্বল করার জন্য দেশীয় অর্থনৈতিক উদ্বেগকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ প্রথম থেকেই ইউক্রেনের পাশে আছে। ইউক্রেনের মাটিতে ১০ হাজার ইউক্রেনীয় সেনাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা। আনুষঙ্গিক সামরিক সহায়তাও দিচ্ছে। কিন্তু নতুন বাস্তবতায় ইউরোপের মানুষের মধ্যে ইউক্রেনকে সমর্থন করার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে ইউরোপকে জ্বালানি সংকটে পড়তে হয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাদের জীবনকে অস্থির করে তুলছে।

গত মে মাসে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের ৫৭ জন রিপাবলিকান সদস্য ইউক্রেনকে চার হাজার কোটি ডলার সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে রিপাবলিকান সিনেটর ম্যাকার্থি সতর্ক করে বলেছিলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সই করা ব্ল্যাংক চেক দিতে পারে না।'

বিভিন্ন জরিপের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করে যদি রিপাবলিকান পার্টি মধ্যবর্তী নির্বাচনে হাউসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাহলে ইউক্রেনের জন্য প্রস্তাবিত ভবিষ্যতের সাহায্য প্যাকেজগুলো কংগ্রেসে বড় ধরনের প্রতিরোধের মুখে পড়তে পারে।

ন্যাটো এবং ইউক্রেনকে সহায়তা দেওয়ার ধারণাকে সমর্থন দেওয়ার প্রবণতা রিপাবলিকানদের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবেই অনেক কম। ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকার পুরোটা সময় ন্যাটোর জন্য বরাদ্দ রাখার বিরোধিতা করে গেছেন। কিয়েভের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, সেপ্টেম্বরের পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপ অনুসারে, ইউক্রেনের জন্য ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সমর্থনও কমে যেতে শুরু করেছে।

অক্টোবরের আরেকটি পিউ রিসার্চ সেন্টারের জরিপে দেখা গেছে, মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটারদের প্রধান বিবেচনার বিষয় হলো অর্থনীতি। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে অস্থির করার বিনিময়ে ইউক্রেনে সহায়তা দেওয়ায় রাজি নন।

গত ২৪ অক্টোবর মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের উদারপন্থী ককাসের ৩০ জন সদস্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে এবং যুদ্ধ শেষ করতে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরদিন তাঁরা চিঠিটি প্রত্যাহার করে নিলেও এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউক্রেনের পতনশীল সমর্থনকে সামনে নিয়ে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ২৪ জানুয়ারি থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত ইউক্রেনকে ৫২০০ কোটি ডলারের সামরিক, মানবিক ও অন্যান্য খাতের সহায়তা দিয়েছে। এ সহায়তার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে তা ইউক্রেনের আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ প্রথম থেকেই ইউক্রেনের পাশে আছে। ইউক্রেনের মাটিতে ১০ হাজার ইউক্রেনীয় সেনাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তারা। আনুষঙ্গিক সামরিক সহায়তাও দিচ্ছে। কিন্তু নতুন বাস্তবতায় ইউরোপের মানুষের মধ্যে ইউক্রেনকে সমর্থন করার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে ইউরোপকে জ্বালানি সংকটে পড়তে হয়েছে এবং দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি তাদের জীবনকে অস্থির করে তুলছে।

সব মিলিয়ে ইউক্রেনের জনসমর্থন কমতে শুরু করেছে, যা জেলেনস্কিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

জন পি রুহেল ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী একজন অস্ট্রেলিয়ান-আমেরিকান সাংবাদিক

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল শপ এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

গণতন্ত্রকে তামাশা বানানো হয়েছে

জসিম উদ্দিন

প্রতারণা জালিয়াতির সর্বোচ্চ ধরনটি কেমন হতে পারে, বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষ তার নজির সৃষ্টি করেছে। চোর ডাকাত বাটপাড় হিসেবে পরিচিতরা দুষ্কর্ম করলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকে না। সমাজে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট হারে এ ধরনের অপরাধী থাকে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ধরে নেয় যে, চুরি ডাকাতি এসব অনিয়ম ঘটবে। সেজন্যে কারাগার আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে আরেকটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। যাদের সাথে দেশের শাসনব্যবস্থার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এরা সরকারের প্রশ্রয়ে থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো তছনছ করে দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে স্রেফ খেলাধুলা বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা এদের জন্য একটি তামাশা ছাড়া কিছু নয়।

তামাশা বলতে ঠাট্টা বা কৌতুক বোঝায়। খেলা বা প্রদর্শনী যা মানুষের বিনোদনের জন্য করা হয়। এ জন্য যাত্রাপালা গান-বাজনার আয়োজন হয়। বর্তমান জামানায় নাটক সিনেমা বা বিনোদনের উদ্দেশ্যে যেকোনো ধরনের স্টেজ শো তামাশার মধ্যে পড়ে। এগুলো জীবনের নানা দিক প্রকাশের একটি মাধ্যম। মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য এর সৃষ্টি। সে জন্য এসব শোতে চুরি ডাকাতি খুন গুম সবই দেখানো যায়। আর আমরা জাতিগতভাবে মানুষের বাস্তব জীবন নিয়ে এই তামাশায় লিপ্ত হয়েছি।

আমরা ছায়াছবির রঙিন অবাস্তব প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন শুরু করেছি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে। বর্তমান সরকারের আমলে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রত্যেকটি খাতে এই তামাশা চালু হয়ে গেছে। কোন সেক্টরে তামাশা বেশি হচ্ছে তা আলাদা করে বলা দুরূহ। আইন প্রশাসন বিচার কোনো জায়গা বাদ নেই। রাষ্ট্র পরিচালনা ও গণতন্ত্রের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ভোট ব্যবস্থাকে সম্ভবত আমরা সবচেয়ে বেশি তামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলেছি।

রাজনীতি আমাদের শাসক শ্রেণীর কাছে পুরোই এখন ঠাট্টা মশকরা। যদিও এর কারণে বিরোধীদের প্রাণ যাচ্ছে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে, ব্যবসা বাণিজ্য চাপে পড়ছে। বিরোধীদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ঠেকানোর জন্য সরকার এমন কৌটিল্য নীতি অবলম্বন করছে যা হতবাক করে দিচ্ছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নির্জলা অসত্য বলছেন অবলীলায়। এই সরকারের সময় প্রধান বিরোধী দল বিএনপি অনেকটাই নিষিদ্ধ ছিল। নাশকতা জঙ্গিবাদ দমনের নামে দলটির সব কার্যক্রম একেবারে সীমিত করে দেয়া হয়েছিল। বিএনপির ঘরোয়া অনুষ্ঠানকেও যেনতেনভাবে ভন্ডুল করা হয়েছে। যাই হোক, দলটিকে এখন সমাবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। যদিও সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে এটি এখনো তারা স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে না। পুলিশের অনুমতি পেতেও অনেক ঝক্কি ঝামেলা হচ্ছে। সভাসমাবেশ করতে গিয়ে তাদের পদে পদে বাধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

মারধর করে ভয় দেখিয়ে বিএনপিকে রুখে দেয়ার অপচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সরকার এখন অরুচিকর প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। দলটির ডাকা প্রত্যেকটি বি-ভাগীয় সমাবেশের একদিন আগে পরিবহন ধর্মঘট ডাকছে। এর ফলে সড়ক ও নৌপথে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ কাজে পরিবহন সংগঠনগুলো সব জায়গায় একই দাবির কথা উল্লেখ করছে। অটোরিকশা, ইজিবাইক, নছিমন, করিমনসহ অবৈধ যানবাহন বন্ধের দাবিতে তাদের দুই দিনের ধর্মঘট। পুলিশ ও দলীয় লোকেরা পথে পথে বাধা দেয়ার পরও চট্টগ্রামে বিভাগীয় সমাবেশে বিপুল লোকসমাগম হয়। এরপর থেকে পরের প্রত্যেকটি সমাবেশে একই দাবিতে পরিবহন সংগঠনগুলো ধর্মঘট ডাক দিচ্ছে। তারা ঠিক বিএনপির সমাবেশের দিনকে দাবি আদায়ে ধর্মঘটের জন্য বাছাই করছে।

এর আগে দেশে যখনই পরিবহন সংগঠন ধর্মঘট ডেকেছে প্রশাসন তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে একসাথে বসে এর সুরাহা করার চেষ্টা করেছে। ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিএনপির সমাবেশ লক্ষ করে সংগঠনগুলোর ডাকা ধর্মঘটে যোগাযোগ সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাত্রীদের ব্যাপক ভোগান্তির পরও প্রশাসনের কোনো ধরনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। এতে শুধু বিএনপির সমাবেশে আগত মানুষ বিপদগ্রস্ত হচ্ছে এমন নয়; সারা দেশের বহু মানুষ কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ছে। বিশেষ করে মুমূর্ষু রোগী, জরুরি প্রয়োজনে মানুষ গন্তব্যে যেতে পারছে না। তারপরও প্রশাসনের কোনো নড়াচড়া নেই। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা বিএনপির সমাবেশ নিয়ে ডাহা মিথ্যা বলছেন, আবার ঠাট্টা মশকরাও করছেন। দলীয় নেতারা বলছেন, পরিবহন ধর্মঘট সম্পূর্ণ পরিবহন মালিক শ্রমিকদের নিজেদের বিষয়, এ ব্যাপারে সরকারের কোনো হাত নেই। অপর দিকে, পরিবহন সংগঠনগুলোর বেশির ভাগ নেতা ক্ষমতাসীন দলের। আর যারা দলটির সাথে যুক্ত নন তারা ভয়ে মুখ খুলছেন না। তাদের কেউ কেউ জানাচ্ছেন, এই ধর্মঘটের সাথে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারি দলের নেতাদের নির্দেশে এই ধর্মঘট তাদের করতে হচ্ছে। সরকারি দলের লোকেরা আবার মশকরা করে বলছেন, ভাঙচুর ও আগুনের ভয়ে মালিকরা গাড়ি চালাচ্ছেন না। বাস্তবতা হচ্ছে- চলমান বিএনপির একটি সমাবেশেও কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা কিংবা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটেনি। অন্য দিকে, এসব ধর্মঘট সমাবেশমুখী মানুষের দুর্ভোগ ও কষ্ট বাড়িয়ে দিলেও জনস্রোতে ঠেকাতে পারেনি। সংবাদমাধ্যম থেকে প্রত্যেকটি সমাবেশে বিপুল মানুষের সমাগম হচ্ছে বলে খবর দিচ্ছে। তারপরও এই নকল পরিবহন ধর্মঘট অব্যাহত আছে। শঠতার আশ্রয় নিয়ে এভাবে মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে ক্ষমতাসীনরা কি অর্জন করতে চায় তা পরিষ্কার নয়। তবে তারা দেশের মানুষের ভাগ্য যেখানে জড়িত তা নিয়ে চটুলতা করছেন। এতে রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ সব সময় রক্ষিত হচ্ছে না।

শুরুতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২ অনুযায়ী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হতো। ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হয়। দেশে মোট বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন রয়েছে ১০৯টির। এর মধ্যে ১০৩টির কার্যক্রম বর্তমানে চলমান ও বাকিগুলো নতুন। এ প্রতিষ্ঠানগুলো ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের অধীনে চলে।

গণতন্ত্রের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান ভোটব্যবস্থাকে এই সরকার আরো আগেই উপহাস বানিয়ে দিয়েছে। ২০১৪ সালে বিনাভোটের নির্বাচন ও ২০১৮ সালে নিশি রাতের নির্বাচন, ভোটের ইতিহাসে পৃথিবীতে আমরা অনন্য দুটো নজির সৃষ্টি করেছি। এই দুটো রেকর্ড ভঙ্গ করার সুযোগ সম্ভবত পৃথিবীতে আর কানো জাতি পাবে না। এরপরেও ভোট নিয়ে আমাদের উদ্ভাবিত দুর্নীতির নতুন নতুন কৌশল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে এমনটা দেখা গেছে।

বর্তমান সরকার জেলা পরিষদে আইয়ুব আমলের সিলেকটিভ নির্বাচন আমদানি করেছে; তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এই নির্বাচনে শুধু আওয়ামী লীগাররা বিজয়ী হয়েছেন; তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে কিছু কিছু প্রার্থী প্রতারণার যে অরুচিকর নজির সৃষ্টি করেছেন তা ভোলার মতো নয়। ধোঁকাবাজি জালিয়াতির হিমালয়ের কোন শৃঙ্গে আমরা আরোহণ করছি সেটি দেখার মতো। আগে তারা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে প্রতারণা করত। এখন সে কাজটি তাদের নিজেদের দলের লোকদের বিরুদ্ধে করছে নির্মমভাবে।

এই নির্বাচনে সব প্রতিযোগিতা আওয়ামী লীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ দলের বাইরে কেউ এর জন্য প্রার্থী হবেন তার সুযোগ একেবারেই সীমিত। সে জন্য কয়েকটি জেলায় মাত্র কয়েকজন প্রার্থী সহযোগী দল জাতীয় পার্টি থেকে জয় পেয়েছে সমঝোতার ভিত্তিতে। এই নির্বাচনে দেখা গেল, প্রার্থীরা যেমন জালিয়াতির প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছেন, আবার ভোটাররাও একইভাবে প্রার্থীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির মাধ্যমে জবাব দিচ্ছেন। দুই সদস্য প্রার্থী ভোটারদের এক লাখ করে টাকা দেন। কিন্তু তারা দু'জনে পরাজিত হয়ে বুঝতে পারেন তাদের ওপরও বাটপাড় রয়েছেন। তারা মেহেরপুর জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাদের একজন যুবলীগ অন্যজন আওয়ামী লীগের নেতা। পরাজয়ের পর তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাচ্ছেন। একবার গলাধকরণ করলে সে টাকা ফেরত দেবেন এমন স্বভাব এখনকার আওয়ামী লীগারদের নেই। ফলে পরাজিত প্রার্থীদেরও কঠোর হতে হয়েছে। ভোট না দেয়ার অভিযোগ এনে তাদের বিরুদ্ধে ইমাক দিচ্ছেন। ভোট ব্যবস্থা কলুষিত করতে আওয়ামী লীগ অন্যান্য বিরোধী দলের বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রতারণা শঠতা করছে সেগুলো তো যথা জায়গায় আছেই, তার সাথে যুক্ত হয়েছে আরো অভিনব সব অপকৌশল। সিরাজগঞ্জ জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী মো: সুমন সরকার চোরের ওপর সেই ধরনের বাটপাড়িটি করেন। জাল টাকা দিয়ে কিনে নেন ভোটারদের। এই জালিয়াতি ইউনিক। ভোটের আগের রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের হাতে টাকার বান্ডিল তুলে দেন তিনি। জানাজানি হয়ে যাবে এই আশঙ্কার কথা বলে ভোটের আগে এই টাকা খরচ করতে নিষেধ করেন তিনি। এদিকে টাকা পেয়ে ভোটাররা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। ভোট দিয়ে নির্বাচনে তাকে জয়যুক্ত করেন। তবে পরের দিন বান্ডিল খুলে বুঝতে পারেন এগুলো জাল টাকা। সাতজন ইউপি সদস্য জালিয়াতির শিকার হয়ে তার কাছে প্রতিকার চান। অন্য দিকে, যুবলীগ নেতা সুমন তাদের উল্টো জাল টাকা রাখার জন্য পুলিশে ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দেন।

এই দু'টি জালিয়াতির ঘটনা মূল ধারার সংবাদমাধ্যমে এসেছে। দুটো অপরাধ করেছেন জেলা পরিষদের সদস্যপদের প্রার্থী ও ভোটাররা। জেলা পরিষদের প্রধান পদটি চেয়ারম্যানের। এটি অত্যন্ত লোভনীয় একটি পদ। আওয়ামী লীগ মূলত এর দ্বারা নিজেদের দলের এক শ্রেণীর লোককে অনেকটা বিনা পুঁজিতে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও সম্মান অর্জনের আয়োজন করে দিয়েছে। চেয়ারম্যানের পদটি দখলের জন্য এর চেয়ে আরো জঘন্য অনিয়ম অন্যায় হওয়া স্বাভাবিক। সাধারণত এ বিষয়টি দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে বলে সেসব প্রকাশ হওয়ার সুযোগ থাকে না।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভোট কেনাবেচার এভাবে প্রমাণ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নিয়েছে? এখন পর্যন্ত যারা নগ্নভাবে জালিয়াতি করে নির্বাচিত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে- এমন কোনো খবর নেই। এ ছাড়া তারা দেশের আইনে অপরাধ বলে গণ্য হয় এমন অপরাধ প্রকাশ্যে করেছেন। সে জন্য দেশে দায়িত্বশীল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে, তাদেরও কোনো নড়াচড়া দেখা গেল না। বাংলাদেশে এখন পুলিশের বহু বিশেষায়িত বিভাগ রয়েছে। এগুলো এখন এতটাই শক্তিশালী যে, তারা আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ে বেশ কার্যকর বলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। রয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা। আমরা বিগত এক যুগে বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকদের দমন করতে এদের বীরোচিত সব পদক্ষেপ দেখেছি। কিন্তু প্রকাশ্যে জাল টাকা বিতরণ করা হলেও তার কোনো একটি সংস্থাকেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল না। চুরি বাটপাড়ি জালিয়াতিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের কোনো আয়োজন থাকলে এ পর্যায়ে আমাদের প্রথম স্থান অর্জন কেউ ঠেকাতে পারত না। সমাজে অপরাধপ্রবণতার একটি সাধারণ হার রয়েছে। যদিও সভ্য সমাজে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে তা করা যায় না। বৃহত্তর সমাজ এগুলোকে ঘৃণ্য কাজ হিসেবে দেখে। তাই এগুলো বিদ্যুৎ চলে গেলে কিংবা অন্ধকারে সংঘটিত হতে হয়। কেউ ধরা খেলে তাদের জামিন থাকে না। সমাজে সে আর মুখ দেখাতে পারে না। আমরা সম্ভবত এক ব্যতিক্রম জাতি যেখানে অপরাধীরাই নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠছে। কর্তৃপক্ষ দিনের আলোতে অপরাধ সংগঠনকারীদের দেখতে পাচ্ছে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাও সরাসরি অপরাধে জড়িয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে। বেড়ায় ক্ষেত খেলে কৃষকের পরিত্রাণের উপায় কি?

স্থানীয়ভিত্তিক জলবায়ু অভিযোজনে পৃষ্ঠপোষকতা

কাজী এমদাদুল হক

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট ক্রমে তীব্রতর হচ্ছে। বাংলাদেশে এর প্রভাব আরও দৃশ্যমান। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার কারণে প্রতিনিয়ত জলবায়ুজনিত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় চলমান উন্নয়ন প্রায়ই বিঘ্নিত হচ্ছে এবং দেশের টেকসই সক্ষমতা অর্জন বিলম্বিত হচ্ছে।

অনেক ধরনের দুর্যোগ-ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের জীবনযাত্রায় ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, নদীভাঙন, ভূমিধস ইত্যাদি আপদ অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। এতদসত্ত্বেও এর সক্ষমতা ও এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে স্বীকৃত।

জলবায়ু সম্মেলন৬কপ্ত এমন একটি বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম যেখানে জলবায়ু-সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা ও নির্দেশনা স্থির হয়। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ। গ্রিন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ না করা হলে বাংলাদেশসহ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অনেক দেশই ভয়াবহ ক্ষতির মুখে পড়বে। এটি মানুষের জীবনহানি, স্বাস্থ্য সংকট, বাস্তুচ্যুতিসহ সম্পদের ব্যাপক ধ্বংস ডেকে আনবে।

বস্তুত ইতোমধ্যে আমাদের জীববৈচিত্র্যসহ পরিবেশ-প্রতিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ও মানুষের জীবনমান বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় নদীভাঙন, লবণাক্ততা ইত্যাদির বাস্তবতায় উপকূলীয় দুর্যোগপূর্ণ এলাকার বাসিন্দারা ইতোমধ্যে অনিশ্চিত সংকটের সঙ্গে লড়াই করে চলছেন। এসব সংকট দিন দিন আরও প্রকট আকার ধারণ করছে, যা জীবন-জীবিকা ব্যাহত করছে। তাই সংকটগুলোর সূচনাতেই যদি এগুলোর সমাধানের জন্য স্থানীয় অভিযোজন ও ঝুঁকি হ্রাসের উদ্যোগ নেওয়া যায় তাহলে মানুষের ভোগান্তি ও সম্পদ সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব।

আশার বিষয় হলো, সরকারি-বেসরকারি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফ্রেন্ডশিপও স্থানীয় অভিযোজন সমাধান পরীক্ষা-নিরীক্ষার করে বাস্তবায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিশেষ করে বাস্তুচ্যুতি বিশ্বব্যাপী একটি ভয়াল সংকট, যা মানুষকে স্থানান্তরসহ অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং নতুন নগর সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে পরোক্ষভাবে পরিবেশ বিপর্যয়ও হচ্ছে।

আমরা দেখছি, বন্যায় উত্তরাঞ্চলের চরগুলোতে ফ্রেন্ডশিপের ডিম্বাকৃতির উঁচু ভিটি ইতোমধ্যে একটি কার্যকর সমাধান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। একই গ্রাম বা নিকটবর্তী গ্রামে এই ডিম্বাকৃতির উঁচু ভিটির সম্মুখভাগ সুচালো হওয়ার কারণে উত্তরদিকের বন্যার পানিপ্রবাহ সহসা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। বর্তমানে গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রামের বিভিন্ন চরে অন্তত ২০টি উঁচু ভিটি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ভিটিতে কমবেশি ৩০টি বাস্তুচ্যুত পরিবার সাধারণত ১০-১৫ বছর ধরে বসবাস করতে পারে। বন্যার সময় এতে প্রায় ২০০ পরিবার তাদের গবাদি পশু, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রসহ আশ্রয় নিতে পারে। বাসিন্দাদের স্থানীয় জ্ঞান, সম্পদ ও জনবলকে কাজে লাগিয়ে এ উদ্যোগের সাফল্য গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন সেন্টার অভিযোজন অ্যাওয়ার্ডের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছে।

আমরা জানি, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ আগামী দিনের জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে হাজার হাজার বাড়িঘরে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সংযোগ সরবরাহ করেছে ফ্রেন্ডশিপ। এ ছাড়া দেশের প্রথমবারের মতো চরাঞ্চলে সোলার ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। দক্ষিণের উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়নে কার্বন শোষণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের সুরক্ষা ও জীবিকায়নে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। কিন্তু নানাবিধ কারণে ম্যানগ্রোভ বনায়নের ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে। এই বনায়ন সুরক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি স্থানীয় উদ্যোগের সমন্বয়ে নতুন মাত্রা যোগ করতে হবে।

স্থানীয় সরকারের সহায়তায় ও বাংলাদেশ বন বিভাগের পরামর্শে ইতোমধ্যে ১০০ হেক্টর নদীতীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৩ লাখ ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানো সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ নার্সারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই বনায়ন জীবন-জীবিকা সুরক্ষায় উদাহরণ তৈরি করেছে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য, খাবার পানি, শিক্ষা, জীবিকা, সমতা, বিশেষ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, তারুণ্য ও শৈশবকে বিবেচনা করে ফ্রেন্ডশিপ জলবায়ু কর্মসূচি ও উন্নয়নকে একই সুতোয় গেঁথে আসছে। আর সমন্বিত অভিযোজন উন্নয়ন জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় প্রধান নিয়ামক হিসেবে প্রতীয়মান। জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা ও অগ্রযাত্রার বিষয়গুলো আসন্ন জলবায়ু সম্মেলনে (কপ-২৭) তুলে ধরা হবে। ৬ নভেম্বর থেকে মিসরে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে এ প্রেক্ষাপটে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, লোকালি লেড অ্যাডাপ্টেশন বা ইউএন-সিডিএফ, ইউএনএফসিসির প্যাভিলিয়নে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। সেখানে বাংলাদেশের স্থানীয় অভিযোজন কৌশল ও সাফল্য উপস্থাপন করে আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যকর পদক্ষেপের জন্য সোচ্চার হবে ফ্রেন্ডশিপ। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দাতা দেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্র ২৫ শতাংশ ছাড় হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থায়নের বেশিরভাগই কার্বন নিঃসরণ কমাতে ব্যয় করা হচ্ছে। অথচ সেই সঙ্গে সমপরিমাণ বা ততোধিক অর্থায়ন অভিযোজনের জন্য ব্যয় করা হলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মানুষের জীবন ও সম্পদ দ্রুততর সুরক্ষা সম্ভব হবে। তাই বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ ও অভিযোজন উন্নয়নে অন্তত সমভাবে ৫০ :৫০ অর্থায়নের দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে হবে। বাংলাদেশসহ যেসব দেশ কার্বন নিঃসরণে সর্বনিম্ন মাত্রায় রয়েছে সেসব দেশই ভোগান্তির শীর্ষে। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিলে অভিযোজন উন্নয়নে সমন্বিত পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি কমানো এবং চলমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা সম্ভব। স্থানীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, কৌশলভিত্তিক অভিযোজন সাফল্যগুলো এগিয়ে নিতে সরকার ও দাতা সংস্থাগুলোর সহজতর অর্থায়ন, প্রযুক্তি, পৃষ্ঠপোষকতাসহ ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার দাবিই হবে কপ-২৭ এর মূল প্রেরণা।

লেখক: হেড অব স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন, ফ্রেন্ডশিপ

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

জনপ্রশাসনে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন আতঙ্ক

আবুল কালাম মানিক

অতিসম্প্রতি তথ্যসচিব মকবুল হোসেনের মতো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অনুগত উচ্চ পর্যায়ের এক আমলা ও তিন পুলিশ সুপারের বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া নিয়ে দেশব্যাপী চলছে তোলপাড়। সরকারের এমন আচরণে ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতবিহ্বল। গণমাধ্যমের সংবাদে আকস্মিক এ ঘটনাকে শুদ্ধি অভিযান হিসেবে অভিহিত করা হলেও অনেকেই হিসাব মেলাতে পারছেন না। তারা এমনটি ঘটার সঙ্গত কারণও খুঁজে পাচ্ছেন না। তাদের চোখের সামনে ধকধক করছে আওয়ামীপন্থী বিদ্রোহী আমলা মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও কে এম নূরুল হুদাসহ অনেকের অবৈধ ও বিতর্কিত কর্মকান্ড। চাকরিবিধি লঙ্ঘন করে তারা ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে রাজপথে স্থাপন করেছিলেন 'কুখ্যাত' জনতার মঞ্চ। বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে। আওয়ামী লীগের সাথে হাত মিলিয়ে পতন ত্বরান্বিত করেছিলেন সরকারের। আদায় করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের দাবি। পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতায় এলে তাদের অনেকেই শিকার হন রুদ্ররোষের।

তবে আওয়ামী সরকারের উদারতায় বিদ্রোহী আমলাদের দুর্ভোগ হয়েছিল ক্ষণস্থায়ী। জনতার মঞ্চের বিদ্রোহী আমলাদের প্রণোদনা দেয়ার জন্য ২০০৯ সালে গঠন করা হয় প্রতিকার কমিটি। এই পদক্ষেপ নেয়া হয় নিরঙ্কুশ ক্ষমতার নিমিত্তে নিরঙ্কুশ আমলা আনুগত্য তত্ত্ব অনুসরণে। শেখ হাসিনা মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে পুরস্কৃত করে বানিয়েছিলেন মন্ত্রী আর নূরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার। রাজপথের মঞ্চ থেকে আমলারা ঘোষণা করেছিলেন, তারা হবেন প্রজাতন্ত্রের সেবক, কোনোভাবেই সরকারের কর্মচারী নয়। তা সত্ত্বেও, আওয়ামী লীগ বিগত দেড় দশক ধরে বিদ্রোহী আমলাদের প্রণোদনার মাধ্যমে জনপ্রশাসনকে নিজস্ব দলীয় ছকে গড়ে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে শতভাগ। সঙ্গত কারণেই আমলারা এখন পরিণত হয়েছেন, প্রজাতন্ত্রের সেবক থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের অনুগত কর্মচারীতে। এমন সুপরিকল্পিত মহাকর্মযজ্ঞের মধ্যে অনুগত কর্মকর্তাদের শাস্তিমূলক অবসরে পাঠানো নিঃসন্দেহে বড় ধরনের ব্যত্যয় ও ছন্দপতন। ঘটনার জেরে জনপ্রশাসনে সৃষ্টি হয়েছে আতঙ্ক আর রাজনৈতিক মহলে উৎকণ্ঠা। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তা একবারেই হওয়ার কথাও নয়। কারণ বর্তমান সরকারের প্রতি আমলাদের আনুগত্য অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় প্রশ্নাতীত। আমলারা 'জনতার মঞ্চ নীতি' ত্যাগ করেছে বহু আগে। দলীয় সরকারের অধীন বিগত দু'টি একতরফা ও বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনে একাট্টা হয়ে কাজ করেছে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে। নূরুল হুদার অধীনেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৮ সালের নিশিরাতের কলঙ্কিত নির্বাচন।

আচমকা এই শুদ্ধি অভিযান সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা ও গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ছে। বিজ্ঞজনদের কেউ কেউ বলছেন, আওয়ামী লীগ জনপ্রশাসনে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ভূত দেখতে পাচ্ছে। বিপদ আসন্ন। সময় থাকতেই নেয়া হয়েছে প্রতিষেধক ব্যবস্থা। অথচ দলটি নিজেই বিদ্রোহীদের আসকারা দিয়ে তৈরি করেছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেছেন, তথ্যসচিব মকবুল হোসেনের চাকরিচ্যুতির অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, একটি অন্তর্নিহিত কারণ আছে যা প্রকাশ করা যাচ্ছে না। বিষয়টি হয়তো খুবই স্পর্শকাতর। প্রকাশ পেলে সরকারের অধিকতর ক্ষতিসহ আমলাতন্ত্রে জটিলতা ও অসন্তোষ বাড়তে পারে। অন্য দিকে, কথিত শুদ্ধি অভিযানের শিকার মকবুল হোসেন বলেছেন, তিনি ৯ বছর বয়স থেকে বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ করে আসছেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগের অনেক দায়িত্বশীল পদ অলংকৃত করেছেন। সচিবের কথাবার্তায় পেশাদারিত্বের লেশমাত্র নেই। মনে হয় তিনি যেন আওয়ামী লীগের আজীবন ক্যাডার। তারপরও চাকরি হারিয়েছেন। একই দফতরের মন্ত্রী ও সচিবের বক্তব্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃত ঘটনা প্রকাশে সমস্যা আছে। সামনের দিনগুলোতে এমন আরো অনেক কিছু সরকারের পরিকল্পনায় আছে। সত্য বেরিয়ে পড়লে জটিলতা বাড়তে পারে। এ কারণেই বর্তমানে উচ্চপদস্থ আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের নিয়ে আসা হয়েছে কঠোর নজরদারির মধ্যে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকের ধারণা, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে একটি গণজাগরণ আসন্ন। এর আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। হত্যা, হামলা, মামলা, জেল, জুলুম ও নির্যাতন উপেক্ষা করে চলমান বিএনপির বিভাগীয় প্রতিবাদ সমাবেশগুলোতে লাখো জনতার ঢল নামছে। সমাবেশগুলো সাক্ষ্য দিচ্ছে, মানুষ এই সরকারের পতন চায়। হৃত ভোটাধিকার ফিরে পেতে চায়। এতে স্বৈরতন্ত্রের ভিতে কাঁপন ধরেছে। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে সরকারের জন্য উত্তর কোরিয়ার একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক মডেলের আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠান ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। বাংলাদেশের মানুষ এটি ভুলে যায়নি যে, দ্য গার্ডিয়ানসহ বিশ্বের বেশ কিছু নামকরা সংবাদমাধ্যম ২০১৮ সালের কলঙ্কিত নির্বাচন ও তার ফলাফলকে উত্তর কোরিয়া মডেল আখ্যা দিয়েছিল। অতএব আগামী সংসদ নির্বাচনের আগেই আমলাতন্ত্র ও জনপ্রশাসনকে শতভাগ আনুগত্যশীল ক্যাডার দিয়ে সাজাতে হবে। যাদের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয় রয়েছে তাদের বিদায় করে দিতে হবে। অনুগতদের প্রদত্ত অবৈধ-অযাচিত পুরস্কার-প্রণোদনা দিয়ে লক্ষ্য অর্জন ব্যর্থ হওয়ায়, শুদ্ধি অভিযানই এখন একমাত্র বিকল্প।

আমলা-পুলিশের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল সরকার কেন হঠাৎ খড়গহস্ত হলো? গণমাধ্যমের খবরে প্রকাশ, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পরবর্তী সংসদ নির্বাচন প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সন্দেহভাজন আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই একজন সচিব ও তিনজন পুলিশ সুপারকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়েছে। আওয়ামী লীগের অনুগত নয় এমন উচ্চপদস্থ আমলাদের একটি তালিকা করেছে সরকার। তাদের আগামী নির্বাচনের আগেই বিদায় করে দেয়া হবে। বিগত দু'টি বিতর্কিত নির্বাচনের সময় এসব আমলাকে সহ্য করা হলেও আসন্ন নির্বাচনের সময় তাদের আশেপাশে দেখতে চায় না সরকার। বিরাজমান গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট, বিদ্যুতের লোডশেডিং ও দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক উর্ধ্বগতিতে জনমনে সৃষ্ট তীব্র ক্ষোভের প্রেক্ষাপটে অনেক আমলাকেই এখন সন্দেহের চোখে দেখছে সরকার। ক্রমাগত জনদুর্ভোগের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সরকারের জনবিচ্ছিন্নতা। একই সাথে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপও লক্ষ্যণীয় মাত্রায় পৌঁছেছে। সামনে ভরাডুবির আশঙ্কা। সুযোগসন্ধানী আমলারা যেকোনো সময় ভোল পাল্টে ফেলতে পারে। তাই সরকারের এই অতিসতর্ক পদক্ষেপ।

তবে, আমলাদের বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া একবারেই নতুন কোনো ব্যাপার নয়। প্রতিটি সরকারের আমলেই পেশাগত দক্ষতা ও মেধার মূল্যায়ন না করে দলীয় আনুগত্যকে গুরুত্ব দিয়ে পদোন্নতি, পদায়ন ও অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিএনপির শাসনামলও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও স্বজনপ্রীতিতে জনপ্রশাসনের শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, দক্ষতা, ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়েছে বেশ আগেই। আর এই অশুভ প্রক্রিয়া অনুসরণে 'চ্যাম্পিয়নশিপের' কৃতিত্ব দাবি করতে পারে একমাত্র আওয়ামী লীগই। নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে অনুগত ও সুযোগসন্ধানী আমলাদের উসকানি-আসকারা দিয়ে রাজপথে নিয়ে আসে। দলীয় দাবির সমর্থনে তাদের দিয়ে স্থাপন করে 'জনতার মঞ্চ'। এটি ছিল জনপ্রশাসন ইতিহাসের এক ন্যক্কারজনক ঘটনা। সামরিক স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর ১৫ বছরের নির্বাচনী গণতান্ত্রিক সরকারের জামানায় আমলা-রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক নতুন মোড় নেয়। বিগত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের কলঙ্কিত নির্বাচনে আমলারা নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করে জনগণের দুষমনে পরিণত হয়েছে। একই সাথে মারাত্মক বৈধতা সঙ্কটে নিমজ্জিত আওয়ামী লীগ তার ক্ষমতার তৃতীয় মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যেকটি স্তরে দলীয় সমর্থকদের পদায়ন করেছে ২০২৪ সালের নির্বাচনে কারচুপির জন্য।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা আরো বলছেন, বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেয়া হয়েছে বারবার। কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কখনো সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কখনো সৃষ্টি করা হয়েছে অনুগত বিরোধী দল। কার্যকর বিরোধী দল শূন্য জাতীয় সংসদ আওয়ামী লীগের লালিত স্বপ্ন। আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় গেছে তখনই একদলীয় শাসন কায়েম হয়েছে। অনুগত আমলাতন্ত্র ছাড়া একদলীয় রাষ্ট্র পরিচালনা একবারেই অসম্ভব। এ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জুড়ি মেলা ভার। তাই তারা আমলাদের যোগ্যতা-দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা ও সততার বিষয়ে মোটেও চিন্তিত নন। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়াই বিশেষ ক্যাডার নিয়োগ থেকে যে অশুভ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা আজ পূর্ণ হয়েছে ষোলকলায়।

একটি জাতীয় দৈনিকে মন্তব্য করতে গিয়ে সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, 'আমি সব সময় বলে আসছি, লিখে আসছি- প্রশাসন হবে দলমতের ঊর্ধ্বে। সবাই পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করবেন। কেউ রাজনীতি করবেন না। রাজনীতি করবেন রাজনীতিবিদরা। কর্মচারীরা কাউকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার জন্য যেমন চেষ্টা করবেন না তেমনি কাউকে ক্ষমতায় আনার জন্য ভূমিকা পালন করবেন না। একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক দেশের জন্য দলমত নিরপেক্ষ প্রশাসনের কোনো বিকল্প নেই। এটি খুবই জরুরি।' জনতার মঞ্চের বিদ্রোহী আমলা ও সাবেক সচিব আবু আলম মো: শহিদ খান বলেছেন, 'সব কিছুই দেশে প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই করতে হবে। কেউ অন্যায় করলে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া কোনো সমাধান নয়। তাকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ ওই ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ড করার সাহস না পায়। এ ছাড়া যারাই প্রশাসনে শুদ্ধি অভিযানের দাবি তুলুক না কেন, কোনো লাভ হবে না। আসলে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ চাইবে না।' একদা বিদ্রোহী আমলা শহিদ খান তথ্যসচিবের বাধ্যতামূলক অবসরে ব্যথা পেয়েছেন এমনটিই বোঝা যাচ্ছে। আনুগত্যের এমন করুণ পরিণতি কারো কাম্য হতে পারে না।

আমরা ভালোভাবেই জানি, ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে ঘটেছিল নজিরবিহীন আমলাবিদ্রোহ। ওই বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি বিতর্কিত নির্বাচন আওয়ামী লীগসহ বেশ কিছু বিরোধী দল বর্জন করে। নির্বাচন শেষে বিএনপি সরকার গঠন করলে উচ্চপদস্থ আমলারা সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করে রাজপথে নেমে আসে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে একটি মঞ্চ স্থাপন করে। নাম দেয়া হয় জনতার মঞ্চ। সরকার পতনের লক্ষ্যে মঞ্চ থেকে টানা বিক্ষোভ কর্মসূচি আহ্বান করা হয়। সচিব মহিউদ্দিন খান আলমগীর নেতৃত্ব দেন ওই বিদ্রোহের। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমলারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী, সরকারের চাকর না'। বিশ্লেষকদের অনেকেই জনতার মঞ্চ আন্দোলনকে বেআইনি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। তাদের দৃঢ় অভিমত জনতার মঞ্চকেন্দ্রিক আমলাদের বিতর্কিত কর্মকাণ্ড জনপ্রশাসনের ঐতিহ্যগত নিরপেক্ষতার মৃত্যু ঘটিয়ে তাকে রাজনীতিকরণ করেছে। অথচ আওয়ামী লীগ মহিউদ্দিনকে মন্ত্রী বানিয়ে সেই অশুভ তৎপরতাকে পুরস্কৃত করেছে। বর্তমানে অনুগত আমলাদের শাস্তি দিয়ে ভিন্ন এক বার্তা দিচ্ছে সরকার।

বিশ্লেষকদের অভিমত, দেশে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক স্থবিরতা বিরাজ করছে। এতে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ ও সরব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী সুশীল সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের বেশির ভাগ সরকারের কাছ থেকে বৈষয়িক সুবিধা নিয়ে আত্মা বিক্রি করে দিয়েছেন। তাদেরকে নাগরিক অধিকার প্রশ্নে আগের মতো সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে না। সরকারপন্থী সুশীলরা সমাজে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে সরকার আগের মতো তাদের ওপর নির্ভর না করে সম্পূর্ণভাবে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কর্তৃত্ববাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে সরকার আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করতে চায়। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বহুমাত্রিক শক্তিশালী ক্ষমতাবলয়। বেসামরিক-সামরিক আমলারা রয়েছেন এর কেন্দ্রবিন্দুতে। ক্ষমতাবলয়ের অভ্যন্তরে শতভাগ অনুগত কর্মকর্তা ছাড়া সন্দেহভাজন কারো উপস্থিতি সরকারের জন্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। তাই কথিত শুদ্ধি অভিযান আগামী দিনগুলোতে আরো বেগবান হলে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না।

অতিসম্প্রতি তথ্যসচিব মকবুল হোসেনের মতো ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ অনুগত উচ্চ পর্যায়ের এক আমলা ও তিন পুলিশ সুপারের বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া নিয়ে দেশব্যাপী চলছে তোলপাড়। সরকারের এমন আচরণে ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতবিহ্বল। গণমাধ্যমের সংবাদে আকস্মিক এ ঘটনাকে শুদ্ধি অভিযান হিসেবে অভিহিত করা হলেও অনেকেই হিসাব মেলাতে পারছেন না। তারা এমনটি ঘটার সঙ্গত কারণও খুঁজে পাচ্ছেন না।

সব দেশ নানাভাবে রিজার্ভ বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে

জাহিদ হোসেন

সামগ্রিক অর্থে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিশেষ চাপের মুখে আছে। এই চাপ কমাতে হলে আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশ্বের অন্য দেশগুলোও নানা নীতি গ্রহণ করে সেই উদ্যোগই নিয়েছে। পাশের দেশ ভারতসহ অন্য দেশগুলো ডলারের মূল্য খোলাবাজারে ছেড়ে দিয়েছে। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোও একই কাজ করেছে। এর পাশাপাশি বৈধ পথে প্রবাস আয় আনার ওপর জোর দিতে হবে। কারণ সামনে রপ্তানি আয় কমার আশঙ্কা রয়েছে। আর শুধু আমদানি ব্যয় কমিয়ে খুব বেশি ডলার সাশ্রয় করা সম্ভব হবে না।

প্রথমে আমাদের রিজার্ভ কমার কারণটা চিন্তা করতে হবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো ডলারের বাজারভিত্তিক বিনিময় মূল্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে। তবে তারা যে বাজারে হস্তক্ষেপ একেবারেই করে না, এমন নয়। তারা বাজারে হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু দর বেঁধে দিয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু আমরা সরাসরি ব্যাংক ও মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ডলারের দর নির্ধারণ করে দিয়েছি। এ কারণে আমাদের প্রবাস আয় কমতে শুরু করেছে এবং তা এখনো চলছে। প্রবাসীরা অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমে ডলার পাঠিয়ে দাম বেশি পাচ্ছে। তাই দর বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। দর বেঁধে দিয়ে বৈদেশিক বাজারে ব্যবসা করা কঠিন। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ঘণ্টায় দর বদলাচ্ছে। ডলার এখনো অনেক শক্তিশালী। ডলারের দাম সারা বিশ্বে যে উচ্চ পর্যায়ে উঠেছে, তার দাম অদূর ভবিষ্যতে কমার কোনো সুযোগ নেই।

দেশে ডলারের দাম চলতি মাসে আরো বাড়তে পারে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বাড়াতে পারে। এই সময়টায় সারা বিশ্বেও ডলারের দাম বাড়তে পারে। তাহলে কেন প্রবাসীরা নির্ধারিত দরে ডলার বিক্রি করবেন? এটাই বাংলাদেশের রিজার্ভ কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংক ও মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠানগুলো যে দরটা দিতে পারত, সেই দর বেঁধে দেওয়া হলো–এক ক্ষেত্রে ৯৯ টাকা, আরেক ক্ষেত্রে ১০৮ টাকা। এই নতুন ব্যবস্থা এলো সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে। এই সিদ্ধান্তের আগে ব্যাংক প্রতি ডলারের দাম দিত ১০৪ টাকা। কিন্তু দর বেঁধে দেওয়ায় ব্যাংক তো আপনাকে ৯৯ টাকার বেশি দিতে পারবে না। আমার ধারণা, যাঁরা আগে ব্যাংক ও মুদ্রা বিনিময় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাতেন, তাঁরা এখন পাঠাচ্ছেন না। কারণ টাকার পার্থক্যটা অনেক বেশি। পত্রিকায় আজও দেখলাম, অনানুষ্ঠানিক পথে ডলার পাঠিয়ে ডলারপ্রতি ১১২ থেকে ১১৬ টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এই দরটাও প্রতি ঘণ্টায় বদলায়। এটাই তো আন্তর্জাতিক মুদ্রার নীতি। আমাদেরও সেদিকে যাওয়া উচিত। বিশ্বের সব দেশ সেদিকেই।

গত অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৪ শতাংশ। তবে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে সামনের দিনে সংকট আসছে। ইউরোপে যে ২০২৩ সালে মন্দা আসবে, তা সবার জানা; তবে সেই মন্দা কত দিন স্থায়ী হবে, সেটা অজানা।

গত অর্থবছরে আমদানির প্রবৃদ্ধি রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি ছিল বলে রিজার্ভের ওপর চাপ পড়েছিল। এখন আপনি যদি রিজার্ভের ঘাটতি কমানোর জন্য আমদানি ব্যয় কমাতে বলেন, তাহলে উল্টো ক্ষতি হবে। কারণ আপনি জ্বালানি যত কম আমদানি করবেন, আপনার ক্ষতিই বাড়বে। আমদানি ব্যয় কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঠিক রাখা যাবে না। তাই বৈধ পথে প্রবাস আয় আনার ওপর জোর দিতে হবে।

লেখক: সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ, বিশ্বব্যাংক ঢাকা অফিস

পুঁজিবাদ বনাম যুদ্ধঃ চাই বহু মেরুর বিশ্ব, একটা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী

এন এন তরুণ

যার পুঁজি আছে আর যার পুঁজি নেই–এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব ঘিরেই আবর্তিত রাজনীতি। এ দ্বন্দ্ব চিরকালের, ভবিষ্যতের রাজনীতিও এই দ্বন্দ্ব ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকবে। প্রশ্ন হলো, পুঁজিপতিরা এই পুঁজি পেল কোথায়? 'থিওরি অব সারপ্লাস ভ্যালু'-তে কার্ল মার্ক্স ব্যাখ্যা করেন, একজন উদ্যোক্তা একটা এন্টারপ্রাইজ দাঁড় করানোর পর সেখান থেকে যে আয় হয়, এর সিংহভাগই উদ্যোক্তা তথা মালিক নিয়ে নেয়। আর শ্রমিক পায় খুবই সামান্য। ইংরেজিতে যা সাবসিসটেন্স ওয়েজ, তথা ন্যূনতম মজুরি। এই মজুরি আবার নির্ধারিত হয় শ্রমবাজারে জোগান ও চাহিদা নিয়মে। একে 'থিওরি অব এক্সপ্লয়টেশন'ও বলা যায়। বস্তুত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পুঁজিতন্ত্রের সংজ্ঞা মধ্যেই এক্সপ্লয়টেশন, তথা বঞ্চনা শব্দটি আছে। পুঁজিপতিরা শ্রমিককে বঞ্চিত করেই পুঁজি আহরণ করেছে। কার্ল মার্ক্স তাই যথার্থই বলেন, 'পুঁজি হলো ঘনীভূত শ্রম'।

শুধু কার্ল মার্ক্স নন, আধুনিক যুগেরও বেশ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকের অবস্থান পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে। অমর্ত্য সেন ক্ল্যাসিক্যাল মার্ক্সীয় দর্শনকে বা সোভিয়েত মডেলকে গ্রহণ না করলেও পুঁজিবাদকে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর গুরু প্রফেসর জন রওলস, যাঁর জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে, পুঁজিতন্ত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থাকে তিনি বলছেন 'আনজাস্ট' ও 'আনফেয়ার', অর্থাৎ অন্যায্য ও অন্যায়। তাঁর প্রণীত 'আ থিওরি অব জাস্টিস', 'জাস্টিস অ্যাজ ফেয়ারনেস', 'দ্য ল অব পিপ্ লজ' ইত্যাদি গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হলো মানুষে মানুষে সমতা। এসবের মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস, গ্লোবাল জাস্টিস শব্দগুলো রওলস বারবার উচ্চারণ করেন। কারণ, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমতা বিধান ছাড়া মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা যায় না। পুঁজিতন্ত্রে ন্যায় ও ন্যায্যতা অনুপস্থিত বলেই তিনি এসব শব্দ বারবার উচ্চারণ করেন। সে জন্যই তিনি প্রস্তাব করেন 'অরিজিনাল পজিশনে' ফিরে যেতে। অরিজিনাল পজিশন হলো সেই অবস্থা, যেখানে সবাই মুক্ত ও সমানভাবে একে অন্যের দ্বারা বাধার সম্মুখীন না হয়ে বেছে নিতে পারবে যার যার অবস্থান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবাদ পুরুষ ও রাজনৈতিক অর্থনীতির গুরু হ্যারল্ড লাস্কি প্রথম জীবনে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধাচরণ না করলেও শেষ জীবনে মার্ক্সবাদে দীক্ষা নেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেন, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা ছাড়া মানবজাতির মুক্তি নেই। উল্লেখ্য, অনেক মানুষই প্রথম জীবনে একটি সমতাভিত্তিক সমাজের স্বপ্ন দেখেন এবং মার্ক্সবাদ চর্চা করেন, কিন্তু শেষ জীবনে ধর্মের কাছে, অর্থের কাছে নতি স্বীকার করেন। হ্যারল্ড লাস্কির জীবনে ঘটেছে ঠিক উল্টোটি।

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক গ্রাহাম গ্রিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন, কিউবার বিপ্লবে ফিদেল কাস্ত্রোকে সহায়তা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর সাড়া জাগানো লেখক-দার্শনিক জ্যঁ পল সার্তে ও কবি পাবলো নেরুদা সারা জীবনই কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর আত্মজীবনীর মুখবন্ধে তিনটি প্রেষণার কথা উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে একটা হলো, বিপন্ন মানবতার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। সম্ভবত সে কারণেই তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রী ভাবতেন এবং ব্রিটিশ লেবার পার্টির প্রতিনিধি হয়ে ১৯২০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে।

পুঁজি পুঁজিপতিকে আরও পুঁজি আহরণে তাড়িত করে। কার্ল মার্ক্সের মতে, এটা পুঁজির ধর্ম। এই ধর্মই নির্ধারণ করে ধনতন্ত্রের অমোঘ বৈশিষ্ট্য: গরিব আরও গরিব হবে, ধনী আরও ধনী হবে। এই পুঁজি আহরণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ শ্রম ছাড়া একজন মজুরের বিক্রি করার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এই পুঁজি আহরণ ও গরিব আরও গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের জন্য দরকার একটি নয়, দুটি নয়–একটা বহু মেরুর বিশ্ব, একটা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী। বহু মেরুর বিশ্ব, একটা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী ছাড়া মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে না।

পুঁজিতন্ত্রে এক্সপ্লয়টেশন তথা বঞ্চনাই যে উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তি এবং একটি সমতাভিত্তিক সমাজ যে পুঁজিতন্ত্রে সম্ভব নয়, তা উল্লেখিত সব কজন পন্ডিতেরই ভাষ্য।

রুশ বিপ্লবের পর থেকে বিশ্ব কার্যত দুই মেরুতে ভাগ হয়ে যায় এবং শুরু হয় ঠান্ডা যুদ্ধ। এক মেরুর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য মেরুর নেতৃত্বে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ৯০-এ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর এবং রাশিয়া একটি পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের পরও যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে শত্রু হিসেবে গণ্য করে। এর প্রমাণ ন্যাটোর অস্তিত্ব এবং রাশিয়াকে ন্যাটোর সদস্য হতে না দেওয়া। এক কথায়, ন্যাটোর ক্রমসম্প্রসারণই ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণ, যা বিশ্বরাজনীতিতে বিরাজমান বিভাজন স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতেও দেখা দিচ্ছে গভীর ও ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব।

যুক্তরাষ্ট্র চায় না আরেকটি মেরু তৈরি হোক। আরেকটি মেরু তৈরি হলে, সেই মেরুভুক্ত রাষ্ট্রগুলো বিকশিত হলে যুক্তরাষ্ট্রের মোড়লগিরিতে ধাক্কা লাগে, পণ্য বিক্রির সম্ভাবনা কমে যায়, অন্য দেশ থেকে খণিজসম্পদ আহরণ বাধাগ্রস্ত হয়। ভ্লাদিমির পুতিন কমিউনিস্ট নন এবং তিনি একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে বর্তমান রাশিয়াকে ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য একাধিকবার আবেদন করেও ব্যর্থ হয়েছেন, অপমান করা হয়েছে তাঁকে বারবার। বস্তুত, রাশিয়াকে ন্যাটো সদস্য করলে বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত, ইউক্রেন যুদ্ধ নামে কোনো যুদ্ধ আর ঘটত না পৃথিবীতে।

মার্কিন আধিপত্যবাদের তিনটা ধরন আপাতত উল্লেখ করি। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ইত্যাদি সংগঠনের মধ্য দিয়ে তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে দেশগুলোর ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখে, যাতে তাদের পণ্য বিক্রি অব্যাহত থাকে, বিনিময় ব্যবস্থা ডলারিকরণ করে বিপুল আয়ের পথ করেছে তাদের জন্য আর অ্যাংলোস্ফেয়ার (ইংরেজিভাষী ৫টি রাষ্ট্র–যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডা) গঠন করে ভাষার আধিপত্য কায়েম করে অর্থ রোজগারের এক বিশাল উপায় বের করেছে তারা।

চীন-রাশিয়া এই মার্কিন আধিপত্যবাদ ভাঙার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকে পশ্চিমারা রাশিয়ার ওপর নজিরবিহীন অবরোধ আরোপ করে চলেছে। এর একটা হলো, সুইফটসহ সব বিনিময়ব্যবস্থা থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার অর্থনীতি ধ্বংস করার, বিশেষ করে ব্যাপক মূল্যস্ফীতির সম্মুখীন হবে রাশিয়া– পশ্চিমাদের এমন আশা পূরণ হয়নি। তেল-গ্যাসসহ অন্য সব পণ্য রুবলে শোধের শর্ত আরোপ করে রাশিয়ার অর্থনীতি খুব ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া (এসপিএফএস, ডমেস্টিক মির পেমেন্ট কার্ড) ও চীন (সিআইপিএস) বিকল্প বিনিময় বা মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ২০১৯-এর হিসাব অনুযায়ী, বিকল্প এই ব্যবস্থায় বিনিময় এখনো নগণ্য। বিশ্ব বাণিজ্যের ৮৮ ভাগই হয় ডলারের মাধ্যমে। অসংখ্য অনুঘটক এখনো বাধা হয় চীনা ব্যবস্থার জন্য। বিশ্ব বাণিজ্যের মাত্র ৩ শতাংশ হয় ইউয়ানে।

বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট ব্যবস্থা বিস্তৃত না হলে একা একটা কমিউনিস্ট রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না–এই তত্ত্ব তাড়িত করেছে তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নকে অন্য দেশে সমাজতন্ত্র 'রপ্তানি' করতে। এটা করতে গিয়ে অর্থ, ছাত্রবৃত্তি, বই এবং শিক্ষা দিয়ে দেশে দেশে রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছে, তাদের ক্ষমতায় এনেছে। এরপর রাষ্ট্রটিকে তারা গড়ে তুলেছে স্বনির্ভর। বহু দেশের মুক্তিসংগ্রামে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে তারা। বাংলাদেশ এক উজ্জ্বল উদাহরণ। পক্ষান্তরে, যুক্তরাষ্ট্র চায় তার পণ্য বিক্রি করতে। একটা রাষ্ট্র নিজের পায়ে দাঁড়াক, তারা তা চায় না।

পুঁজি পুঁজিপতিকে আরও পুঁজি আহরণে তাড়িত করে। কার্ল মার্ক্সের মতে, এটা পুঁজির ধর্ম। এই ধর্মই নির্ধারণ করে ধনতন্ত্রের অমোঘ বৈশিষ্ট্য: গরিব আরও গরিব হবে, ধনী আরও ধনী হবে। এই পুঁজি আহরণ চলতে থাকবে, যতক্ষণ শ্রম ছাড়া একজন মজুরের বিক্রি করার আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। এই পুঁজি আহরণ ও গরিব আরও গরিব হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধের জন্য দরকার একটি নয়, দুটি নয়–একটা বহু মেরুর বিশ্ব, একটা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী। বহু মেরুর বিশ্ব, একটা ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবী ছাড়া মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা যাবে না।

(সংবিৎ কর্তৃক আয়োজিত ভার্চুয়াল লেকচার সিরিজে লেখকের 'বর্তমান বিশ্বরাজনীতি' শীর্ষক বক্তৃতার অংশবিশেষ)

লেখক: রাশিয়ার সাইবেরিয়ান ফেডারেল ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির ভিজিটিং প্রফেসর ও সাউথ এশিয়া জার্নালের এডিটর অ্যাট লার্জ।

আগামীকাল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

ভোটকেন্দ্র সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২

আপনি ভোট দেয়ার যোগ্য কি না জানার জন্য,

আপনার ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েব সাইট:

FINDMYPOLLSITE.VOTE.NYC দেখুন

অথবা, কল করুন টোল ফ্রি: (866) 868-3692 ● টিটিওয়াই নম্বর: (212) 487-5496

নির্বাচন কর্মী হিসাবে কাজ করতে চাইলে আমাদের ওয়েব সাইট **nyc.electiondayworker.com** এর মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir – প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane

সাধারণ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
৮ নভেম্বর, ২০২২
(পরিবর্তন হতে পারে)

-চলবে

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে নিউ ইয়র্ক কাউন্টির সাধারণ নির্বাচন মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

গভর্নর/লেফটেনেন্ট গভর্নর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট কম্পট্রোলার-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাটর্নি জেনারেল-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-
১নং জুডিসিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
নিউ ইয়র্ক কাউন্টি,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১০নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১২নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৩নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৬নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৭নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৮নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩০নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩১নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৪৭নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৫৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭২নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক- ডিসট্রিক্ট-
২নং মিউনিসিপাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট-
নিউ ইয়র্ক, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ৩নং মিউনিসিপাল কোর্ট
ডিসট্রিক্ট- নিউ ইয়র্ক, নির্বাচিত হবে:
১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ৪নং মিউনিসিপাল কোর্ট
ডিসট্রিক্ট- নিউ ইয়র্ক, নির্বাচিত হবে:
১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ৯নং মিউনিসিপাল কোর্ট
ডিসট্রিক্ট - নিউ ইয়র্ক, নির্বাচিত
হবে: ১ জ

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে ব্রঙ্কস কাউন্টির সাধারণ নির্বাচন মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

গভর্নর/লেফটেনেন্ট গভর্নর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট কম্পট্রোলার-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাটর্নি জেনারেল-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-
১২নং জুডিসিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ৩ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
ব্রঙ্কস কাউন্টি,
নির্বাচিত হবে: ৪ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৩নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৪নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৫নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৬নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১১নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-

২৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩১নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩২নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩৩নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩৪নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৩৬নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৭৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮২নং অ্যাসেম্বলি
ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৮৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ১নং মিউনিসিপাল কোর্ট
ডিসট্রিক্ট-ব্রঙ্কস,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কিংস কাউন্ট্রির সাধারণ নির্বাচন মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

গভর্নর/লেফটেনেন্ট গভর্নর-
সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট কম্পট্রোলার-
সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাটর্নি জেনারেল-
সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর-
সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সুপ্রিম কোর্ট্রে বিচারপতি-
২নং জুডিসিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১২ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
কিংস কাউন্টি, নির্বাচিত হবে: ৫ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৭নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৮নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৯নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১০নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১১নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১২নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৫নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৭নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৮নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২০নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২১নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২২নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৩নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৫নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
২৬নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৫৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪২নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫২নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৫৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৬৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্ট্রে বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ১নং মিউনিসিপাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট -
কিংস, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্ট্রে বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ৭নং মিউনিসিপাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট -
কিংস, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সিভিল কোর্ট্রে বিচারক-
ডিসট্রিক্ট- ৮নং মিউনিসিপাল কোর্ট ডিসট্রিক্ট -
কিংস, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সাধারণ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
৮ নভেম্বর, ২০২২
(পরিবর্তন হতে পারে)

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির সাধারণ নির্বাচন মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

গভর্নর/লেফটেনেন্ট গভর্নর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট কম্পট্রোলার-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাটর্নি জেনারেল-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর-
সমগ্র শহরের জন্য,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি-
১নং জুডিসিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ৪ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক-
কুইন্স কাউন্টি,
নির্বাচিত হবে: ২ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৩নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৫নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৬নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
৭নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি-
১৪নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১০নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১১নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১২নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৩নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৪নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৫নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৬নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৮নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
১৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর-
৫৯নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
২৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩২নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য- ৩৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৫নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৬নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৭নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৮নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৩৯নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য-
৪০নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট,
নির্বাচিত হবে: ১ জন

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের ৪-১২০ ধারার বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে রিচমন্ড কাউন্টির সাধারণ নির্বাচন মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিস এবং দলীয় পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

গভর্নর/লেফটেনেন্ট গভর্নর- সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট কম্পট্রোলার- সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাটর্নি জেনারেল- সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর- সমগ্র শহরের জন্য, নির্বাচিত হবে: ১ জন

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি- ১৩নং জুডিসিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ৩ জন

সিভিল কোর্টের বিচারক- রিচমন্ড কাউন্টি, নির্বাচিত হবে: ১ জন

কংগ্রেস প্রতিনিধি- ১১নং কংগ্রেশনাল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর- ২৩নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

স্টেট সিনেটর- ২৪নং সিনেটরিয়াল ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য- ৬১নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য- ৬২নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য- ৬৩নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

অ্যাসেম্বলি সদস্য- ৬৪নং অ্যাসেম্বলি ডিসট্রিক্ট, নির্বাচিত হবে: ১ জন

আপনার এই নির্বাচনে ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে কি না জানতে, কিংবা ভোটকেন্দ্রের ঠিকানা খুঁজতে কিংবা একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট:

nyc.pollsitelocator.com দেখুন।

অথবা, কল করুন: টোল ফ্রি: (866) 868-3692 ● টিটিওয়াই: (212) 487-5496

একটি নমুনা ব্যালট দেখার জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েব সাইট: nyc.pollsitelocator.com দেখুন।

নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে কাজ করতে ইচ্ছুক হলে, nyc.electiondayworker.com মাধ্যমে আবেদন করুন।

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস
ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক
Executive Office
32 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10004

কমিশনারস অব ইলেকশনস

Rodney L. Pepe-Souvenir – প্রেসিডেন্ট
Simon Shamoun - সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Michael J. Coppotelli
Jenny Low
Gino A. Marmorato
Jodi Morales
Keith Sullivan
Patricia Anne Taylor
Frederic M. Umane





বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে 'জাতীয় সংবিধান দিবস' পালন

(প্রথম পাতার পর)

এবারই প্রথমবারের মত দিবসটি পালিত হলো। স্থায়ী মিশন আয়োজিত অনুষ্ঠানে শুরুতেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাপর্বে মূল বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত।

স্থায়ী প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে সংবিধান প্রণয়ণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, "সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন এবং পবিত্র দলিল। এর মর্যাদা সম্মুন্নত রাখা আমাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব"। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর কিভাবে মাত্র ১১ মাসের মধ্যে বাঙালী জাতির অধিকারের দলিল-সংবিধান রচিত হলো সেই ইতিহাস।

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে জাতির পিতা যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তার গুরুত্ব উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, "জাতির পিতা আমাদের শুধু স্বাধীনতাই এনে দেননি, সেদিন তিনি বাঙালী জাতির জন্য প্রথমবারের মতো একটি শাসনতন্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সদ্য স্বাধীন একটি দেশের সংবিধান রচনা করার ঘটনা বিশ্বে বিরল"।

সংবিধান দিবস পালনের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে বিশেষ করে তরুন প্রজন্মের মাঝে সবিধান পাঠ ও এর চর্চা আরও বৃদ্ধি পাবে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হবে যা বাংলাদেশের সংবিধানের মর্যাদা, তাৎপর্য ও পবিত্রতাকে আরও সমুন্নত রাখবে।

সংবিধানের ২১ (২) অনুচ্ছেদ -"সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য" উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মুহিত দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারির উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা আমাদের কর্ম ও চিন্তায় যেন সর্বদাই সংবিধানকে অনুসরণ করি"।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিকত্ব, এবং এর বিভিন্ন ভাগের তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন উপস্থায়ী প্রতিনিধি ড. মনোয়ার হোসেন, ইকোনমিক মিনিস্টার মাহমুদুল হাসান, ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার ছাদেকুজ্জামান। ১৯৭২ সালের মুল সংবিধানের নানা দিক উঠে আসে এ উন্মুক্ত আলোচনায়। আলোচকগণ বলেন, বাংলাদেশের সংবিধান শুধু আমাদের সর্বোচ্চ আইনই নয় এতে দেশের সীমারেখা, প্রশাসনিক ভিত্তি, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগসহ রাষ্ট্রপরিচালনার সংশিষ্ট সকল দিকই তুলে ধরা হয়েছে, যা পূর্নাঙ্গ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি রাষ্ট্রীয় দলিল। স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটিতে মিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে দূতালয় প্রধান ফাহমিদ ফারহান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

কেন বিএনপি'র গণসমাবেশে এত মানুষ যাচ্ছে?

(৫ পাতার পর)

তার সমালোচনা বা বিরোধিতা করার জন্য সহজে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে দিতে চায় না। এখানে সরকারের বিরূপ আচরণ ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়েই বিরোধীদলকে তার রাজনৈতিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার আদায় করে নিতে হয়। স্বাধীনতার পর থেকে সকল বিরোধীদলকে সরকারের বাধা উপেক্ষা করে বিরূপ পরিস্থিতিতে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। এজন্য বিরোধীদলগুলোকে যেমন অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, তেমনি তারা সফলও হয়েছে। বিগত এক যুগের অধিক সময় ধরে ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদলকে এ ধরনের সুযোগ দেয়নি বললেই চলে। পুরো প্রশাসনকে নিজের করায়ত্তে নিয়ে দমন-পীড়ন করে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে, বিরোধীদলের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিরোধীদলকে দমন করে সরকার তার ইচ্ছামতো দেশ পরিচালনা করে। সরকারের এই আচরণকে 'একনায়কতান্ত্রিক' কিংবা 'কর্তৃত্ববাদী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও তাতে সে গা করেনি। তবে ইতিহাস বলে, গণতান্ত্রিক শাসন ধারায় পরিচালিত বিশ্বের কোনো দেশেই এ ধরনের সরকার চিরস্থায়ী হয়নি। ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করতে পারলেও একসময় তাদের বিদায় নিতে হয়েছে। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার তার তিন মেয়াদের শেষের দিকে রয়েছে। বিগত দুই মেয়াদ নামকাওয়াস্তে নির্বাচন এবং নানা কূটকৌশল ও দমন-পীড়নের মাধ্যমে মসৃণভাবে পার করতে পারলেও তৃতীয় মেয়াদের শেষের দিকে এসে যেন কিছুটা বেকায়দায় পড়েছে। বিশেষ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। সরকারের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিরোধীদলের রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করাসহ নানা অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহল থেকে জোরালো হয়ে উঠা সরকারের জন্য সুখকর বিষয় নয়। বাংলাদেশস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত তো ক্রমাগত নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলে যাচ্ছেন। বিশ্বের অন্যান্য প্রভাবশালী দেশও একই কথা বলে যাচ্ছে। ফলে সরকার যেমন অস্বস্তিতে রয়েছে, তেমনি কিছুটা হলেও তার মধ্যে নমনীয় ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর নজির হচ্ছে, কৌশলে বাধা দিয়েও প্রধান বিরোধীদল বিএনপিকে গণসমাবেশের মতো বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দেয়া, যা একবছর আগেও দেখা যায়নি। বলা যায়, সরকার বাধ্য হচ্ছে, বিরোধীদলকে এই রাজনৈতিক আন্দোলন করতে দিতে। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, কোনো সরকারেরই সব সময় সুখকর অবস্থার মধ্য দিয়ে যায় না। আর কর্তৃত্ববাদী হলে তো তার সময় ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে এবং একসময় তার শক্তির ক্ষয় হতে থাকে। বর্তমানে দেশে এরকম একটি পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটা না একটা সময় তা হওয়ারই কথা। এরশাদের দীর্ঘ ৯ বছরের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলও এভাবেই ক্ষয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন এ সরকারের মতো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংকুচিত ও কর্তৃত্ববাদ না থাকলেও, এমন সংকটে পড়তে হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকারের সময়কাল এমন যে, তাতে দেশের মৌলিক গণতান্ত্রিক কাঠামোটি ভেঙে পড়াসহ বিরোধীমত দমনের বিষয়টি তীব্র হয়ে উঠে। বিএনপি তার গণসমাবেশের মঞ্চে একটি চেয়ার খালি রাখে দলটির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানে। কেউ কেউ এ খালি চেয়ারকে প্রতীক হিসেবে ধরে নিয়ে বলছে, এটি দিয়ে এটাও বোঝানো হয়, দেশে গণতন্ত্র খালি বা নেই হয়ে রয়েছে।

চার.

ক্ষমতাসীন দল এখন যত কথাই বলুক, যতই ধমক ও ভয় দেখাক না কেন, তা এখন বিরোধীদলগুলো আমলে নিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না। সাধারণ মানুষও তা উপেক্ষা করছে। এর প্রমাণ বিরূপ পরিস্থিতিতেও সরকারবিরোধী দলগুলোর একাট্টা হয়ে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়া এবং তাদের সভা-সমাবেশে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ করা থেকে বোঝা যায়। বিশেষ করে সকল পথ রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও বিএনপি'র গণসমাবেশগুলোতে কষ্ট করে, খেয়ে- না খেয়ে, হেঁটে মানুষের অংশগ্রহণ করার মতো দৃশ্য বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এমনকি সরকারের ঘনিষ্ট মিত্র জাতীয় পার্টিও এখন যে ভাষায় সরকারের সমালোচনা ও বিরোধিতা করছে, তাতে সরকারের প্রতি অনাস্থারই প্রতিফলন ঘটছে। এর মূল কারণ হচ্ছে, সরকার যেভাবে কঠোর হস্তে বিরোধীদলকে দমন করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দেশ পরিচালনা করেছে এবং করছে, তা সরকার সমর্থক ছাড়া দেশ-বিদেশের কারো পছন্দ হচ্ছে না। সরকার যে 'কম গণতন্ত্র এবং বেশি উন্নয়নে'র তত্ত্ব নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে, তা খুব বেশি সুফল বয়ে আনতে পারেনি। গণতন্ত্রের সংকোচন তো হয়েছেই, কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের ছোঁয়াও ধোঁয়াশায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি হওয়া থেকে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সরকার যতই বিশ্ব পরিস্থিতির কারণ দেখাক না কেন, তা সাধারণ মানুষ মানতে নারাজ। তাদের মধ্যে এখন এই প্রশ্ন উঠছে, এতই যদি পরিস্থিতি খারাপ হবে, তাহলে বিগত চৌদ্দ বছরের উন্নয়নের ভিত্তি কোথায়? কেন একনিমিষে তা হাওয়া হয়ে যাবে? বিএনপি'র গণসমাবেশে মানুষের যে বিপুল উপস্থিতি তার অন্যতম কারণ, সরকারের শাসন ব্যবস্থার প্রতি একধরনের অনাস্থা প্রদর্শন। দেশের বা বিদেশের চাপে পড়ে হোক, সরকার যে বিরোধীদলকে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং হচ্ছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিরোধীদল দমন এবং গণতন্ত্রকে সংকুচিত করলে যে, তা কখনো সুফল বয়ে আনে না, সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। দেশের মানুষ তা কখনো মেনে নেয় না এবং একসময় তারা ঘুরে দাঁড়ায়। বিএনপি'র গণসমাবেশে মানুষের উপস্থিতিতে এই ঘুরে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষাই প্রতিফলিত হচ্ছে।

darpan.journalist@gmail.com

প্রতিহিংসায় খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠাতে চান প্রধানমন্ত্রী : মির্জা ফখরুল

(প্রথম পাতার পর)

শেখ হাসিনা বলেন, 'বিএনপি বেশি বাড়াবাড়ি করলে খালেদা জিয়াকে আবারো জেলে পাঠানো হবে।' তার এই বক্তব্য প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, 'তার (প্রধানমন্ত্রী) এই উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়েছে তারা কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ। তারা যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এ ধরনের উক্তি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এমন সময় কথাটা বলেছেন, যখন দেশে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। যখন দেশের মানুষ তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে তিনি আরো বলেন, দেশ যখন নানা সঙ্কটে, সেই সময় তার (প্রধানমন্ত্রী) এ ধরনের হুমকি, তিনি যদি মনে করে থাকেন, গণতন্ত্রের আন্দোলনকে ব্যাহত করবে বা দমন করবে, তাহলে তিনি সঠিক জায়গায় বাস করছেন না। কারণ জনগণের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে, তা আর দমানো সম্ভব হবে না। মানুষ অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করছে, সংগ্রাম করছে। এখানে হুমকি-ধমকি দিয়ে কোনো কাজ হবে না।'

মির্জা ফখরুল বলেন, 'বাড়াবাড়ি করার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। বাড়াবাড়ি তো করছে রাষ্ট্র, বাড়াবাড়ি করছে আওয়ামী লীগের সরকার। তারাই আজকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। তারা আজকে বাড়াবাড়ির মাধ্যমে, তাদের আওয়ামী সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে আমদের সভা সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকারে বাধা সৃষ্টি করছে। বাড়াবাড়ি বলতে উনি (প্রধানমন্ত্রী) কি বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি উত্তর দেবেন। আমরা এগুলো অনেক দেখেছি, আর কোনো ফাঁদে পা দিতে চাই না।'

বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য একটাই দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা এবং সেজন্য এ-ই সরকারকে সরাতে হবে। দেশে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়েছে। এখান থেকে বাঁচতে হলে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে বিদায় জানাতে হবে। জনগণ এবার যেকোনো ত্যাগের বিনিময়ে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। আমি বিশ্বাস করি এখানে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের (সরকার) সরে যেতে হবে। যেকারণে আমরা অনেকবার বলেছি- এখনো সময় আছে, নিরাপদে সরে যান। তা না হলে পালাবার পথে খুজে পাওয়া যাবে না।'

মঙ্গলবার মধ্যবর্তী নির্বাচন

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বারাক ওবামাসহ বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। থেমে নেই রিপাবলিকানরাও। নির্বাচনে প্রচারণায় আগে থেকেই মাঠে রয়েছেন সাবেক যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সঙ্গে থাকছেন দলের ক্লিন ইমেজের নেতারাও দেশটির সংবিধান অনুসারে, ইউএস কংগ্রেসের দুই কক্ষের মধ্যে প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫টি আসনের সব কটি আসন ও সিনেটের ১০০ আসনের মধ্যকার এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হবে এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ভোট।

কয়েক মাসের আগের জরিপে ডেমোক্র্যাটরা ভালো ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। তবে অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, অব্যাহত বন্দুক সহিংসতা, গর্ভপাত ইস্যু এবং অভিবাসী সংকটসহ নানা কারণে চাপে আছেন বাইডেন। সাম্প্রতিক একাধিক জরিপে ভোটাররা রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকেছেন বলে উঠে এসেছে। ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে রিপাবলিকানদের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, রিপাবলিকানরা এক রাজ্যে ১২ থেকে ২৫টি আসনে সফলতা পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তেমনটা হলে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের ৮ আসন এগিয়ে থাকা ডেমোক্র্যাটদের সহজেই পেছনে ফেলতে পারবেন তারা। রিপাবলিকান পার্টির সিনেট-বিষয়ক জাতীয় কমিটির সভাপতি রিক স্কট বলেছেন, 'উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অপরাধের উচ্চ হার ও সীমান্ত খুলে দেওয়ার মতো আমেরিকানদের অপছন্দের বিষয়গুলোর কারণে আগামী ৮ নভেম্বর ডেমোক্র্যাটরা হারতে যাচ্ছে।'

তবে ক্ষমতা ধরে রাখতে ডেমোক্র্যাটরা বেশ তৎপর। গত শনিবার পূর্বাঞ্চলীয় ডেলাওয়্যার রাজ্যের নিজ শহর উইলমিংটনে ভোট দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, 'এটি কোনো গণভোট নয়। এটি দেশের জন্য ভিন্ন দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার এক মৌলিক পছন্দ।' এ সপ্তাহে ফ্লোরিডা, পেনসিলভানিয়া, ম্যারিল্যান্ড, নিউ মেক্সিকো এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছেন তিনি।

মধ্যবর্তী নির্বাচনে ৮৮০ মিলিয়ন খরচ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবেররা

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল নিজেদের সমর্থিত প্রার্থীর প্রতি আনতে ৮৮০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছেন দেশটির ধনকুবেররা। আগামী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনের আগে এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় দেশটির ইতিহাসে একটি রেকর্ড তৈরি করেছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার আমেরিকানস ফর ট্যাক্স ফেয়ারনেস (এটিএফ) প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ইলেকশন কমিশনের তথ্য ব্যবহার করে এটিএফ এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রতিবেদন অনুসারে দেশটির অন্তত ৪৬৫ জনের একটি দল সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ নাগাদ ৮৮১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেছে, যা ২০১৮ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের চেয়ে ৪৪ শতাংশ বেশি। সে বছর ৬১১ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন কোটিপতিরা।

এটিএফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালে দলীয় অর্থ সংগ্রহের সময় ব্যাপক হারে অবদান রেখেছেন কোটিপতিরা। তাঁরা সম্ভবত প্রায় ১০০ কোটি ডলার তহবিল দান করেছেন।' এর মধ্যে ৫৯ শতাংশ তহবিল গেছে রিপাবলিকানদের ঘরে এবং বাকি ৩৯ শতাংশ গেছে ডোমোক্র্যাটদের কাছে।

দাতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তহবিল দান করেছেন জর্জ সরোস। ডেমোক্র্যাট প্রার্থীদের জন্য হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত এই ধনকুবের ১২৮ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ দান করেছেন। তাঁর পরেই রয়েছেন ইউলাইন শিপিং সাপ্লাই কোম্পনারি মালিক এলিজাবেথ ইউহেলায়িন। তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীদের জন্য ৬৭ মিলিয়ন ডলার তহবিল দিয়েছেন। হেজ-ফান্ড বিলিয়নিয়ার কেন গ্রিফিন রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। তিনি দিয়েছেন ৬৬ মিলিয়ন ডলার।

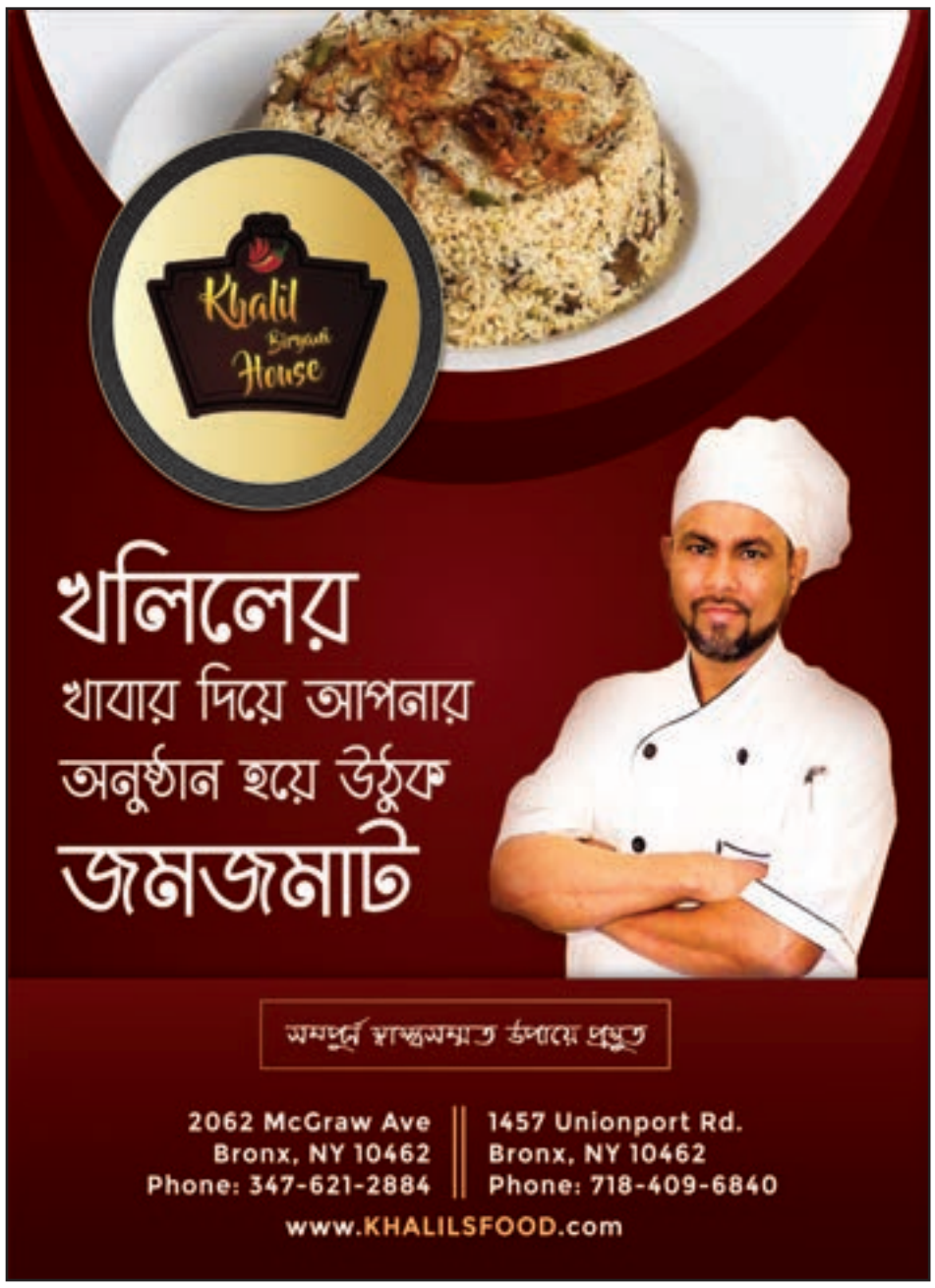
টুইটারে ছাঁটাই শুরু

(প্রথম পাতার পর)

করেছেন। টুইটারের অনেক কর্মী শুক্রবার একটি ইমেইল পান যাতে বলা হয়, এটিই তাদের শেষ কর্মদিবস। অনেকেই তাদের চাকরি বহাল আছে কি না তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছেন। ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বেতনসহ বিভিন্ন সুবিধা দেওয়া হবে। নতুন মালিক ইলন মাস্ক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমটির ৮ হাজার কর্মীর অর্ধেকের মতো কমাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

মাস্ক বলেছেন, আন্দোলনকর্মীরা বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপ দিচ্ছে বলে টুইটারের আয় ব্যাপকভাবে কমে গেছে। ছাঁটাইয়ের নোটিশ পাওয়া কর্মীরা প্রদত্ত নোটিশের সময়সীমা নিয়ে ইতিমধ্যে কম্পানির বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। মাস্ক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর গত সপ্তাহে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার কোটি ডলারে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি কেনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেন। তিনি এর পুরো পরিচালনা বোর্ডকে সরিয়ে দিয়েছেন। মাস্ক এখন কম্পানির একমাত্র নির্বাহী কর্মকর্তা।

সূত্রঃ বিবিসি





ভোট

আপনার প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিন

২০২২ সালের নভেম্বর মাসের সাধারণ নির্বাচন

আপনার ভোট-কেন্দ্র খুঁজে নিতে এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ওয়েব সাইট দেখুন অথবা কল করুন
findmypollsite.vote.nyc
866-VOTE-NYC

শনিবার	২৯ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৩০ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
সোমবার	৩১ অক্টোবর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	১ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বুধবার	২ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত
বৃহস্পতিবার	৩ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
শুক্রবার	৪ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
শনিবার	৫ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
রবিবার	৬ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত
মঙ্গলবার	৮ নভেম্বর, ২০২২	সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত

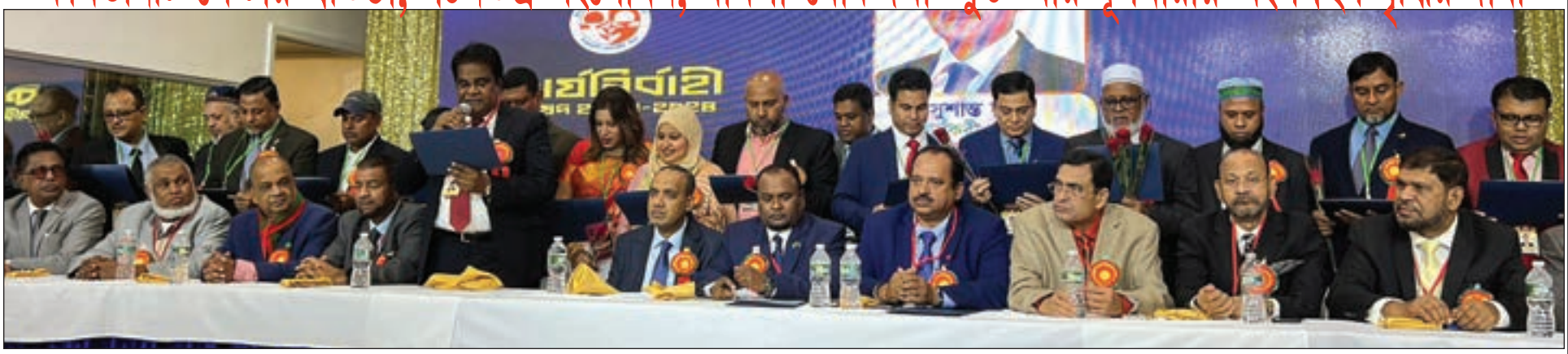
নির্বাচনের দিন

অগ্রিম ভোট গ্রহন করা হবে
২৯ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে
৮ নভেম্বর

Board of Elections
City of New York

কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, গঠনতন্ত্র সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা মুক্ত আর মূলধারায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দাবী



























(শেষের পাতার পর):

নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকীর নেতৃতে বিজয়ী 'রব-রুহুল' প্যানেলের বিজয়ীরা শপথ গ্রহণ করেন। সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মনিরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিকাগোতে বাংলাদেশ কনস্যুটে নিযুক্ত অনারারী কনসাল জেনারেল মনির চৌধুরী। খবর ইউএনএ'র।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। পরবর্তীতে অতিথিবৃন্দ মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার পর গীতা থেকে পাঠ শেষে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এরপর সোসাইটির সভাপতি কামাল আহমেদ, সহ সভাপতি আব্দুল খালেক খায়ের ও কার্যকরী সদস্য আজাদ বাকের সহ দেশ ও প্রবাসে মহামারী করোনায় মৃত্যুবরণকারীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিটি নিরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অভিষেক কমিটির প্রধান সমন্বয়কারী সৈয়দ এম কে জামান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে সোসাইটির বিদায়ী কমিটির সকল কর্মকর্তাকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

আমেরিকায় বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুবর্ণ সুযোগ

STUDY IN USA

SCHOOL / COLLEGE / UNIVERSITY

দ্রুত i-20 / দ্রুত এপয়নমেন্ট আর সহজে ভিসা !

এয়ার টিকেট অফার



১লা নভেম্বর ২০২২ থেকে শুরু হচ্ছে এয়ার টিকেট অফার। যাদের IELTS নুন্যতম 6.5 অথবা Dulingo স্কোর 110 তারা এই অফারের জন্য প্রযোজ্য হবেন। সর্বোচ্চ ১০ জন ভিসা প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে এয়ার টিকেট দিবে EC Global.
এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ইসি গ্লোবালের সাথে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

স্টুডেন্ট ভিসায় আমেরিকা আসতে আগ্রহীদের জন্য আমাদের অফার

প্যাকেজ/নন প্যাকেজ

- ❑ Language Course (Without IELTS)
- ❑ Associate/Bachelor Course IELTS/Dulingo/English Medium
- ❑ Masters Course : IELTS/Dulingo/Moi/Letter of intent / Recomendation
- ❑ Funding and Scholership Need GRE and More...

CONTACT US
www.ecgloballink.com

Global Link LLC

ইসি গ্লোবাল অনুমোদিত এজেন্ট

IAU International American University
WESTCLIFF UNIVERSITY Educate. Inspire. Empower.
Washington University of Science and Technology

7804-32nd Avenue
East Elmhurst NY 11370
Tel: 929-586-6559
ecgloballinkllc@gmail.com

New York
37-55 72nd St
NY-11372

Michigan
Farid Uddin Shiblu
586-272-3900

California
Abu Zafar Siddiqi
213-804-0306

Contact Bangladesh:

In Dhaka
- Mesbah Shemul
  Country Coordinator
  Cell: 01912-912-866
  shemulsust@gmail.com
- Geoplus Consultency
  51/51 A Resourcedful Psltan City
  Purana Paltan, Dhaka
  01789-194861

In Sylhet
- Global Immigation Watch
  01711 922122
- J. Square Consultency
  01973-413258
- Geoplus Consultency
  01842-718024
- Green Consultency
  001964193969

In Chattogram
- B27 Haheymoon Tower #1
  D.T Road, Pahartali,CTG
  01846-404161

In Rajshahi
- Shbbir
  01782-370-181

In Khulna (Jashore)
Baizid , 01911 579210

শাহরুখ খান : সাতান্নতেও যে কারণে রাজা তিনি

বিনোদন ডেস্ক: শাহরুখ খান। কী আছে এই মানুষটার মধ্যে? যে শক্তিতে ৩০ বছর ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন? তিরিশ বছর পরেও তার জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি, এখনও তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফিল্ম আইকনদের একজন। পৃথিবীর বহু মানুষের আরাধ্য তারকা তিনি?

এই বছরই হিন্দি সিনেমায় তিন দশক পূর্তি উদযাপন করেন শাহরুখ খান, দুই নভেম্বর পূর্ণ করলেন জীবনের ৫৭ বছর। ১৯৬৫ সালের এই দিন অর্থাৎ ২ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই তারকা।

বিশ্ব এই তারকাকে নিয়ে বই লিখেছেন স্রায়ানা ভট্টাচারিয়া। শাহরুখ কী করে সারাবিশ্বে আইকন হয়ে উঠলেন, সেই রহস্য ভেদের প্রয়াস চালিয়েছেন এই লেখক।

শাহরুখ কী করে এত দীর্ঘ সময় বলিউডে টিকে গেলেন, তা ব্যাখ্যা করা জটিল কিছু নয়। লাখ লাখ মানুষ তার অন্ধভক্ত। দর্শকরা ভালোবেসে তাকে এতটাই পূজনীয় করে ফেলেছে যে কখনও কখনও বিব্রত হতে হয় খোদ এই অভিনেতাকেই। কিন্তু দর্শকরা কেন শাহরুখের এত ভক্ত? কীভাবেই তার উত্থান, তা বিশ্লেষণ করেছে বিবিসি।

কেন তার প্রতি ভক্তদের এই প্রেম? শাহরুখ খানের ছবিগুলোর মতই - এর উত্তর তিনি রোমান্টিক ও আবেগপ্রবণ। ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের সবচেয়ে ভাল দিকগুলোকেই তিনি সর্বদা তুলে ধরেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার যা কিছু মহৎ - চলচ্চিত্রে তিনি তার মূর্ত প্রতীক ।

তিনি এমন একটা সমৃদ্ধ, বহুত্ববাদী ও মানবিক সমাজের চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যেখানে ধর্মের ফোঁসফোঁসানি নেই।

শাহরুখ খান ও ভারতীয় অর্থনীতি

লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মনে করেন, অর্থনীতিতে ভারতের অগ্রযাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাহরুখ খানের নাম। দেশটির অর্থনৈতিক উত্থানের কাহিনির তিনি 'পোস্টারচাইল্ড'।

বিশ্ব অর্থনীতির মানচিত্রে ভারত যখন স্থান করে নিচ্ছে ঠিক সেই সময়েই চলচ্চিত্রের রুপালি পর্দায় আবির্ভাব শাহরুখ খানের। যে সময়ে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে হাঁটছে, ঠিক সেই সময়েই জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছেন শাহরুখ খান।ভারতে বাজার সংস্কারের লক্ষ্যে নেয়া একের পর এক পদক্ষেপের অংশ হিসাবে টেলিযোগাযোগ খাতকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয় বিদেশি বিনিয়োগের জন্য। এর ফলে নতুন নতুন মিডিয়া চ্যানেল ভারতে সম্প্রচারের অনুমতি পায়।এই চ্যানেলগুলোতে সবসময় দেখানো হতো শাহরুখ খানের ছবি, তার গানের চিত্রায়ন এবং নানা সময় তার সাক্ষাৎকার। এই চ্যানেলগুলোর দৌলতেই তিনি পৌঁছে যান মানুষের ঘরে ঘরে। তার আগের যে কোন চলচ্চিত্র তারকার চেয়ে তিনি অনেক বেশি মানুষের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

ভারতের অর্থনীতি আরও উদার হতে শুরু করলে নতুন নতুন সোডা-জাতীয় পানীয় এবং গাড়ি ভারতের বাজারে ঢুকতে শুরু করে। তারা শাহরুখ খানকে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপনে 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' করে নেন। কারণ এই তারকার জনপ্রিয়তা তখন আকাশচুম্বী।

সেই অর্থে বলা যায়, দিল্লির এক সাধারণ পরিবারের সন্তান থেকে তারকাখ্যাতির শীর্ষে শাহরুখ খানের উল্কার গতিতে উঠে আসার রূপকথা কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারতের নব্য-উদারপন্থী অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্পও।কোনরকম বংশ পরিচয়ের সুবাদে সিনেমায় ঢোকা বা চেনাজানাদের সঙ্গে খাতির ছাড়াও যে চলচ্চিত্রে বিপুল খ্যাতি অর্জন সম্ভব, শাহরুখ খানের উত্থান তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তার উত্থান ঘটেছে দেশটির অর্থনীতির উত্থানের হাত ধরে।অতীতে বহুত্ববাদী ও প্রগতিশীল যে পথে ভারত হেঁটেছে, দেশটিতে হিন্দুত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার পরও যারা ওই ধারাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করছেন - সেই ভারতীয়রা শাহরুখ খানকে একটা প্রতীক হিসাবে দেখেছেন।

'আবেদনময়ী' ভাবমূর্তি

সমালোচকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিন্দু জাতী-য়তাবাদী সরকারের আমলে অসহিষ্ণুতা বেড়েছে। এর ফলে ভারতের মুসলমানরা কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন বলে ব্যাপকভাবে অভিযোগ রয়েছে।শাহরুখ



খানের ছেলে আরিয়ান খানকে গত বছর মাদক সেবনের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরে প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়।। অনেকেই বলেছিলেন ভারতের সবচেয়ে সফল মুসলিম আইকনকে টার্গেট করার জন্যই শাহরুখ খানের ছেলেকে মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল।

শাহরুখ খান সবসময়ই ভারতের বহুত্ববাদ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তার সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ছবিতে মুসলিম চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তারপরেও তার ভক্তদের কাছে কখনই তার ধর্মীয় পরিচয়টা বড় হয়ে ওঠেনি। তারা তাকে দেখেছেন জ্ঞানী, রসিক, সফল এবং ব্যাপকভাবে 'সেক্সি- যৌন আবেদনময় একজন পুরুষ হিসাবে। শাহরুখ খানের স্ত্রী হিন্দু। শাহরুখ খান এবং তার মিশ্র-ধর্মের পরিবারের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থীদের ন্যক্কারজনক আক্রমণ নিয়ে তার এক তরুণ ভক্তের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। ওই ভক্ত আমাকে সাক্ষাৎকারে বলেছেন: 'তিনি অসাম্প্রদায়িক, আর তিনি কিন্তু দারুণ সেক্সি।'

রোমান্টিক সুপারহিরো

সবচেয়ে বড় কথা হল, বলিউডের এই আইকন সবসময় মানব চরিত্রের নানা দুর্বলতার দিকগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। দুর্বল প্রেমিক, দুর্বল নায়ক, দুর্বল স্বামী, দুর্বল এক মুসলিম, এবং এমনকি দুর্বল এক খলনায়কের চরিত্রে তার অসাধারণ অভিনয় আমরা দেখেছি। এইসব চরিত্রে তিনি তুলে এনেছেন মানুষের নানা দুর্বলতার দিকগুলো। আমরা দেখেছি এই চরিত্রগুলো নিজেকে নিয়ে কতটা অস্বস্তিতে রয়েছে, এবং তাকে নিয়ে তার সহ-চরিত্রগুলোর মধ্যেও কীধরনের অস্বস্তি কাজ করছে।

রূপালি পর্দায় এই চরিত্রগুলোর মধ্যে নিরাপত্তার যে অভাবকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তিন দশকে তার অভিজ্ঞতার ফসল। তার রূপায়িত এই চরিত্রগুলো প্রায়শই আবেগে ভরা নিঃসঙ্গ মানুষ- সম্পূর্ণভাবে ভালবাসা যার ভাগ্যে জোটেনি, কিন্তু ভালবাসার জন্য হাল ছাড়তে যিনি নারাজ- প্রেমের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘোরা যিনি থামাতে চান না।শাহরুখ খান দক্ষিণ এশিয়ার রোমান্টিক সুপারহিরো- তার চলচ্চিত্রগুলোতে যে 'দেশি' রোমান্স উঠে এসেছে, তার সঙ্গে একাত্ম হবার, নিজের জীবনে সেই প্রেমকে অনুভব করার স্বপ্ন দেখেন দক্ষিণ এশিয়ার বহু তরুণ তরুণী।

তথ্য থেকে দেখা গেছে, বলিউডে অন্যান্য পুরুষ স্টারদের অভি-নীত চরিত্রগুলোর চেয়ে শাহরুখ খান অভিনীত চরিত্রগুলো বেশি নাড়া দিয়েছে নারীদের। কিন্তু শাহরুখের অভিনীত চরিত্রগুলো শুধু প্রথামাফিক নারী প্রেমিকার ভালবাসার কাঙাল নয়, তারা বাবার ভালবাসা, বন্ধুদের ভালবাসা এবং দেশের মানুষেরও ভা-লবাসা চেয়েছে।

'গভীর অনুভূতি'র মানুষ

তার চরিত্রগুলোর মধ্যে খুবই গভীর অনুভব রয়েছে। অন্যের ব্যবহারে, অপমানে বা আঘাতে চরিত্রগুলো কান্নায় ভেঙে পড়ে- অনেক অনেক (অনেক) অশ্রু ঝরে তাদের চোখে। চলচ্চিত্রের কাহিনীকাররা প্রায়ই বলে থাকেন, বিশ্বের বেশিরভাগ অভিনেতার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় শাহরুকের মত কাঁদতে পারে খুব কম অভিনেতাই। মানুষের দুঃখ দুর্দশার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলা তার অশ্রুসিক্ত মুখ তার অগণিত ভক্তের কাছে অনন্য করে তুলেছে।

ছায়াছবির বাইরে, টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার বক্তৃতা তার রসিক মন ও নম্র স্বভাবকে সামনে নিয়ে এসেছে। আমি শাহরুখ খানের অনেক শহুরে ভক্তকে চিনি, যারা তার চলচ্চিত্রের চেয়ে তার সাক্ষাৎকারের বেশি গুণগ্রাহী। মিডিয়াতে তার এসব সাক্ষাৎকার নিঃসন্দেহে এই সুপারস্টারের এ যাবৎ সবচেয়ে ভাল পারফরমেন্স: একজন মধ্যবিত্ত সুপারস্টারের বিনম্র ও নিঃসঙ্কোচ পরিচিতি।

তার মধ্যে ভক্তরা যেমন একজন সংযত মানুষকে দেখেন, তেমনি তার ঔদ্ধত্যকেও ভক্তরা উপভোগ করেন। কারণ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও নিজের মতামতের কাটাছেঁড়া করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না।

বৈচিত্র্যময়তা

কখনও একটানা ধূমপান করছেন, কখনও আত্ম-সচেতন, কখনও ইস্পাতের মত কঠিন, কখনও আবার রঙ্গরসে ভরপুর- শাহরুখ খান কখনই একঘেঁয়ে নন।

কখনও তিনি আর্থিক সঙ্কট কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে বা বন্ধুত্বে ফাটল ধরেছে - কীভাবে তা সামাল দিতে হবে তা নিয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন, আবার কখনও চলচ্চিত্রে শিল্পে কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেলেন বলে ঠাট্টাতামাশা করছেন, কখনও আবার নিজের যৌনতা নিয়ে কথা বলছেন - ভক্তরা তাকে পান নানা রূপে।

তবে নিজেকে নিয়ে বা বিশ্বের অন্যান্য বিষয় নিয়ে তার মন্তব্য বা ঠাট্টাতামাশা সব কিছুর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট একটা ইঙ্গিত মেলে যে তিনি কাজের ক্ষেত্রে খাটেন, তিনি চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভাবেন এবং নিজেকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসেন।শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা দোসরা নভেম্বর ২০২০ সালে মুম্বাইতে শাহরুখের বাসভবনের সামনে তারকার ৫৫তম জন্মদিন পালন করেন

শাহরুখ খান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা দোসরা নভেম্বর ২০২০ সালে মুম্বাইতে শাহরুখের বাসভবনের সামনে তারকার ৫৫তম জন্মদিন পালন করেনঅনিশ্চিত ও রূঢ় বাস্তবতার বিশ্বে, শাহরুখ খানের যে অসাধারণ ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে তা তার ভক্তদের জন্য চমৎকৃত হবার এবং একইসঙ্গে বিনোদনের জন্য একটা বিরল জায়গা তৈরি করে দিয়েছে।

তিন দশক ধরে অভিনয় করে যাওয়া এই সুপারস্টারের তিনটি বড় ছবি মুক্তি পাবে ২০২৩ সালে। তার ভক্তরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন, কিন্তু মুসলিম আইকনদের এবং তাদের তৈরি ছবিকে টার্গেট করে দক্ষিণপন্থী সামাজিক মাধ্যম যেভাবে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছে তাতে অনেকে শঙ্কিতও।

ভারতের রাজনীতিতে যে গভীর বিভাজন তৈরি হয়েছে, তাতে কাহিনির মধ্যে দিয়ে সমাজের সকলের মুখে হাসি ফোটানোই এখন অভিনেতাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

তারকাদের বিরল রোগ



বিনোদন ডেস্ক: বিরল রোগে ভুগছেন ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। তাঁর শরীরে অটো ইমিউন কন্ডিশন 'মাইওসিটিস' ধরা পড়েছে। এটি একটি বিরল সমস্যা। এর ফলে শারীরিক দুর্বলতা ও কোষে ব্যথা দেখা দেয়। তবে ভয়ের কারণ নেই, চিকিৎসার সুবাদে সামান্থা ক্রমেই সুস্থতার দিকে এগোচ্ছেন। সামান্থার মতো হলিউড-বলিউডের অনেক তারকাই ভুগছেন বিরল কিছু রোগে।

- ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া রোগে আক্রান্ত সালমান খান। মুখের ত্বকে থাকা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর জ্বালাপোড়া ঘটায় এটি। এই জ্বালাপোড়া এতই বেড়ে যায় যে রোগী আত্মহত্যার চিন্তাও করে বসে।

- পপ তারকা জাস্টিন বিবার র‍্যামজি হান্ট সিনড্রোমে আক্রান্ত। এ বছরের জুনে ইনস্টাগ্রামে এক ভিডিও প্রকাশ করে বিবার জানিয়েছেন নিজের এই রোগের কথা। ভিডিওতে দেখা যায়, বিবারের মুখের এক পাশ হয়ে পড়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

- ২০১৬ সাল থেকে 'ফাইব্রোমায়ালজিয়া' নামে একটি বিরল রোগে আক্রান্ত আমেরিকান পপ গায়িকা লেডি গাগা। রোগটির কারণে সারা শরীরে তীব্র ব্যথা সইতে হয় তাঁকে। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি শরীরে ব্যথার পাশাপাশি অবসন্নতায় ভোগে।

- উইল স্মিথের স্ত্রী অভিনেত্রী জাডা পিংকেট স্মিথ ভুগছেন অ্যালোপেশিয়া এরিয়েটায়। এটি হলো একটি অটোইমিউন অবস্থা। এই অবস্থায় মানুষের চুল পড়ে যায়।

- ১৭ বছর বয়স থেকে টাইপ-১ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর। তাঁর দেহে উপযুক্ত পরিমাণ ইনসুলিন উৎপাদন হয় না।

- শৈশব থেকেই গ্যাটেন মাতারাজ্জো বিরল জিনগত রোগ 'ক্ল্যাভিকুলার ক্র্যানিয়াল ডাইসোস্টোসিস'-এ ভুগছেন। এর ফলে তাঁর কলারবোন কিংবা ব্যাকবোন বেশ দুর্বল। এমনকি তাঁর দাঁত এবং শরীরের অন্যান্য হাড়ও বাড়তে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

হানিমুন করতে জাপান যাবো শেহতাজ

বিনোদন ডেস্ক: শেহতাজ মুনিরা হাশেম। মডেল, উপস্থাপক ও অভিনেত্রী। গত শুক্রবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন তিনি। পাত্র গায়ক ও সংগীত পরিচালক প্রীতম হাসান। বিয়ে ও অন্যান্য প্রসঙ্গে কথা হলো তাঁর সঙ্গে-

সাড়ে পাঁচ বছরের প্রেম। আপনাদের দুজনের পরিচয় কীভাবে?

প্রীতমের সঙ্গে পরিচয় একসঙ্গে একটি মিউজিক ভিডিও করার সুবাদে। তাঁর গান্ডজাদুকর-এর ভিডিওতে আমি মডেল হয়েছিলাম। শুটিং সেটে অনেক সুন্দর সময় পার করেছি। এর পরপরই আমাদের প্রেমের সম্পর্ক শুরু।



ভালোবাসার কথা কে আগে জানিয়েছেন, প্রীতম নাকি আপনি?

প্রীতম আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দেননি; সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এরপর বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসা। এভাবেই তাঁর প্রতি আমার ভালো লাগা বাড়তে থাকে। সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার মতো ছিল না পথচলা। অনেকেই জানেন, শোবিজের যে কোনো কাজে আমার আম্মু সব সময় আমার সঙ্গে থাকেন। এমনকি প্রীতমের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা করেছি সেদিন গুলশানের একটি রেস্টুরেন্টে আম্মু আমার সঙ্গে ছিলেন। পরিবার থেকে শুরুতেই প্রীতমের সঙ্গে আমার দেখা করা নিষেধ ছিল। আমরা যতটা না প্রেমিক-প্রেমিকা, তার চেয়ে বেশি ছিলাম বন্ধু। এমন নয় যে, দুই মাস প্রেম করেই বিয়ে হয়েছে। কথা বলতে বলতেই একজন আরেকজনকে জানতে পেরেছি।

বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে দেরি হলো কেন?

দীর্ঘ সময় দুজন দুজনকে জানার পর আমরা পরিবারের সম্মতিতে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বিয়ের আয়োজন অনেক আগেই করার কথা ছিল। কিন্তু জুলাইয়ে আমার আব্বু মারা যাওয়ায় আগস্টে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দিতে হয়। এরপর আমার আম্মুও অসুস্থ হয়ে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। সব মিলিয়ে এ বছর আমাদের বিয়ে করার ইচ্ছাই ছিল না। কিন্তু আম্মুর চাওয়া থেকেই বিয়ের কাজটি সেরে ফেলেছি।

কোন ভাবনা থেকে ডেস্টিনেশন ওয়েডিং?

আমাদের পরিকল্পনা ছিল ডেস্টিনেশন ওয়েডিং করার। আউটডোর ফিল রাখার জন্য সিলেটের শ্রীমঙ্গলের মতো সুন্দর জায়গার একটি রিসোর্ট বেছে নিই। অতিথিরা এক দিন আগেই এখানে চলে আসেন। যে জন্য মেহেদি অনুষ্ঠানও হয়েছে। আমার অনেক কাছের বন্ধুরা ছিল আয়োজনে। যে জন্য বিয়ের আয়োজনও শুটিংয়ের মতো মনে হয়েছে।

প্রীতমের কোন গুণগুলো আপনার ভালো লাগে?

প্রীতম ভীষণ মেধাবী, ভদ্র। তাঁর সততা, সরলতা আমাকে বেশ আকর্ষণ করে।

মধুচন্দ্রিমার পরিকল্পনা করছেন কোথায়?

সবে তো বিয়ে হলো। হাতে কিছু কাজও রয়েছে। সময় সুযোগ পেলে দুই মাস পর মধুচন্দ্রিমার জন্য জাপান যাবে।





দেওয়ান কাজল আরেফীন ছিলেন অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব

(শেষের পাতার পর)

দোয়া ও শোক সভা করেছে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়াবাসী ও তার শুভানুধ্যায়ীরা। গত ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে এই অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। এতে দোয়া পরিচালনা করেন আল আমিন জামে মসজিদের ইমাম মৌলানা হাফেজ লুৎফর রহমান। দোয়া মাহফিলে মৌলানা হাফেজ মোহাম্মদ নাসের ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএ-নএ'র।

দোয়া অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলামের উপস্থাপনায় দেওয়ান কাজল আরেফীন স্মরণে অন্যানের মধ্যে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এমাদ চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আজহারুল হক খোকা, মঈন উদ্দিন মঈন, মোহাম্মদ টি রহমান, বিশিষ্ট গীতিকার মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, কৃষিবীদ মিজানুর রহমান, সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমিনুল ইসলাম আমিন, ফেরদৌস আহমেদ, সফিক আহমেদ, খসরুল আলম, এম আর সেলিম, মিজানুর রহমান মিজান, জোহা, মোঃ ইসলাম শহীদ, বশিরুল বাবলু, মোঃ আলম চেয়ারম্যান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা দেওয়ান কাজল আরেফীন-কে একজন বিজ্ঞ, জেনটেলম্যান, বিনয়ী মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, একজন ভালো এবং অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় মানুষের যেসব গুণাবলী থাকা দরকার তার সব কিছুই ছিলো তার মধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কম কথা বলেও 'টেবিল টক'-এ ছিলেন প্রানখোলা মানুষ, যুক্তি-তর্ক দিয়ে কথা বলতেন এবং অন্যের কথা শুনতেন। যা অনেকের মধ্যেই দেখা যায় না। কাজল আরেফীন ছিলেন পরপোকারী মানুষ। বক্তারা বলেন, নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া অনেকেরই আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ছিলো, এখনো আছে। আমরা এই আড্ডার অনেককেই হারিয়েছি। তাদের সবাইকে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং আগামীতে যাতে সবার জন্য স্মরণ সভা বা শোক সভার আয়োজন অব্যাহ থাকে এজন্য দেওয়ান কাজল আরেফীন স্মরণ সভা আয়োজকদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দেওয়ান কাজল আরেফীন দীর্ঘদিন নিউইয়র্কে বসবাস করার পর ঢাকায় অবস্থানকালে সম্প্রতি ইন্তেকাল করেন।

COMPUTER IT TRAINING & JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION, ENGINEERING

Microsoft SQL Server ORACLE Azure mongoDB. NoSQL



Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

অগ্রিম ভোট প্রদান
29 অক্টোবর – 6 নভেম্বর

নির্বাচনের দিন
8 নভেম্বর

NYC VOTES



চাকরী

জননিরাপত্তা



আগামীকে বদলে দিন



বর্ণবৈষম্যের ন্যায়বিচার

৪ নভেম্বর ভোট দিন

অর্থনীতি

প্রজননগত অধিকার

আগ্নেয়াস্ত্র আইন

nycvotes.org এ আরো জানুন

সাহিত্য সাময়িকী

সন্ধ্যা
মেহেদী ইকবাল

সন্ধ্যা
যেন এক কৃষ্ণগহ্বর
গিলে ফেলে সমূহ কোলাহল
উৎকৃষ্ট সময় বুঝি প্রার্থনার! সন্ধ্যা
যেন শ্বাসকষ্টে ভোগা এক লোকাল ট্রেন
যায় ছেড়ে জংশন কাশি দিয়ে জোরে একটা।

সন্ধ্যা
টং ঘরে উদাস বসে থাকা কেউ
হাতে তার চিনি ছাড়া এক কাপ চা!

সন্ধ্যা
দেখতে দেখতে হাওয়া
সে কী আর বসে থাকে অপেক্ষায় কারও!

সন্ধ্যা
অপসৃত হলে পর
রাতের বাণিজ্য দেখি ঝলমলে বিপনীবিতান
আছে বার, ক্যাসিনো আর মাংসের কাবাব
মাড়িয়ে পুষ্প আর জ্যোৎস্নার আলো
রাত শুধু গাঢ় হয়
গাঢ় থেকে গাঢ়!

একমুঠো মাটি চাই
এম এ রহমান

পতনের শব্দ শুনি-
গোধূলি সমুদ্রে শেষ আলোরেখা মুছে গেলে
তখন আঁধার রেণু যাযাবর হতাশার জরায়ুতে
অঙ্কুরিত করে বেদনাকে; নিশাচর জোনাকির মতো-

সারা রাত্রি উড়ে চেতনে-অবচেতনে; আর
অনুভূতির শিরা-উপশিরায় হেমলক বিষে নীল হয়
যাপিত জীবনের উচ্ছল সময়ের প্রতিটি শান্তির ঢেউ।

মাটিগুলো রূপান্তরিত শিলায়-
সবুজ হাসিকে ভুলে অট্টালিকা ঠোঁটে রাখে মেকি হাসি।
হৃদয় মহাসড়ক ঢেকে যায় ইট, বালু ও সিমেন্টে
নাগরিক যোগাযোগে বাড়ে জীবিত লাশের সংখ্যা

এই বেশ বেঁচে আছি- বলে ওঠে মহাকাল। আহা!
মানুষেরা মরে যায়! বেঁচে থাকে তাদের শরীর।

একমুঠো মাটি চাই-
আগামীর পৃথিবীতে প্রকৃতিকে রোপণ করব
মানবতা কলরবে ঘুম ভেঙে হবে ভোর; আর
ভালোবাসার সোনালি রোদে-
বেড়ে উঠবে আগামীর প্রজন্ম।

মেঘ গাঢ় হলে
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

মেঘ গাঢ় হলে তোমার আমার সম্পর্ক টিকে যায়।
আমি দেখেছি যে বছর বেশি বৃষ্টি হয়েছে
সেই বছরটা ভালো গেছে- তুমি হয়েছ সুখী, আমিও।

আমাদের বাড়ির পাশের পুকুরটা খরায় শুকিয়ে যায়।
পুকুরটা কাঁদছে- পুকুরটা ছটফট করছে- আমি দেখেছি।
বর্ষাবিহীন সময়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ পুকুর তুমি আমি।
জল নেই বলে ঐ বছর মাছের চাষবাস বন্ধ- তুমি আমি।
আর দেখি না স্বপ্ন।

তোমার আমার সাথে জল মেঘ বৃষ্টি
আর আকাশের সাথে সম্পর্ক
যখনই বেশি হয়- ভালো হয়- টিকে যায়।

স্বপ্নের ঝালর
নুশরাত রুমু

উদ্ভাসিত এক শুভক্ষণের প্রতীক্ষায়
শুধু দু'জনে পাখির কূজনে
হবে হৃদয়ের প্রশান্তি!

ধূসর পাহাড়ের কোমল সন্ধ্যায়
নির্নিমেষ চোখে সমর্পিত উষ্ণতায়
বুনো গোলাপের জৌলুস ছড়াবে চারপাশে।

অতঃপর হিমেল নীলাভ চাঁদোয়ায়,
জীবনের উত্তাপ নেবো পরস্পর!
দুখের উপত্যকা পেরিয়ে পবিত্রতায় প্রস্ফুটিত শুভ্র আলোকে
ফিরবো নিরেট দেউলিয়া সংসারে,

প্রাণের প্রাচুর্যে সেখানে..
মুছে যাবে ধুলোর আস্তরণ!
রঙিন স্বপ্নের ঝালরে বিহ্বল হবে উন্মুক্ত মনপ্রান্তর.....।

ইচ্ছে হলে ডাক দিও
রবিউল রতন

চলেই যখন যাবে, যাও
তবে এতোটুকু বলে রাখি
যদি কোনোদিন বুকের গহীন
জেগে উঠে ব্যথার উত্তাল ঢেউ
মন থেকে যদি কখনো ডাকতে ইচ্ছে হয়
ডাক দিও
যত দূরেই থাকি বাড়িয়ে দেবো-এই হাত।

মধ্যরাতে যদি ঘুম না হয়-কিংবা
দুঃস্বপ্ন তাড়া করে,
যদি স্বপ্নের ক্যানভাস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়
ভালোবেসে আবারো যদি রক্তাক্ত হয়-এই হাত
জানালায় ফিরে আসে যদি শ্রাবণ মেঘের দিন
বলে দিও বাতাসের কাছে
বলে দিও জলের স্রোতের কাছে
ঝরাপাতার মতো আসবো ভেসে ভেসে।

আশার ফুল ঝড়ে পড়লো
এবি ছিদ্দিক

দিন শেষে মোলায়েম রাতে তাবৎ লেনা-দেনা
চুকিয়ে দিতে চায় সতর্ক পথচারী
রাতের আকাশে নক্ষত্রের কানাকানি চলে
জ্যামে আটকে যায় শৌখিন আয়োজনের আশাবলী!

কুয়াশা রাত উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয় বংশ পরম্পরায়
আশার ফুল ঝড়ে পড়ে বিরহী রাতের গায়।

প্রভাত বয়ে আনে আগামী সময়ের নতুন আয়োজন
সিনেমার পোস্টারে ছেয়ে যায় শহরের অলিগলি!
টিকিট সংগ্রহের হিড়িক পড়ে দ্বৈরথ ইচ্ছায়

হরতাল বিবাগী রাজপথে শুনশান নীরবতা।
আশা পাতনে সিদ্ধ হয়ে সচল হয় পুনঃ পুনঃ।
একদিন আশার ভেলা খুঁজে পাবে ইচ্ছেনোঙ্গর।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549





স্যালুট নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই শেফ হয়েছি

(প্রথম পাতার পর)

যোগ দেন। ফলে অন্যরক এক সন্ধ্যায় রূপ নেয় শেফ টমি মিয়া-কে ঘিরে মিডিয়া হাউজটি। আড্ডা আর নৈশ ভোজের পর টমি মিয়া যোগ দেন টাইম টেলিভিশনের প্রতিদিনের নিয়মিত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ'-এ। এক ঘন্টার বিমেষ এই অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন রাত ৯টায় শুরু হয়। তবে বিখ্যাত শেফ টমি মিয়া-কে ঘিরে শুক্রবারের 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানটি ভিন্ন আঙ্গীকে সাজানো হয়। 'টাইম এক্সক্লুসিভ' এর ইতিহাসে এদিনই দর্শক উপস্থিতিতে স্টুডিও থেকে সরাসরি অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয় এবং অনুষ্ঠান চলে প্রায় দেড় ঘন্টা। এতে টমি মিয়া নিজের জীবন কাহিনী, একজন টমি মিয়া হয়ে উঠা সহ সুধীজনদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও জনাব আবু তাহেরের সঞ্চালনায় 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে শেফ টমি মিয়া সহ যোগ দেন বিশিষ্ট চিকিৎসক মঞ্জুর মোর্শেদ ও খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্তাধিকারী শেফ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে শেফ টমি মিয়া বলেন, ছোট বেলা থেকেই দেখে এসেছি শেফের কাজ শিখতে গিয়ে অন্যদেশের শেফদের আমাদের স্যালুট দিতে হয়েছে। সেই থেকে স্যালুট নেওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়েই শেফ হয়েছি। এখন আমাকেই দেশ-বিদেশের শেফরা স্যালুট দেয়। তিনি বলেন, লন্ডন সহ দেশে দেশে আমি বাংলাদেশী খাবারের রেসিপি বানিয়ে জনপ্রিয় করেছি। এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, লন্ডনে একটি আর বাংলাদেশী



৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২০ হাজার নতুন শেফ তৈরী করেছি এবং তারা দেশে-বিদেশের বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে মর্যাদার সাথে কাজ করছেন। তিনি বলেন, নিউইয়র্কে এবার স্বল্প পরিসরে বাংলাদেশী ফুডের প্রদর্শনী করছি। আশা করছি আগামীতে বড় আকারে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী ফুডের প্রদর্শনীর আয়োজন করবো, যা হবে রেকর্ড।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব আবু তাহের শেফ খলিলুর রহমানকে 'নিউইয়র্কের টমি মিয়া' আখ্যায়িত করেন এবং তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে খলিলুর রহমান বলেন, নিউইয়র্কে আসার পর আমি যখন সিদ্ধান্ত নেই যে শেফ হবো, তখন পেশাগত শিক্ষা গ্রহণ করি এবং খাবার নিয়ে গবেষনা করি। বিভিন্ন হোটেলে শেফের দায়িত্ব পালনের পর আত্মবিশ্বাস থেকেই নিজের মতো করে মানুষকে খাবার খাইয়ে সেবার জন্য রেষ্টেন্টে ব্যবসা শুরু করি। তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে শেফ-এর কাজ শিখে বিপুর সংখ্যক শেফ এখন বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে কাজ করছেন বলে জানান।

অনুষ্ঠানের দর্শক মঞ্চে বিশিষ্টজনদের মধ্যে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক সাঈদ তারেক, এটর্নী নাজমুল আলম, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ফেরদৌস খান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি কাজী আজহারুল ইসলাম মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, কবি-সাংবাদিক সালেম সুলেরী, বিশিষ্ট ব্যাংকার ইসমাইল আহমেদ, ট্যাক্স এনরোল্ডসেন্ট এজেন্ট মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, মোহাম্মদ চিশতি সিপিএ, ওমনি রিয়ালটির নূরুল হুদা হারুন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নুরে আলম জিকু, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, আব্দুল মজিদ লোদি, জিনাত আবজা, রওনক আবজা প্রমুখ উপবিষ্ট ছিলেন এবং সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য সহ শেফ টমি মিয়ার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখেন।

সরাসরি সম্প্রচারিত 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠানে টমি মিয়ার উদ্দেশ্যে সরচিত কবিতা পাঠ করেন সালেম সুলেরী।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ | বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম | জাতীয় পার্টি জিন্দাবাদ

৬ই নভেম্বর ২০২২, রবিবার



দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন সফল হউক



প্রধান অতিথি : এস এম ফয়সল চিশতি, প্রেসিডিয়াম সদস্য, জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি

বিশেষ অতিথি : সহিদুর রহমান, সাবেক সংসদ

বিশেষ অতিথি : সৈয়দ শওকত আলী, উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

সভাপতিত্ব করবেন : মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় সদস্য ও আহবায়ক, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

পরিচালনা করবেন : আসেফ বারী টুটুল, সদস্য সচিব, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি

নবান্ন পার্টি সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস। বিকাল ৬ ঘটিকা

আহবানে-

মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়া
কেন্দ্রীয় সদস্য ও আহবায়ক, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি
৯১৭-৮৬৮-১৫৭৫

আসেফ বারী টুটুল
সদস্য সচিব, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি
৬৩১-৪২৮-১৯০১

জাতীয় পার্টি, যুক্তরাষ্ট্র শাখা

প্রচারে: সম্মেলন প্রচার উপ কমিটি



নিউইয়র্কের লালন উৎসবে সর্বস্তরের

(শেষের পাতার পর)

বোদ্ধাজনরা অভিমত এটি যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণকালের অনন্য শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান। এই উৎসবের আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র লালন পরিষদ।

অক্টোবরের শেষ রোববার, হেমন্তেরও শেষ। নিউইয়র্কের আবহাওয়া কনকনে ঠান্ডা থাকার কথা। অথচ নিউইয়র্কে ছিল ঝলমলে আলো, সহনীয় তাপমাত্রা। বেলা তিনটায় জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে খোলা আকাশের নিচে লালন উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। লালনগীতির খ্যাতনামা শিল্পী ফরিদা পারভীন মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ও বেলুন উড়িয়ে নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো লালন উৎসবের উদ্বোধন করেন।

উৎসবের বিভিন্ন পর্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের বরেণ্য বংশীবাদক গাজী আবদুল হাকিম, অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দীন আহমেদ, ড. সিদ্দিকুর রহমান, তাজুল ইমাম, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, হাসান ফেরদৌস, রেখা আহমেদ, রোকেয়া রফিক বেবী, আহকাম উল্লাহ, এটর্নী মঈন চৌধুরী, মোহাম্মদ এন. মজুমদার, অ্যানি ফেরদৌস, লুতফুন নাহার লতা, মিথুন আহমেদ, নূরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর নূরুল আজিম, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, খলিলুর রহমান, আহসান হাবীব ও হেলাল মিয়া।

উৎসবে নিউইয়র্ক ও আশপাশের বাউল সংগীতশিল্পীরাও যুক্ত হন। পুরো অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন প্রবাসী চারুশিল্পীরা। ২১ জন শিল্পীর আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছিল 'অচিন পাখির খোঁজে' শিরোনামের একটি চিত্র প্রদর্শনী। এটি উদ্বোধন করেন বরেণ্য সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাপ্তাহিক আজকাল-এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমদ, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান ও সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ।

এসময় বাংলাদেশী আমেরিকান আর্টিস্ট ফোরামের সভাপতি আর্থার আজাদ, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ চৌধুরী ও কানাডা থেকে প্রকাশিত দেশে-বিদেশে পত্রিকার সম্পাদক নজরুল ইসলাম মিন্টু অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সকল আয়োজন সাজানো ছিল লালনের গান এবং তাঁর জীবন ও দর্শন ঘিরে। যার সঙ্গে প্রবাসীরা নিবিড়ভাবে যেনো পরিচিত হতে পারেন। ভারতীয় চিত্রনির্মাতা ও নাট্য ব্যক্তিত্ব সুমন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এবং সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় রচিত ও অভিনীত 'ম্যান অব দ্য হার্ট' মঞ্চ নাটকের ভিজ্যুয়াল স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এতে ঊনবিংশ শতকের সুফি সাধক লালনের জীবন ও কর্মকথা, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অতিথি ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব রেখা আহমেদ ও গার্গী মুখার্জী। অধ্যাপক ড. জিয়া উদ্দীন আহমেদ পরিচালিত একটি ভিডিও তথ্যচিত্রে লালনের পরিচিতি তুলে ধরা হয়।

পরে একটি সেমিনারে লালনের জীবন ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করেন লালন বিশেষজ্ঞরা। আলোচনায় মূল বক্তা ছিলেন ফরিদা পারভীন, গাজী আবদুল হাকিম ও গোলাম সারোয়ার হারুন। হাসান ফেরদৌসের সঞ্চালনায় বক্তারা সমকালীন বিশ্বে লালন কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা তুলে ধরেন।

লালন ও তাঁর গান নিয়ে নিরীক্ষার নামে বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ফরিদা পারভীন। পরামর্শ দেন এই



বাড়াবাড়ি এড়িয়ে চলার। বক্তারা বলেন, লালন ছিলেন অতি সাধারণ মানুষ। সারা জীবন সাধারণ একজন মানুষের মতো জীবনযাপন করেছেন। তাঁকে নিয়ে যে বাড়াবাড়ি, 'সাঁইজি' বেঁচে থাকলে তা কখনোই পছন্দ করতেন না। দ্বিতীয় একটি সেমিনারে ক্যাথলিক পাদরি ফাদার মারিনো রিগনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। তিনি দীর্ঘদিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন। এ সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লালনগীতি ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গীত শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলাল বেগ ও ডা. জিয়া উদ্দীন আহমেদ এবং শহীদ পরিবারের সন্তান লেখক ফাহিম রেজা নূর। সঞ্চালক ছিলেন শুভ রায়।

অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের ছয় প্রতিনিধির অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সেমিনার সবার দৃষ্টি কেড়ে। এতে কিশোর-তরুণরা বলেন, নিজের শিকড়ে ফিরে যেতে লালন তাঁদের বিপুলভাবে সাহায্য করেছেন। সায়ান নিবিড় শারমিনের সঞ্চালনায় আলোচক ছিলেন জারিন মাইশা, আলভান চৌধুরী, সাগ্নিক মজুমদার, জনম সাহা ও সামিয়া ইসলাম।

প্রবীন ও নবীন শিল্পীদের পরিবেশনায় লালনের গান নিয়ে ছিল আশাজাগানিয়া আরেকটি অনুষ্ঠান। অবিকৃত লালনকে আবিষ্কারে তাঁদের আগ্রহ সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রবাসে যে লালনের গানের চর্চা অব্যাহত রয়েছে, তার প্রমাণ ছিল হাসানুজ্জামান সাকীর পরিকল্পনায় বিশিষ্ট গায়ক শাহ মাহবুবের গ্রন্থনা ও নির্দেশনায় সংগীতানুষ্ঠান– সাঁই'র বারামখানা। সংগীতে কণ্ঠ দেন মেলাল শাহ, করিম হাওলাদার, চন্দন চৌধুরী, লিমন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, কৃষ্ণা তিথি, রিপন রহমান, রবিন খান, কানিজ দীপ্তি, জারিন মাইশা, আলভান চৌধুরী, সাগ্নিক মজুমদার ও সামিয়া ইসলাম।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যন্ত্র সংগীতে ছিলেন শহীদ উদ্দিন, তপন মোদক, সাইফুল মিঠু, শফিক মিয়া, জহির উদ্দিন লিটন ও সজীব মোদক। ধারা বর্ণনা করেন সাদিয়া খন্দকার, শামসুন্নাহার নিম্মি ও স্বাধীন মজুমদার। শব্দ নিয়ন্ত্রণ করেন এফএনইউ আরিফুজ্জামান আরিফ।

নতুন ও প্রবীণ শিল্পীদের সমন্বিত অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠান দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রবাসের খ্যাতিমান শিল্পী তাজুল ইমাম ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় পরিবেশিত লালনের নির্বাচিত গানের মধ্যে দুটি পরিবেশনাও সবাইকে মুগ্ধ করে। ভারতীয় কলাকেন্দ্রের পরিবেশনা 'বুকের মাঝে লালন' এর নৃত্য নির্দেশনা দেন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। ধারা বর্ণনা দেন অবন্তিকা মুখার্জী, নৃত্যশিল্পীরা ছিলেন দেবদীপা ঘোষ, ইন্দ্রানী বসু, মৌমিতা ধর ও অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে সহযোগিতা করেন সুদীপ্তা ঘোষ।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পারফরমিং আর্টস-বিপার পরিবেশনা 'সহজ মানুষ' নির্দেশনা দেন সেলিমা আশরাফ ও অ্যানি ফেরদৌস। সংগীত শিল্পী ছিলেন জারিন মাইশা, আলভান চৌধুরী, সামিয়া ইসলাম, কামিলা সুফী আলম, আরিয়ান কবীর ও ফাহমিন ইসলাম। উপস্থাপনায় ছিলেন নিলুফার জেরিন।

এরপর ব্যতিক্রমী এক অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ বাঙালি ব্যক্তিত্বরা তাদের উত্তরাধিকার হিসেবে নবীনদের সম্মাননা জানিয়ে উত্তরীয় পরিয়ে দেন। এসময় মুহুর্মুহু করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে মিলনায়তন।

উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিলেন ফরিদা পারভীন ও গাজী আবদুল হাকিম। তাঁদের পরিবেশনা শুনতে দূরদূরান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক দর্শক এসে সমবেত হয়েছিলেন অনুষ্ঠান কেন্দ্রে। প্রতিটি পর্বেই ছিল মানুষের উপচেপড়া ভিড়। ভূপালী রাগের ভিত্তিতে একটি পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন বাঁশুরিয়া গাজী আবদুল হাকিম। এরপর নিজের পছন্দের একগুচ্ছ গান গেয়ে শোনান ফরিদা পারভীন। সঙ্গে ছিল লালনের গান ও দর্শন নিয়ে এই প্রবীণ শিল্পীর নিজস্ব পর্যবেক্ষণ।

প্রায় মধ্যরাতে শেষ হয় লালন উৎসব। আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তর আমেরিকায় লালনচর্চার এক নতুন মাত্রা যোগ হলো। যুক্তরাষ্ট্র লালন পরিষদ ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও লালন উৎসবের আহ্বায়ক মো. আবদুল হামিদ জানিয়েছেন, প্রতিবছর তাদের এই উৎসব আয়োজনের প্রচেষ্টা থাকবে। তবে সবার পরামর্শ অনুযায়ী এটি দ্বিবার্ষিক উৎসবও হতে পারে।

অনুষ্ঠানে আগত বোদ্ধাজনরা লালন উৎসবকে যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণকালের অনন্য শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বলে মন্তব্য করেন। প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন সত্যিই বিরল ও অতুলনীয়।

মনজুর আহমদ বলেন, অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং নানা বিচারে এটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে।

বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ বলেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টানা প্রায় এগার ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠান দেখেছি। প্রত্যেকটি পর্ব ছিল অকর্ষণীয় এবং সব বিচারে শ্রেষ্ঠ।

মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী তাজুল ইমাম বলেন, এই প্রবাসে এমন বলিষ্ঠ পরিবেশনা আগে কখনও চোখে পড়েনি। মাত্র দু'সপ্তাহের সময় সীমায় আয়োজকরা কোন জাদুতে এমন বিশাল একটি উৎসবের সমন্বয় ঘটালেন তা আমার কল্পনার অতীত। এদের ব্যক্তিত্বে সেই কারিশমা আছে যা অগ্রাহ্য বা এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সবচেয়ে আপ্লুত হয়েছি নিউইয়র্কের কিছু পেশাদার শিল্পী সম্মিলিতভাবে মঞ্চে পরিবেশন করেছেন কিছু জনপ্রিয় লালন গীতির সুগ্রন্থিত অনুষ্ঠান। তাঁদের সম্মিলিত গায়ন শৈলীতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ মিলনায়তন। এরা সবাই একক সংগীতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী কিন্তু এই সম্মিলিত পরিবেশনা ছিল অভূতপূর্ব।

ঢাকার সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহকাম উল্লাহ বলেন, লালন উৎসব আমার দেখা নিউইয়র্কের শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটি ফার্মিংডেল-এর প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, লালন উৎসব একাধিক বিচারে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পেশাদার মিলনায়তনের ভেতর ও বাইরের মনোরম পরিবেশ, শব্দ, আলো, মঞ্চ ইত্যাদি উৎসবের গুণগত মান বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক উচ্চতায়। দর্শকের সমাগম নিউইয়র্কের অন্য যে কোন অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গেছে। সে সঙ্গে প্রবাসের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বোদ্ধাজনের উপস্থিতি ছিল প্রশংসনীয়।

নিউজার্সীর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় বাঙালী সদীপ্তা মুখোপাধ্যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, ফকির সাঁই লালনকে নিয়ে বহি:র্বিশ্বে এ ধরনের আয়োজন মনে হয় এই প্রথম।

ভারতীয় কলা কেন্দ্রের নৃত্যশিল্পী অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, এই অনুষ্ঠান ছিল আমার জীবনে অনন্য এক অভিজ্ঞতা।

কানাডা থেকে প্রকাশিত দেশে-বিদেশে পত্রিকা ও টিভির প্রধান সম্পাদক নজরুল মিন্টো বলেন, আমি চল্লিশ বছর ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাস করছি। আমি মনে করি, লালন উৎসব শুধু নিউইয়র্কে নয়, পুরো উত্তর আমেরিকায় একটি অনন্য অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উত্তর আমেরিকার নেতা, আবৃত্তিশিল্পী মিথুন আহমেদ বলেন, এই অনুষ্ঠান আমার দেখা সবচেয়ে বিশুদ্ধ অনুষ্ঠান।

নাট্যজন লুতফুন নাহার লতা বলেন, লালন উৎসব নিউইয়র্কে বাঙালী কমিউনিটিতে একটি ব্রেঞ্চমার্ক সৃষ্টি করেছে। এটি বিগত দিনের সব অনুষ্ঠানকে ছাড়িয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিকজন মাহতাব সোহেল বলেন, এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উলেখযোগ্য দিক হলো, সবাই এটিকে নিজেদের উৎসব বলে মনে করেছেন। সবার অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, তা সে শিল্পীই হোক বা শ্রোতাই হোক। আমি অনেক খুঁজেও অনুষ্ঠানের কোনো নেতিবাচক দিক বের করতে পারছি না।

অভিনয়শিল্পী খাইরুল ইসলাম পাখি বলেন, অত্যন্ত স্বল্প সময়ে এমন প্রাণ জাগানিয়া শিল্পসিদ্ধ উৎসব যারা উপহার দিয়েছেন তাদের জন্য কুসুম শোভিত শুভেচ্ছা আর গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি নিউইয়র্কে আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

লালন উৎসবের কমিটির কর্মকতাদের মধ্যে ছিলেন: প্রধান উপদেষ্টা- নূরুল আমিন বাবু, টাইটেল স্পন্সর- বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, আহ্বায়ক- মো. আবদুল হামিদ, সমন্বয়ক- গোপাল সান্যাল, স্বীকৃতি বড়ুয়া, দীনেশ চন্দ্র মজুমদার, সুখেন গমেজ ও হাসানুজ্জামান সাকী। উৎসবের শিল্প নির্দেশনায় ছিলেন জাহেদ শরীফ। সহযোগী ছিলেন আলোকচিত্রী নিহার সিদ্দিকী ও এমবি হোসেন তুষার, সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব, সংস্কৃতিজন শুভ রায় ও ডিপার্টমেন্ট অব মটর ভিহাইকেল-ডিএমভির কর্মকর্তা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শাহ আলী জুয়েল।



কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, গঠনতন্ত্র

(২২ পাতার পর)

তার অফিসের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী সাইটেশনগুলো হস্তান্তর করেন। এই পর্ব উস্থাপনায় ছিলেন অভিষেক কমিটির সদস্য সচিব সারোয়ার খান বাবু। অনুষ্ঠানে কার্যকরী পরিষদের নবনির্বাচিত ১৯জন কর্মকর্তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জামাল আহমেদ জনি ও অভিষেক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আলী। এসময় সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য হাজী মফিজুর রহমান, সরাফ সরকার, অজিমুর রহমান বোরহান, ওয়াসী চৌধুরী, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, আব্দুল হাসিব হাসনু ও কাজী আজহারুল হক মিলন এবং নির্বাচন কমিশনের সদস্য রুহুল আমীন সরকার মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন।

উল্লেখ্য, সোসাইটির কর্মকর্তারা শপথ নেওয়ার সময় সংগঠনের নবনির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত থাকলেও খানিকক্ষণ পরে তিনি একটু সুস্থ হয়ে অনুষ্ঠানস্থলে ফিরেন এবং শপথ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে বিদায়ী কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী নব নির্বাচিত কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেনের কাছে আর্থিক হিসেব বুঝিয়ে দেন। এর আগে মোহাম্মদ আলী জানান, আর্থিক হিসেকে সোসাইটির মামলা-মোকদ্দমা ও নির্বাচনী ব্যয় সহ অন্যান্য খরচের হিসাব নিকাশ রয়েছে এবং এসব সিপিএ কর্তৃক সার্টিফায়েড। তিনি জানান, তারা বিদায়কালে লক্ষাধিক ডলার সোসাইটির ব্যাংক হিসেবে জমা রয়েছে। এছাড়াও নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন বিদায়ী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার।

সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা শপথ গ্রহণ ও দায়িত্ব হস্তান্তরের পর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নব নির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজসেবী আবু জাফর মাহমুদ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, সোসাইটির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান, আজমল হোসেন কুনু ও নার্গিস আহমেদ, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, আতাউর রহমান সেলিম ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী, এটর্ণী মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, গ্রেটার নোয়াখারী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাজু মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান ও মুজাহিদুল ইসলাম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি সহ আসাদুল বারী আসাদ, কাজী তোফায়েল ইসলাম, হেলাল উদ্দিন, মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, শাহ আলম, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, বাসেত রহমান, টি মোল্লা, শেখ আতিকুল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম রুমি, মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, আহবাব চৌধুরী খোকন, শাহাদৎ হোসেন, সাখাওয়াত হোসেন বিশ্বাস, আরিফ চৌধুরী, আব্দুর রব বাবুল, নাজমুল ইসলাম অপু, মাহবুবুর রহমান টুকু, হুমায়ুন আহমেদ চৌধুরী, মোস্তফা কামাল, উজ্জল বিপুল, সাজ্জাদ হোসেন, মাকসুদা আহমেদ, আবুল কাশেম, ইকবাল হোসেন, জাহাঙ্গীর আলন, বদরুজ্জামান প্রমুখ। এসময় সোসাইটির নবনির্বাচিত সহ সভাপতি ফারুক চৌধুরী, মরহুম কামাল আহমদের স্ত্রী আফসারী আহমেদ ও প্রবীণ প্রবাসী ছদরুন নূর মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান। সোসাইটির অভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'নবজাগরণ' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশ সোসাইটিকে সকল প্রবাসীর সংগঠনে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য নতুন কমিটির প্রতি আহ্বান জানান। প্রয়োজনে সোসাইটির গঠনতন্ত্র সংশোধনেরও কথাও বলেন কোন কোন বক্তা। এছাড়াও বক্তারা সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলাবাজদের চিহ্নিত করে আগামী দিনে মামলা-মোকদ্দমা থেকে সোসাইটির রক্ষারও আহ্বান জানান। বক্তারা কমিউনিটির সেবা বৃদ্ধির পাশাপাশি মূলধারায় সোসাইটি তথা কমিউনিটিকে আরো সম্পৃক্ত করার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠনের তৃতীয় পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশ ভোজ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শাহ মাহবুব, চন্দ্রা রায় সহ প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশেন করেন। যৌথভাবে এই পর্ব পরিচালনা করেন বিদায়ী সাংস্কৃতিক সম্পাদক মনিকা রায় ও নবনির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদক ডা. শাহনাজ লিপি। মধ্যরাত ১২টার দিকে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আরো উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষেদের ২০১৮ সালের নির্বাচন চলতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। মামলা-মোকদ্দমা ও করোনা মহামারী সহ বিভিন্ন কারণে দীর্ঘ চার বছর পর নির্বাচন হওয়ায় এই নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটি ছিলো উৎসবমুখর। ফলে নতুন কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিলো উপচে পড়া। গুলশান ট্যারেসে ছিলো না দাঁড়ানোরও জায়গা।

বাংলাদেশ সোসাইটির অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- আব্দুর রব মিয়া, সিনিয়র সহ সভাপতি- মহিউদ্দীন দেওয়ান, সহ সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক- রুহুল আমিন সিদ্দিকী (পুন: নির্বাচিত), সহ সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ- নওশেদ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক- আবুল কালাম ভুঁইয়া, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. শাহনাজ লিপি, জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- মোহাম্মদ টিপু খান, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সল আহমদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক- প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ সাদী মিন্টু, ফারহানা চৌধুরী, শাহ মিজান, আবুল বাশার ভূইয়া, আক্তার হোসেন বাবুল ও সুশান্ত দত্ত। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

মালদ্বীপের লিগে সাবিনার ২১ গোল

(শেষের পাতার পর)

পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে গোল্ডেন বুট জিতেছিলেন। এবার তার পায়ের জাদুতেই মালদ্বীপের নারী ফুটসাল ফিয়েস্তার শিরোপা জিতল দিবেহি সিফাইং ক্লাব।

দক্ষিণ এশিয়ার মেয়েদের ঘরোয়া লিগগুলোতে সাবিনার ব্যাপক চাহিদা। পঞ্চমবারের মতো তিনি মালদ্বীপের নারী ফুটসালে খেলেছেন। বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের ফাইনালে তার দল ১০-২ গোলে হারিয়ে দিয়েছে এমপিএল ক্লাবকে! এর মাঝে চারবার বল



প্রতিপক্ষের জালে পাঠিয়েছেন সাবিনা। তিনি গোলগুলো করেছেন ম্যাচের ২১, ২৩, ২৮ ও ৩৩ মিনিটে। গোলবন্যা বইয়ে দিয়ে তিনি মালদ্বীপের ফুটবল দর্শকদের কাছেও ব্যাপক জনপ্রিয়। সাবিনার পায়ে বল যেতেই গ্যালারিতে শোনা গেছে হর্ষধ্বনি।

ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে সাবিনার হাতে। তা ছাড়া ২১ গোল করে খুব স্বাভাবিকভাবেই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতেছেন সাফজয়ী বাংলাদেশ অধিনায়ক। এরপর প্রতিক্রিয়া স্থানীয় গণমাধ্যমকে সাবিনা বলেছেন, 'মালদ্বীপে খেলতে এলে সব সময়ই ভালো লাগে। বিশেষ করে এখানে যখন আমার দেশি ভাইদের আমাকে সমর্থন দিতে দেখি। খুবই ভালো লাগে। এই দর্শকদের ভালোবাসা আমাকে আরো ভালো খেলতে সাহায্য করে। এটা আমার দলের জন্যও দারুণ ব্যাপার।'

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.





BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com

BOSS



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721

বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভাসানী ফাউন্ডেশন ইউএসএ আয়োজিত আলোচনা ও স্মরণ সভা ২০ নভেম্বর রোববার বিকেল ৪টায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে।

মানিকগঞ্জ শহরবাসী ইউএসএ আয়োজিত মিলনমেলা ২০ নভেম্বর রোববার বিকেল ৪টায় জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হল।

ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান ২৬ নভেম্বর শনিবার বিকেল ৩টায় নিউইয়র্কের লাগোর্ডিয়া প্লাজা হোটেল (১০৪-০৪ ডিটমার্স বুলেভার্ড, ইষ্ট এলমহার্স্ট)।

নৌকার পক্ষে এমপি নির্বাচনে লড়তে চান

(শেষের পাতার পর)

বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি। তিনি রাজশাহী-১ (তানোর-গোদাগাড়ী) আসনে এমপি হতে চান। তার নানাবাড়ি তানোর উপজেলার মুন্ডুমালায় শুক্রবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। এদিন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন উপলক্ষে মুন্ডুমালা ফজর আলী মোল্লা ডিগ্রি কলেজ মাঠে একটি কাবাডি টুর্নামেন্টের আয়োজন করে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির গড়ে তোলা স্বপ্ন ফাউন্ডেশন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এ প্রতিযোগিতা দেখতে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

মাহি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আমি আদর্শিত। সে বিষয়টা আমি সবাইকে জানাতে চাই। সবাই যে যার জায়গা থেকে এটা করতে পারে। আমি পলিটিকস বুঝি না যদিও, তবু আমি স্টার্ট করেছি। আমি মানুষের সেবা করতে চাই। পলিটিকসকে আসলে আমি দেখি যে মানুষের সেবা করা।'

তিনি রাজনীতিতে আসছেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে নায়িকা মাহি বলেন, 'আমাদের বঙ্গবন্ধু যেটা করেছেন, নিজের জীবনটাকে, নিজের যৌবনটাকে ত্যাগ করে, পরিবারকে সময় না দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। সেই বিষয়টাকে আমি রাজনীতি হিসেবে দেখি।'

ভবিষ্যতে এমপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছার বিষয়ে জানতে চাইলে নায়িকা বলেন, 'আপাতত না, অনেক দেরি আছে। যদি এলাকার লোকজন চায়, আমাকে ভালোবাসে, অবশ্যই সেটা হতে পারে, ইনশাআল্লাহ।'

এদিকে সকাল থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছে রাজশাহীর ৯ উপজেলার ৯টি এবং জেলা পুলিশের একটি দল। অভিনেতা ও পুলিশ কর্মকর্তা ডি এ তায়েব টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফালগুনী হামিদ। আর বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান। বিকেলে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) আবদুল বাতেন, জেলা প্রশাসক আবদুল জলিল, জেলার পুলিশ সুপার এ বি এম মাসুদ হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বপ্ন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান চিত্রনায়িকা মাহি।

নায়িকা মাহির গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলায়। তাঁর জন্ম পার্শ্ববর্তী তানোর উপজেলার মুন্ডুমালায় নানাবাড়িতে। মাঝে মাঝেই তিনি এখানে আসেন। এর আগে মুন্ডুমালায় তিনি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। এবার আয়োজন করা হয়েছে কাবাডি'র।

নায়িকা মাহি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। তিনি এ সংগঠনের রাজশাহী বিভাগের আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে পারেন বলে এলাকায় গুঞ্জন আছে।

কদবেলের অনেক গুণ

(শেষের পাতার পর)

কদবেল খেলে অনেক শারীরিক উপকারিতাও মেলে।

ডায়রিয়া প্রতিরোধ: কদবেলে প্রচুর জৈব অ্যাসিড পাওয়া যায়। অপরিপক্ব কদবেল অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি হ্রাস করে। অতীতে লোকজ ও আয়ুর্বেদ ওষুধে ডায়রিয়ার চিকিৎসায় কদবেল ব্যবহৃত হতো। শুধু তাই নয়, উচ্চ ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় কদবেল খেয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য ও বদহজমের সমস্যা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। আলসার নিয়ন্ত্রণেও কদবেল উপকারে আসে।

দেহের দূষিত পদার্থ নির্গত করে: কদবেলে রিবোফ্লাভিন ও থায়ামিন নামক রাসায়নিক উপাদান আছে যা শরীর পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। কদবেলের রস কিডনির রোগ প্রতিরোধে সাহায্যের পাশাপাশি অন্ত্রকেও সুস্থ রাখে। তাছাড়া কদবেল মূত্রবর্ধক ফল। এটা খেলে শরীরে থাকা অতিরিক্ত সোডিয়াম বের হয়ে যায়। এ জন্যই কিডনির অন্যতম সেরা প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে এই ফলের ব্যবহার হতো।

হাঁপানির উপসর্গ নিয়ন্ত্রণ: কদবেল পাতার নির্যাস আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়। মধুর সঙ্গে ৮ থেকে ১৬ গ্রাম তাজা কদবেল পাতার নির্যাস হাঁপানির বিরুদ্ধে কার্যকর।

ডায়বেটিসে উপকার: কদবেলে বহু খনিজ উপাদান আছে যা ডায়বেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এই সময়টিতে কদবেল খাওয়া ডায়বেটিস রোগীদের জন্য ভালো।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরী
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

দুর্নীতি রেখে পুঁজি পাচার নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহারে আওয়ামী লীগ দুর্নীতির বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণের অঙ্গীকার করেছিল। ২০১৯ সালে যুবলীগের প্রভাবশালী নেতা ও ক্যাসিনো গডফাদার সম্রাটকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে এই নীতির বাস্তবায়ন দৃশ্যমান হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওই গ্রেপ্তার অভিযানে ভাটার টান লাগে। এখন দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম 'বাত কা বাত'।

২০০১ থেকে ২০০৫ সাল- পরপর পাঁচ বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সূচকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করেছিল। ওই পাঁচ বছরের প্রথম বছর ক্ষমতাসীন ছিল আওয়ামী লীগ; পরের চার বছর বিএনপি-জামায়াত জোট। এর পরও ওয়ান ইলেভেন সরকারের দুই বছরের শাসনামলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে দমননীতি বাস্তবায়নের কারণে আমরা ওই অনাকাঙ্ক্ষিত লজ্জাজনক চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। কিন্তু ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন যেন ফের 'নখদন্তহীন বাঘ'। ২০১৪ সাল থেকে গত আট বছর ধরে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তানের পর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তকমা অর্জন করে চলেছে।

ওদিকে ২০১৪ সালেই পুঁজি পাচারকে বাংলাদেশের জন্য গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি-জিএফআই। তারা বলছে, এ দেশ থেকে প্রতি বছর গড়ে ৭ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আমদানি বাণিজ্যে ব্যাপক ওভার ইনভয়েসিং, রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক আন্ডার ইনভয়েসিং, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় ক্রমবর্ধমান পুঁজি পাচার, রপ্তানি আয়ের বড় অংশ দেশে ফেরত না আনা- এই চারটিকে পুঁজি পাচারের সবচেয়ে চালু পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২০ সালে করোনা মহামারি শুরুর পর চাহিদা ও সরবরাহ উভয় দিক থেকে হুন্ডি ব্যবসা অনেকখানি গুটিয়ে গিয়েছিল। যার সুফল হিসেবে বাংলাদেশ ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্সের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এ কারণেই ওই দুই অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দ্রুত বেড়ে গিয়ে ৪৮ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছিল। ২০২১ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মহামারির তান্ডব কমে আবারও চাঙ্গা হয়ে ওঠে হুন্ডি ব্যবসা। গত ১১ সেপ্টেম্বর সিআইডির বরাতে পত্রপত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, শুধু হুন্ডি প্রক্রিয়ায় দেশ থেকে বছরে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে আমদানির ওভার ইনভয়েসিং, রপ্তানির আন্ডার ইনভয়েসিং, রপ্তানি আয় দেশে ফেরত না আনার মতো মূল সমস্যাগুলো যোগ করলে দেখা যাবে, বছরে কমপক্ষে দেড় লাখ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হচ্ছে। এর মানে, বছরে কমপক্ষে ১৫-১৬ বিলিয়ন ডলার পুঁজি বিদেশে পাচার হয়ে চলেছে; যার অর্ধেকের মতো যাচ্ছে হুন্ডি প্রক্রিয়ার লাগামহীন বিস্তারের মাধ্যমে।

২০২১ সালের আগস্ট মাস থেকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমতে কমতে ২০২২ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘোষণা অনুযায়ী ৩৫ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল। যদিও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল-আইএমএফ এই হিসাব গ্রহণযোগ্য মনে করে না। রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল-ইডিএফ নাম দিয়ে রিজার্ভ থেকে সরকারের আদেশে বাংলাদেশ ব্যাংক যে ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের রিফাইন্যান্সিং স্কিম-এর অধীনে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের প্রভাবশালী রপ্তানিকারকদের ঋণ দিয়েছে, সেটাকে এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না করতে বলেছে তারা।

সাম্প্রতিক সফরকালে আরও কয়েকটি ব্যাপারে আইএমএফের পক্ষ থেকে আপত্তি জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ টিম। তার মানে, বাংলাদেশের প্রকৃত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অক্টোবরের শেষে ২৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের পাওনা পরিশোধের পর তা ২৬ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে আসবে। এমন পতনের ধারা যে কোনো বিবেচনাতেই বিপজ্জনক।

এখন ডলারের দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থা মেনে নিলেও, কার্ব মার্কেটের ডলারের দামের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত হারের ব্যবধান এখনও ৮-১০ টাকা রয়ে গেছে। দুই দামের এত বড় পার্থক্যে হুন্ডি ব্যবস্থা চাঙ্গা এবং ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রবৃদ্ধি শ্লথ হতে বাধ্য।

কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ডলারের দামের চেয়ে ৮-১০ টাকা বেশি হওয়ার প্রধান কারণ, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচারের চাহিদার ক্রমবর্ধমান ব্যাপক উল্লম্ফন। অতএব, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কমিয়ে আনতে না পারলে এই দুটো দামের পার্থক্যকে কমিয়ে আনা যাবে না। শুধু আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দামকে বাজারের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে না।

আগে অনেকবার বলেছি, আবারও বলি- দেশের অর্থনীতি এখন যে টালমাটাল অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তার জন্য দায়ী পুঁজি পাচার প্রক্রিয়া। তাই পুঁজি পাচারকে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রধান অগ্রাধিকারে আনতেই হবে। অর্থমন্ত্রী কি আদৌ তা করছেন? এবারের বাজেটে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনতে চাইলে মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে তা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কিন্তু খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, গত চার মাসে কেউ এ সুবিধা গ্রহণ করেনি। বছর শেষেও দেখা যাবে- ফলাফল শূন্য।

সরকার স্বীকার না করলেও ওয়াকিবহাল মহল ঠিকই বুঝতে পেরেছে, গত এক বছরে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বৈদেশিক মান প্রায় ২৫ শতাংশ অবচয়নের শিকার হয়েছে। এশিয়ার বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর তুলনায় এই অবচয়ন সর্বোচ্চ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতনের ধারাকে থামাতে না পারলে ডলারের কার্ব মার্কেটের দামের উল্লম্ফন এবং টাকার বৈদেশিক মানের এই দ্রুত অবচয়নকে থামানো যাবে না।

সময় থাকতে কঠোরভাবে পুঁজি পাচার দমন করতেই হবে। এমনকি প্রয়োজন মনে করলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসহ নেতৃত্বে পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আহসান মনসুর বর্তমান অর্থমন্ত্রীকে ও অ্যাবসেন্ট ফিন্যান্স মিনিস্টার আখ্যায়িত করেছেন। এবারই প্রথম বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক সভায় যোগদান করেননি। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে কয়েকজন আমলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। দেশের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ একনেকে অর্থমন্ত্রী প্রায়ই অংশগ্রহণ করছেন না। অর্থনীতির বর্তমান সংকট সম্পর্কেও তিনি তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন না।

কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম আন্তঃব্যাংক লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ডলারের দামের চেয়ে ৮-১০ টাকা বেশি হওয়ার প্রধান কারণ, হুন্ডি প্রক্রিয়ায় বিদেশে পুঁজি পাচারের চাহিদার ক্রমবর্ধমান ব্যাপক উল্লম্ফন। অতএব, এই ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে কমিয়ে আনতে না পারলে এই দুটো দামের পার্থক্যকে কমিয়ে আনা যাবে না। শুধু আন্তঃব্যাংক লেনদেনে ডলারের দামকে বাজারের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ করার জন্য ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সুফল পাওয়া যাবে না। হুন্ডি-ডলারের চাহিদা এত বেশি শক্তিশালী থাকলে কার্ব মার্কেটে ডলারের দাম ক্রমেই বাড়িয়ে পার্থক্যটা ৮-১০ টাকায় রেখে দেবে হুন্ডিওয়ালারা; হুন্ডি ব্যবসাকে চাঙ্গা রাখার জন্য।

সে জন্যই বলছি, হুন্ডি ডলারের চাহিদাকে দমন করতে চাইলে প্রয়োজন হবে দুর্নীতি দমনকে আবার সত্যিকারভাবে শক্তিশালী করা। কারণ এই চাহিদার প্রধান গ্রাহক হলো দুর্নীতিবাজ আমলা, প্রকৌশলী, লুটেরা রাজনীতিবিদ, অসাধু ব্যবসায়ী ও ব্যাংকঋণ গ্রহীতা। হুন্ডি প্রক্রিয়ায় যে ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাচার হওয়ার দাবি করছে সিআইডি, তার সিংহভাগ চাহিদাকারী ওপরে উল্লিখিত গোষ্ঠীগুলো।

অতএব, দুর্নীতির বিরুদ্ধেও জিরো টলারেন্স নীতিকে কথার কথা বানিয়ে রেখে পুঁজি পাচার সমস্যার সত্যিকার সমাধান পাওয়া অসম্ভব।

লেখক: একুশে পদকপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ; সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনহেলপস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যালমন স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

জামায়াতের ফের নাম বদলের খেলা

মোস্তফা কামাল

নাম ও রং পাল্টানোর ইতিহাস নতুন নয় জামায়াতে ইসলামীর। নিষিদ্ধ হয়ে আবার ফাঁকফোকরে 'সিদ্ধ' হওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে দলটির। সেই লক্ষ্যেই নিবন্ধন পেতে ইসিতে আবেদন করেছে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি (বিডিপি) নামে জামায়াতের একটি অপভ্রংশ। অবশ্য বিডিপির সঙ্গে সম্পৃক্ততা স্বীকার করছে না জামায়াত। আবার বিডিপি নেতারাও স্বীকার করছেন না জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। অথচ বিডিপির চেয়ারম্যান আনোয়ারুল ইসলাম চান এক সময় ছাত্রদল করতেন। সেক্রেটারি জেনারেল নিজামুল হক নাঈম করতেন ছাত্রশিবির। পরে দুজনেই জামায়াতের নেতৃত্বে চলে আসেন। এখনও জামায়াতেই আছেন। এসব সত্য স্বীকার না করে তাঁরা অপলাপ করছেন- মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে দেশের সংবিধান মেনে রাজনীতিতে এসেছেন। বাস্তবে ইসিতে বিডিপির ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ কমিটির আলাদা যে তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে, তা শিবিরের সাবেক নেতায় ভরপুর বলে জানা যাচ্ছে।

এর আগে জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের একটি গ্রুপ নিজেদের সংস্কারপন্থি দাবি করে ২০২০ সালের মে মাসে আমার বাংলাদেশ পার্টি বা 'এবি পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। তারাও নিবন্ধনের জন্য ইসিতে আবেদন করেছে। শুরুতে জামায়াতের ভাঙন সামনে আনলেও তাদের আসল রূপ ও উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতে বেশি সময় লাগেনি। গোপনে শুধু জামায়াতের সাংগঠনিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন নয়; সরকারের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রও করে চলেছে। বিশেষ করে যুক্তরাজ্য-যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রবাসে এবি পার্টির একটি অংশ সরকারের ভাবমূর্তি নষ্টের নানা ফাঁদ পেতে নীরবে ফসল তুলছে। আওয়ামী লীগের প্রবাসী বিভিন্ন কমিটিতে অনুপ্রবেশ করে কোন্দল বাড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবী সংগঠনে ভিড়ে যাচ্ছে।

দলের নাম বদল করে নিষিদ্ধ অবস্থা উতরানো কৌশলের চর্চা জামায়াত অতীতেও করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দলটিকে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার নিষিদ্ধ করে। দলটির নেতারা তখন গা-ঢাকা দেন। দেশও ছাড়েন কেউ কেউ। পঁচাত্তরের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির পর সাতাত্তরে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও দালাল আইন বাতিল করেন। এতে মুক্ত হয়ে যায় কারাবন্দি রাজাকাররা। পলাতকরা ফিরে আসে রাজনীতির ময়দানে। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের ছদ্মাবরণে অংশ নেয় জামায়াত। পরে গোলাম আযম বাংলাদেশে ফিরলে ১৯৭৯ সালের মে মাসে পুনরুজ্জীবিত হয় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ। ভারপ্রাপ্ত আমির করা হয় আব্বাস আলী খানকে। আশির দশকে তাদের আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ-বিএনপির সমান্তরালে ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে জামায়াত। নানা কায়দাকানুনে বৃহৎ দুই দল ও তিন দলীয় জোটকে অনুসরণ করে এগিয়ে যায় অনেক দূর। আওয়ামী লীগের পিছু নিয়ে ১৯৮৬ সালে এরশাদের অধীনে নির্বাচনে গিয়ে ১০ আসনে জিতে পুরোদমে মিশে যায় সংসদীয় রাজনীতির স্রোতে। আবার ওই সংসদ থেকে পদত্যাগ প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে পেছনে ফেলে ১৯৮৭ সালের ৩ ডিসেম্বর পদত্যাগে প্রথম হয়ে যায়।

> **দলের নাম বদল করে নিষিদ্ধ অবস্থা উতরানো কৌশলের চর্চা জামায়াত অতীতেও করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী দলটিকে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার নিষিদ্ধ করে। দলটির নেতারা তখন গা-ঢাকা দেন। দেশও ছাড়েন কেউ কেউ। পঁচাত্তরের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির পর সাতাত্তরে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ওই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও দালাল আইন বাতিল করেন। এতে মুক্ত হয়ে যায় কারাবন্দি রাজাকাররা।**

এরশাদের পতনের পর বিএনপির সঙ্গে নেপথ্য বোঝাপড়ায় ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে ১৮ আসনে জিতে অবস্থান আরও পোক্ত করে জামায়াত। সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন জুগিয়ে দুটি সংরক্ষিত আসনও নেয়। আবার বছর কয়েকের মাথায় চলে যায় বিএনপির বিরুদ্ধে। আওয়ামী লীগ-জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট না হলেও বিএনপির বিরুদ্ধে ত্রিদলীয় লিয়াজোঁ কমিটিভুক্ত হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে শরিকানা নেয়। তবে নির্বাচনের মাঠে একা একা সাফল্য পায়নি তারা। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সংসদে আসন নেমে আসে মাত্র তিনটিতে। এরপর আওয়ামী লীগবিরোধী হয়ে আবার মিত্রতা বিএনপির সঙ্গে। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগের ছোঁয়া ও মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের দল বিএনপির পরশের মধ্য দিয়ে জামায়াত নিজেদের আরও ফ্যাক্টর করে তোলে। ২০০১ সালে একেবারে ঘোমটা খুলে বিএনপির জোটসঙ্গী হয়। ১৭টি আসনে জিতে দুই মন্ত্রিত্ব নিয়ে সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতায়।

জামায়াতের রাজনীতিতে অবিশ্বাস্য ধস নামে ২০০৮ সালের নির্বাচনে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় বসার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হলে দেশ-বিদেশে তারা গলদঘর্ম চেষ্টা চালায় বিচারটি রোধ করতে। কিন্তু সে চেষ্টায় সাফল্য আসেনি। মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মুজাহিদসহ শীর্ষ নেতাদের মৃত্যুদন্ড, মাওলানা সাঈদীর যাবজ্জীবন, সাবেক আমির গোলাম আযমের ৯০ বছর কারাদন্ড জামায়াতের রাজনীতিতে ঝড় বইয়ে দেয়। এর মাঝে আবার ইসিতে দলের নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু দলটি নিষিদ্ধ হয়নি। কেন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না জামায়াতকে? এ প্রশ্নের মাঝেই এসেছে দ্বিতীয় দফায় নাম বদল ও নিবন্ধনের আবেদন।

একেক সময় একেক ভূমিকা জামায়াতে ইসলামীর উত্তরাধিকার-বৈশিষ্ট্য। পাকিস্তানপন্থি এই দল এক সময় ভারতের মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিরোধিতাও করেছে। দুবছর পর ১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি জামায়াতের রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ওই বছর অক্টোবরেই আবার নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। এই জামায়াতই আইয়ুব খানের সামরিক আইন ঘোষণার সময় পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়। ১৯৬৫ সালে সর্বদলীয় গণতান্ত্রিক জোটেও যায়। এভাবে তারা সুবিধামতো সমর্থন ও বিরোধিতায় অভ্যস্ত।

এই দফায় জামায়াতে ইসলামী কাদের গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে নাম পাল্টাতে চাইছে- এখনও অস্পষ্ট। তবে রাজনীতির বাজারে নানা কথা চাউর আছে। এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও খুব সাবধানী আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুদলই।

কথা হচ্ছে-ওবাংলাদেশ ওওডেভেলপমেন্ট শব্দ দুটিই জামায়াতের জন্য বেমানান। বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির মোড়কে জামায়াতকে দিয়ে মৌলবাদ, ধর্মের নামে বিভাজন, রগ কাটা, হত্যা, মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা, জঙ্গিবাদসহ আর কীওডেভেলপমেন্ট সম্ভব- তা বুঝতে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হওয়া জরুরি নয়। লেখক: সাংবাদিক

বিশ্ববাজারে খাদ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে

সাইফুল ইসলাম তানভীর

সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের কৃষিবিষয়ক সংস্থা এফএও প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে- বিশ্ববাজারে চাল গমের দাম কমেছে। দুঃখজনক, বাংলাদেশে বেড়েই চলছে। ৩০ অক্টোবর জাতিসঙ্ঘের ওই প্রতিবেদনের উদ্বৃতি দিয়ে দেশের নামকরা এক জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সংবাদও প্রকাশ করেছে।

এই প্রতিবেদন থেকে জানা গেল, খাদ্য মন্ত্রণালয় রাশিয়া থেকে অতিরিক্ত দামে পাঁচ লাখ টন গম আমদানির চুক্তি করেছে। যে সময় এই চুক্তি রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশ করেছে তখন রাশিয়া অন্যান্য দেশে কম দামে গম বিক্রি করছিল। ইতোমধ্যে সেই পাঁচ লাখ টনের এক লাখ টন চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে। এ ছাড়াও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে দানাদার খাদ্যশস্য চাল গম ইত্যাদি আমদানির চুক্তি করেছে বাংলাদেশ।

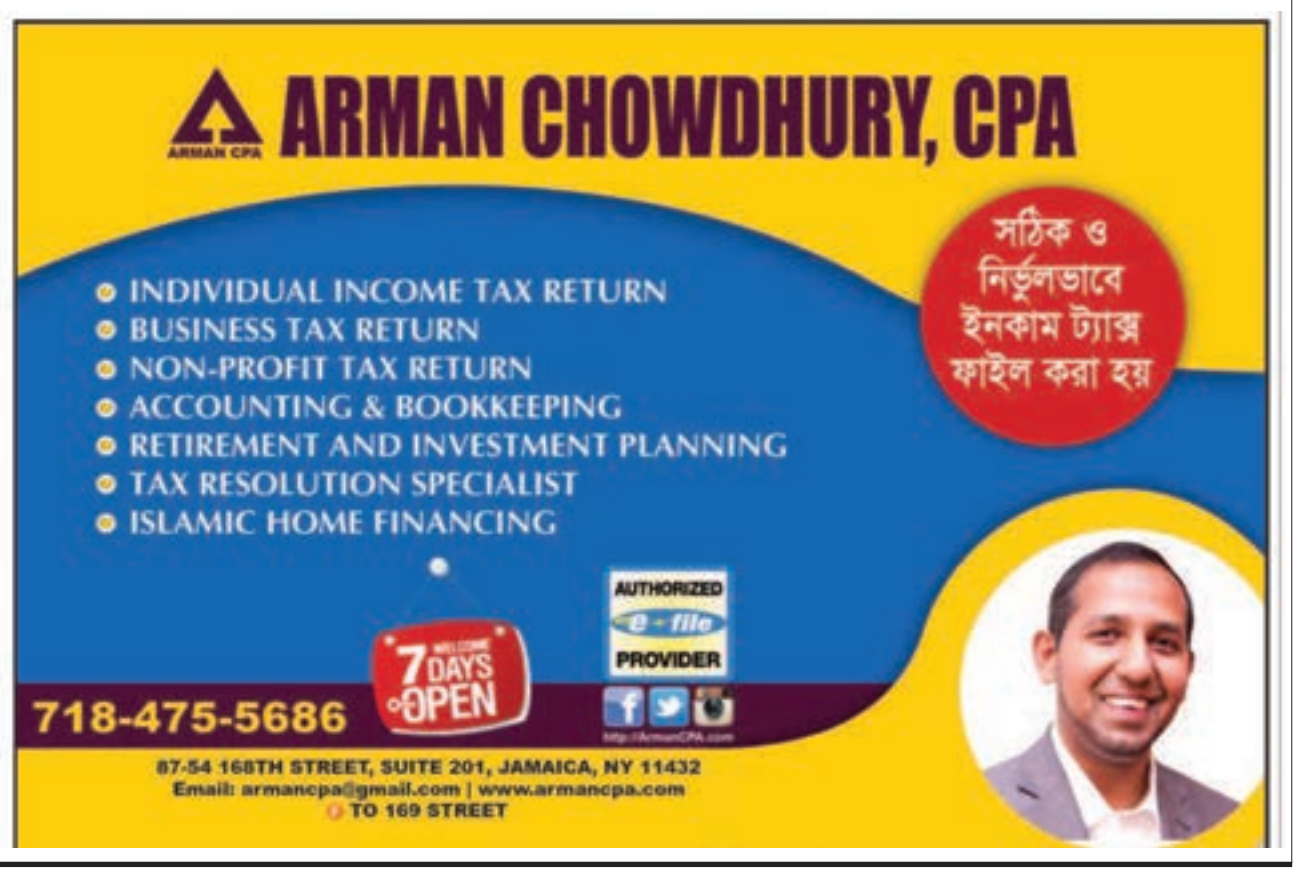
ওই প্রতিবেদন পড়ে বোঝা গেল, বাংলাদেশ সরকার খাদ্যশস্য কম দামে আমদানি করতে ও খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে কত সাঙ্ঘাতিক ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় ১৪ বছর ধরে দেশের নাগরিকরা অনেক মন্ত্রীদেরও চিনতে পারেননি। কে কোন মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন, কার বাড়ি কোথায়, কার কি দায়িত্ব। তাদের জবাবদিহিতাও নেই। ভোট ব্যবস্থা বিলীন হওয়ায় সংসদ সেটিও অকার্যকর অবস্থায়। পুরো রাষ্ট্রের পরিস্থিতি টালমাটাল। যেন একটি অকার্যকর রাষ্ট্র।

ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য আমদানি করবেন তাদের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে। কিন্তু তার প্রভাব বাজারে নেই। আজকে মধ্যবিত্তরাও টিসিবির লাইনে দাঁড়াচ্ছে। কাল মার্কস সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটি নাম দিয়েছেন। সেটিই আমরা ব্যবহার করছি। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত- এসব শ্রেণীর নাম। এখন উচ্চবিত্ত বাদে অন্য বিত্তরা হাহাকার পরিস্থিতির শিকার। টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে মোটাদাগে। নাগরিকদের আয়ও কমেছে, বাড়েনি। দেশে কয়েক কোটি বেকার। ব্যবসায়-বাণিজ্যে চরম মন্দা। অবশ্যই লুটপাটকারী তথাকথিত কিছু সংখ্যক কোম্পানির ব্যবসায় বেশ ভালো। যেমন- বিদ্যুৎ থেকে লুট করা একটি পরিবার সিঙ্গাপুরের অন্যতম শীর্ষ ধনী হয়েছে। সরকার ঘরানার এরকম কয়েকটি কোম্পানি আছে। আমরা অতীতে দেখেছি, চালের দামের থেকে আটার দাম কম থাকে। কিন্তু এখন চালের দামের থেকে আটার দাম বেশি হয়েছে। এখন সব দোষ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনের। লুটপাটকারীরা লুটপাট করে যখন সব কিছুর দাম বাড়িয়েছে তখন তারা কখনো বিএনপি-জামায়াতের দোষ দিয়েছে। কখনো রোহিঙ্গাদের ওপরও দোষ চাপিয়েছে। আটার দাম যে যে কোম্পানি বাড়াচ্ছে তারা সরকার ঘরানার। তারা ইচ্ছেমতো আটার দাম, সয়াবিন তেলের দাম বাড়িয়ে নিয়েছে। নেপথ্য লুটপাট। কমিশন ইত্যাদি।

একটি দেশের স্বাধীনতার বয়স ৫১ বছর। আজ দেশের যে পরিস্থিতি তাতে বুঝতেই অসুবিধা হচ্ছে এই দেশ স্বাধীন! চারদিকে ক্ষুধার্ত মানুষের ঢল। বহু প্রতিষ্ঠান বেতন দিতে পারছে না। সরকারের রোষানলের শিকার মিডিয়াও, অনেক প্রতিষ্ঠান কর্মীদের বেতন দিতে পারছে না। ওইসব মিডিয়া সরকারি বেসরকারি বিজ্ঞাপন পায় না। অন্যদিকে রয়েছে চাটুকার মিডিয়া, এরা আবার বেশ আরামে আছে। তারা সুপারশপ থেকে বিলাসী সব পণ্য কিনতে পারছে।

সরকার রাষ্ট্রযন্ত্রকে এমনভাবে সাজিয়েছে তাতে দেশের বেশির ভাগ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। অপর দিকে, সরকারের কাছের স্বজনরা, চাটুকাররা আমুদে বিলাসী জীবন যাপন করছে। এমন পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধার হওয়া সময়ের দাবি।





লংমার্চে ইমরান খান গুলিবিদ্ধ সন্দেহভাজন গ্রেফতার



ঢাকা ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বন্দুক হামলায় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পায়ে গুলিবিদ্ধ ইমরানের জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তিনি শঙ্কামুক্ত। বৃহস্পতিবার দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদ জেলায় পিটিআইয়ের লংমার্চে হামলার ঘটনা ঘটে।

এতে পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান ছাড়াও সিনিয়র নেতা ফয়সল জাভেদ ও আহমদ চাত্তা আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর বিবিসি, এএফপি, জিও টিভি ও ডনের।

আগাম নির্বাচনের দাবিতে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) লংমার্চের কনটেইনার লক্ষ্য করে গুলি করে এক অজ্ঞাতপরিচয় হামলাকারী। করাচি থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে ওয়াজিরাবাদের গুজরানওয়ালার আল্লাহ হো চকের কাছে এ হামলা চালানো হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি ও হুড়োহুড়ি করে। পুলিশ জানায়, হামলায় ইমরান খানের পায়ে তিনটি গুলি লেগে। তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি শঙ্কামুক্ত। পুলিশ আরও জানায়, একমাত্র হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা ইমরান খানকে দেখা গেছে। নিরাপত্তা টিমের সহযোগিতায় তাকে কনটেইনার থেকে দ্রুত গাড়িতে তুলে নেওয়া হয়। পিটিআই নেতা ওমর আইয়ুব খান জানান, গুলিবিদ্ধ ইমরান খানকে লাহোরের শওকত খানুম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। জরুরি বিভাগে তার অস্ত্রোপচার হয়েছে।

এ ব্যাপারে পরে চিকিৎসকরা বিস্তারিত জানাবেন। এদিকে বল টিভিকে পিটিআই নেতা ইমরান ইসমাইল জানান, যখন হামলা হয়, তখন আমি ইমরান খানের পাশে ছিলাম। হামলাকারী ছিল একেবারে কনটেইনারের সামনে এবং তার হাতে ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এটি ছিল সরাসরি গুলিবর্ষণ। ভয় দেখানোর জন্য নয়, গুলি ছোড়া হয়েছে হত্যা করার জন্য।

তিনি বলেন, ইমরান খানের পায়ে তিন থেকে চারটি গুলি লেগেছে। তিনি আরও বলেন, 'আততায়ী' সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বা তার কোনো সমর্থককে ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। টুইটারে পিটিআই নেতা ফারুখ হাবিব লিখেছেন, ইমরান খান আহত হয়েছেন। গোটা জাতি তার জন্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন।

ইমরান খান আশঙ্কামুক্ত জানিয়ে পিটিআই মুখপাত্র ইফতেখার দুরানি দলের নেতাকর্মীদের লংমার্চ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াজিরাবাদে পিটিআই সমর্থকদের তিনি বলেন, কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

ইমরান খানের ওপর হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভি নিন্দা জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ খান নিন্দা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহকে খোঁজ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আইজিপি ও পাঞ্জাবের মুখ্যসচিবকে দ্রুত প্রতিবেদন দিতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারিও নিন্দা জানিয়েছেন।

ইমরান খান জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন-হামলাকারী : পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানের হামলাকারী বলেছে, ইমরান খানকে তিনি হত্যার চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি (ইমরান) জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। একটি ভিডিও স্টেটমেন্টে হামলাকারী জানান, ইমরানের আচরণ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। এজন্য তাকে আমি একাই হত্যার চেষ্টা করেছি। আমার সঙ্গে আর কেউ ছিল না। ইমরান খান লাহোর ছেড়ে আসার পর থেকেই তাকে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে আসছি। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি তাকে হত্যা করার। আমি শুধু ইমরান খানকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম, অন্য কাউকে নয়। এ হামলার পরপরই পুলিশ তাকে (হামলাকারী) গ্রেফতার করে।

আল্লাহ আমাকে আরও একটা জীবন দিলেন: ইমরান খান

ঢাকা ডেস্ক, ৪ নভেম্বর : ইমরান খানের ওপর হামলার ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার করাচি থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে ওয়াজিরাবাদের গুজরানওয়ালার আল্লাহ হো চকের কাছে ইমরান খানের ওপর গুলি চালানো হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা দিগ্‌বিদিক ছোটাছুটি ও হুড়োহুড়ি করে।

পুলিশ জানায়, হামলায় ইমরান খানের পায়ে তিনটি গুলি লেগে। তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পায়ে গুলিবিদ্ধ ইমরানের জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত অবস্থায় রয়েছেন।

টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে ইমরান খানকে ট্রাক থেকে বের করে অন্য একটি গাড়িতে তোলা হচ্ছে। সেসময় দেখা যায় তার ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। কিন্তু তিনি সজ্ঞানে ছিলেন, কথাবার্তা বলছিলেন এবং



দলের কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

এদিকে, হামলার পর আহত ইমরান বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে আরও একটি জীবন দিয়েছেন।' এই বার্তা তিনি হাসপাতালে যাওয়ার আগে দিয়েছেন বলে তার দলের নেতাকর্মীরা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। এ সময় ইমরান বলেছেন, 'ইনশাল্লাহ, আমি ফের লড়াই করে ফিরব।'

বলো টিভিকে পিটিআই নেতা ইমরান ইসমাইল জানান, যখন হামলা হয়, তখন আমি ইমরান খানের পাশে ছিলাম। হামলাকারী ছিল একেবারে কনটেইনারের সামনে এবং তার হাতে ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এটি ছিল সরাসরি গুলিবর্ষণ। ভয় দেখানোর জন্য নয়, গুলি ছোড়া হয়েছে হত্যা করার জন্য। তিনি বলেন, ইমরান খানের পায়ে তিন থেকে চারটি গুলি লেগেছে।

তিনি আরও বলেন, 'আততায়ী' সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বা তার কোনো সমর্থককে ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

টুইটারে পিটিআই নেতা ফারুখ হাবিব লিখেছেন, ইমরান খান আহত হয়েছেন। গোটা জাতি তার জন্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন।

ইমরান খান আশঙ্কামুক্ত জানিয়ে পিটিআই মুখপাত্র ইফতেখার দুরানি দলের নেতাকর্মীদের লংমার্চ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াজিরাবাদে পিটিআই সমর্থকদের তিনি বলেন, কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

এদিকে ইমরান খানের ওপর হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ড. আরিফ আলভি নিন্দা জানিয়েছেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ খান নিন্দা জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহকে খোঁজ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আইজিপি ও পাঞ্জাবের মুখ্যসচিবকে দ্রুত প্রতিবেদন দিতেও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান বিলওয়াল ভুট্টো জারদারিও নিন্দা জানিয়েছেন।

ইমরান খানের ওপর গুলির কারণ জানাল হামলাকারী

(৪৬ পাতার পর)

চেষ্টা করি। হামলাকারী এই যুবক বলেন, ইমরান খান লাহোর ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন তিনি। তবে এই হামলায় তার কোনও সহযোগী আছে কিনা জানতে চাইলে মাথা নাড়িয়ে নেতিবাচক জবাব দেন হামলাকারী। বলেন, আমার সাথে আর কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলাম।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে পাঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

পিটিআইয়ের নেতা আসাদ ওমর বলেছেন, এক ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে গুলি ছুড়েছেন। কয়েকজন আহত হয়েছেন। ইমরান খানও আহত হয়েছেন। তাকে বর্তমানে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তবে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

হামলার পরে একাধিক ভিডিও পাকিস্তানের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোয় প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা ইমরান খানকে কন্টেইনার থেকে একটি গাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তার নিরাপত্তারক্ষীরা।

নির্বাচনের দাবিতে দেশজুড়ে লংমার্চ পালনের অংশ হিসেবে বুধবার ওয়াজিরাবাদে সমাবেশ করছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সেখানেই অজ্ঞাত বন্দুকধারীর হামলার মুখে পড়েন তিনি।



আগামী ২০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে কাতার ফুটবল বিশ্বকাপ।একনজরে দেখেনিন প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলোর সময়সূচি।

ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২

ফিক্সচার | প্রথম রাউন্ড

তারিখ	ম্যাচ	সময়
২০-১১-২২	কাতার-ইকুয়েডর	রাত ১০ টা
২১-১১-২২	ইংল্যান্ড-ইরান	সন্ধ্যা ৭ টা
২১-১১-২২	সেনেগাল-নেদারল্যান্ডস	রাত ১০ টা
২১-১১-২২	যুক্তরাষ্ট্র-ওয়েলস	রাত ১ টা
২২-১১-২২	আর্জেন্টিনা- সৌ.আরব	বিকাল ৪ টা
২২-১১-২২	ডেনমার্ক-তিউনেশিয়া	সন্ধ্যা ৭ টা
২২-১১-২২	মেক্সিকো-পোল্যান্ড	রাত ১০ টা
২২-১১-২২	ফ্রান্স-অস্ট্রেলিয়া	রাত ১ টা
২৩-১১-২২	মরোক্কো-ক্রোয়েশিয়া	বিকাল ৪ টা
২৩-১১-২২	জার্মানি-জাপান	সন্ধ্যা ৭ টা
২৩-১১-২২	স্পেন-কোস্টারিকা	রাত ১০ টা
২৩-১১-২২	বেলজিয়াম-কানাডা	রাত ১ টা
২৪-১১-২২	সুইজারল্যান্ড-ক্যামেরুন	বিকাল ৪ টা
২৪-১১-২২	উরুগুয়ে-দ.কোরিয়া	সন্ধ্যা ৭ টা
২৪-১১-২২	পর্তুগাল-ঘানা	রাত ১০ টা
২৪-১১-২২	ব্রাজিল-সার্বিয়া	রাত ১ টা
২৫-১১-২২	ওয়েলস-ইরান	বিকল ৪ টা
২৫-১১-২২	কাতার-সেনেগাল	সন্ধ্যা ৭ টা
২৫-১১-২২	নেদারল্যান্ডস-ইকুয়েডর	রাত ১০ টা
২৫-১১-২২	ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র	রাত ১ টা
২৬-১১-২২	তিউনেশিয়া-অস্ট্রেলিয়া	বিকাল ৪ টা
২৬-১১-২২	পোল্যান্ড-সৌদি আরব	সন্ধ্যা ৭ টা
২৬-১১-২২	ফ্রান্স-ডেনমার্ক	রাত ১০ টা
২৬-১১-২২	আর্জেন্টিনা-মেক্সিকো	রাত ১ টা
২৭-১১-২২	কোস্টারিকা-জাপান	বিকাল ৪ টা
২৭-১১-২২	বেলজিয়াম-মরোক্কো	সন্ধ্যা ৭ টা
২৭-১১-২২	ক্রোয়েশিয়া-কানাডা	রাত ১০ টা
২৭-১১-২২	স্পেন-জার্মানি	রাত ১ টা
২৮-১১-২২	ক্যামেরুন-সার্বিয়া	বিকাল ৪ টা
২৮-১১-২২	দ.কোরিয়া-ঘানা	সন্ধ্যা ৭ টা
২৮-১১-২২	ব্রাজিল-সুইজারল্যান্ড	রাত ১০ টা
২৮-১১-২২	পর্তুগাল-উরুগুয়ে	রাত ১ টা
২৯-১১-২২	ইকুয়েডর-সেনেগাল	রাত ৯ টা
২৯-১১-২২	কাতার-নেদারল্যান্ডস	রাত ৯ টা
২৯-১১-২২	ইরান-যুক্তরাষ্ট্র	রাত ১ টা
২৯-১১-২২	ওয়েলস-ইংল্যান্ড	রাত ১ টা
৩০-১১-২২	তিউনেশিয়া-ফ্রান্স	রাত ৯ টা
৩০-১১-২২	অস্ট্রেলিয়া-ডেনমার্ক	রাত ৯ টা
৩০-১১-২২	পোল্যান্ড-আর্জেন্টিনা	রাত ১ টা
৩০-১১-২২	সৌদি আরব-মেক্সিকো	রাত ১ টা
০১-১২-২২	ক্রোয়েশিয়া-বেলজিয়াম	রাত ৯ টা
০১-১২-২২	কানাডা-মরোক্কো	রাত ৯ টা
০১-১২-২২	জাপান-স্পেন	রাত ১ টা
০১-১২-২২	কোস্টারিকা-জার্মানি	রাত ১ টা
০২-১২-২২	দ.কোরিয়া-পর্তুগাল	রাত ৯ টা
০২-১১-২২	ঘানা-উরুগুয়ে	রাত ৯ টা
০২-১২-২২	সার্বিয়া-সুইজারল্যান্ড	রাত ১ টা
০২-১২-২২	ব্রাজিল-ক্যামেরুন	রাত ১ টা

A	B	C	D	E	F	G	H
কাতার	ইংল্যান্ড	পোল্যান্ড	ফ্রান্স	স্পেন	কানাডা	সার্বিয়া	পর্তুগাল
ইকুয়েডর	ইরান	মেক্সিকো	অস্ট্রেলিয়া	কোস্টারিকা	বেলজিয়াম	সুইজারল্যান্ড	ঘানা
সেনেগাল	যুক্তরাষ্ট্র	আর্জেন্টিনা	ডেনমার্ক	জার্মানি	মরক্কো	ক্যামেরুন	উরুগুয়ে
নেদারল্যান্ডস	ওয়েলস	সৌদি আরব	তিউনেশিয়া	জাপান	ক্রোয়েশিয়া	ব্রাজিল	দক্ষিণ কোরিয়া

sportszone24

*বাংলাদেশ সময়ানুযায়ী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাতে
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

হামলার জন্য তিনজনকে দায়ী করলেন ইমরান খান

ঢাকা ডেস্ক, ৪ নভেম্বর : নিজের ওপর চালানো বন্দুক হামলার জন্য সন্দেহভাজন হিসেবে তিন জনকে দায়ী করেছেন পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফের প্রধান ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

সন্দেহভাজন ওই তিনজন হলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রানা সানাউল্লাহ এবং সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল ফয়সাল।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তান তেহরিক-ই ইনসাফের মহাসচিব আসাদ ওমর ইমরান খানের বরাতে এক ভিডিওবার্তায় এ দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, ইমরান খান একটু আগে আমাকে ও মিয়া আসলাম ইকবালকে ডেকে নিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন– জাতির উদ্দেশে তিনি যে বার্তা দিতে চান, আমরা যেন তা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিই।'

আসাদ ওমর বলেন, 'আমাদের চেয়ারম্যান বলেছেন, হামলা যে হতে পারে এমন তথ্য তিনি আগেই পেয়েছিলেন এবং তার বিশ্বাস, ৩ জন ব্যক্তি এই হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই তিন ব্যক্তি হলেন শেহবাজ শরিফ, রানা সানাউল্লাহ ও মেজর জেনারেল ফয়সাল।'

'তিনি আরও বলেছেন, পিটিআই অবিলম্বে এই ৩ জনের পদত্যাগ চায়। যদি তা না হয়, সেক্ষেত্রে দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'

এদিকে ইমরান খানের ওপর হামলার ঘটনার পর থেকেই দেশজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতাকর্মীরা।

বৃহস্পতিবার করাচি থেকে ইসলামাবাদ যাওয়ার পথে ওয়াজিরাবাদের গুজরানওয়ালার আল্লাহ হো চকের কাছে ইমরান খানের ওপর গুলি চালানো হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি ও হুড়োহুড়ি করে।



পুলিশ জানায়, হামলায় ইমরান খানের পায়ে তিনটি গুলি লেগে। তাকে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পায়ে গুলিবিদ্ধ ইমরানের জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি শঙ্কামুক্ত অবস্থায় রয়েছেন।

টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে ইমরান খানকে ট্রাক থেকে বের করে অন্য একটি গাড়িতে তোলা হচ্ছে। সেসময় দেখা যায় তার ডান পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। কিন্তু তিনি সজ্ঞানে ছিলেন, কথাবার্তা বলছিলেন এবং দলের কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

হামলার পর আহত ইমরান বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে আরও একটি জীবন দিয়েছেন।' এই বার্তা তিনি হাসপাতালে যাওয়ার আগে দিয়েছেন বলে তার দলের নেতাকর্মীরা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন। এ সময় ইমরান বলেছেন, 'ইনশাল্লাহ, আমি ফের লড়াই করে ফিরব।'

বলো টিভিকে পিটিআই নেতা ইমরান ইসমাইল জানান, যখন হামলা হয়, তখন আমি ইমরান খানের পাশে ছিলাম। হামলাকারী ছিল একেবারে কনটেইনারের সামনে এবং তার হাতে ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এটি ছিল সরাসরি গুলিবর্ষণ। ভয় দেখানোর জন্য নয়, গুলি ছোড়া হয়েছে হত্যা করার জন্য। তিনি বলেন, ইমরান খানের পায়ে তিন থেকে চারটি গুলি লেগেছে।

তিনি আরও বলেন, 'আততায়ী' সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বা তার কোনো সমর্থককে ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

টুইটারে পিটিআই নেতা ফারুখ হাবিব লিখেছেন, ইমরান খান আহত হয়েছেন। গোটা জাতি তার জন্য প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন।

ইমরান খান আশঙ্কামুক্ত জানিয়ে পিটিআই মুখপাত্র ইফতেখার দুরানি দলের নেতাকর্মীদের লংমার্চ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ওয়াজিরাবাদে পিটিআই সমর্থকদের তিনি বলেন, কেউ আমাদের দমিয়ে রাখতে পারবে না।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

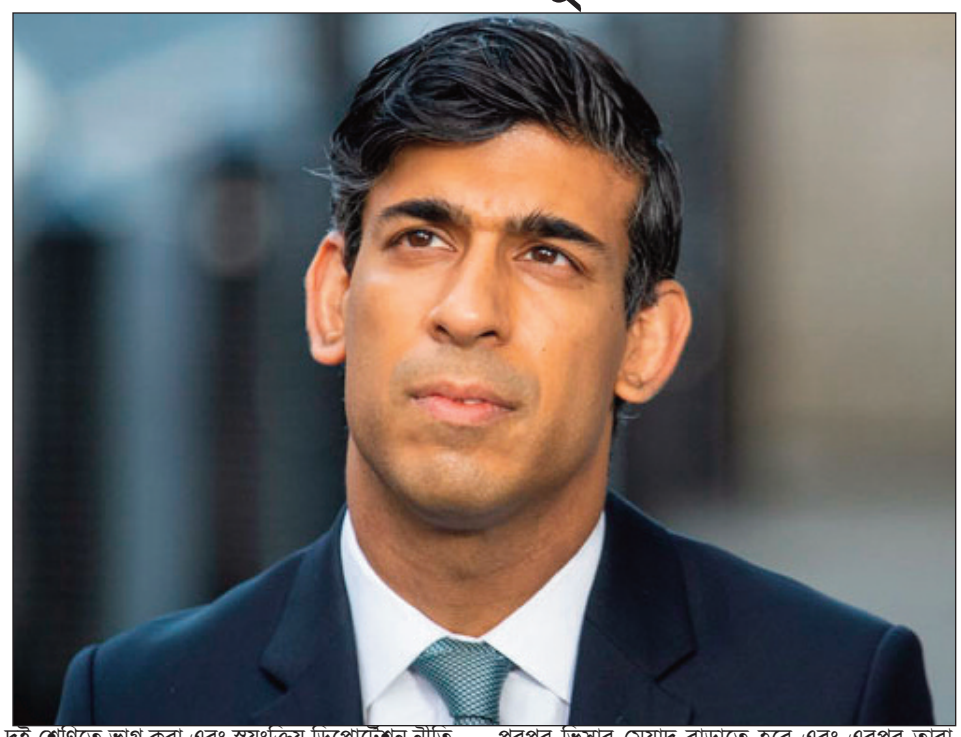
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী কি শরণার্থী সমস্যা দূর করবেন?



ঢাকা ডেস্ক: ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পরিবার তিন প্রজন্ম ধরেই ভারতের বাইরে বসবাস করেন। তার দাদা-দাদি দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক আগেই বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে পূর্ব আফ্রিকায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক বছর বাদে তারা যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন শহরে এসে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৮০ সালে জন্ম হয় ঋষি সুনাকের। তিনি সাউদাম্পটনেই বড় হয়েছেন। ব্রিটেনের রাজনীতিতে খুব দ্রুতই উত্থান হয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি সুনাকের। ২০১৫ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সে প্রথম পার্লামেন্ট সদস্য হন সুনাক। আর এর মাত্র সাত বছরের মধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন।

গত ২৪ অক্টোবর ঋষি সুনাক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর ২৫ অক্টোবর বাকিংহাম প্রাসাদে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস। এই প্রথম কোনো অশ্বেতাঙ্গ এবং অভিবাসী পরিবারের সন্তান ব্রিটেনের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হলেন।

ঋষি সুনাক এমন একসময় প্রধানমন্ত্রী হলেন, যখন ব্রিটেন কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যায় আক্রান্ত। স্থবির প্রবৃদ্ধি, ১০ শতাংশের বেশি মুদ্রাস্ফীতি, ইউক্রেন যুদ্ধ, কোভিড মহামারি ও ব্রেক্সিটের কারণে ব্রিটেনের অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সরকারের অস্থিতিশীলতা। এসবের সঙ্গে রয়েছে শরণার্থী সমস্যা।

২০২১ সালে যুক্তরাজ্যে আশ্রয়প্রার্থীদের ৪৮,৫৪০টি আবেদন জমা পড়ে, যা আগের বছরের তুলনায় ৬৩ শতাংশ বেশি। দীর্ঘদিন ধরেই দেশটিতে শরণার্থীদের নানা দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেরেসা মে'র সময় থেকে শরণার্থীদের দুর্ভোগ বাড়তে থাকে। থেরেসা মে প্রধানমন্ত্রী হলে সমস্যা আরও প্রকট হয়। এরপর কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছেন।

কিন্তু শরণার্থীদের দুর্ভোগ কমেনি। ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় শরণার্থীদের অনেক অধিকার রহিত হয়েছে। ব্রিটেন সরকার নতুন আইন করেছে শরণার্থীদের বিষয়ে। এর ফলে শরণার্থীদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে।

গত ২৮ জুন থেকে দেশটিতে ন্যাশনালিটি অ্যান্ড বর্ডারস অ্যাক্ট-২০২২ কার্যকর হয়। আইনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন দুটো হলো-শরণার্থীদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা এবং স্বয়ংক্রিয় ডিপোর্টেশন নীতি, যা দেশটিতে বসবাসকারী এশীয় ও বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর প্রভাব ফেলবে।

প্রথমত, আইনটির ১২ ধারার অধীনে সরকার আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি নতুন নীতি তৈরি করেছে, যেখানে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা হোম অফিস আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থায়ী শরণার্থী (আড়াই বছরের জন্য) এবং শরণার্থী (বিদ্যমান ব্যবস্থায় যারা পাঁচ বছর পর সেটেলমেন্টে যাওয়ার সুযোগ পান) এ দুটি ভাগে শ্রেণীকরণ করবে। অস্থায়ী শরণার্থীদের ১০ বছর পর্যন্ত প্রতি আড়াই বছর পরপর ভিসার মেয়াদ বাড়াতে হবে এবং এরপর তারা সেটেলমেন্টের সুযোগ পাবেন (অনির্দিষ্টকালের জন্য)। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অস্থায়ী শরণার্থীরা কমপেশনেট গ্রাউন্ডসে কারণ দর্শানো ছাড়া তাদের পরিবারের সদস্যদের স্পন্সর করতে পারবেন না। এর অর্থ হলো, তারা স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানদের আনতে পারবেন না। তবে প্রচলিত ব্যবস্থায় শরণার্থীরা সহজেই তা করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি অব স্টেটকে বেআইনিভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশকারী বা ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলেও অবস্থানকারী যে কোনো অভিবাসীকে ডিপোর্টেশন বা দেশে ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আইনের ধারা ৪০-এর (এফ) অংশের (এ) ও (বি) অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষকে তাদের দোষী সাব্যস্ত করার পাশাপাশি ৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। (চলতি বছরের ২৮ জুনের আগেও তা ৬ মাস পর্যন্ত ছিল)। এছাড়া যদি কেউ ১২ মাসের বেশি সময়ের জন্য কারাদণ্ডাদেশ পান, তাহলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারি অব স্টেটকে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ইউকে বর্ডারস অ্যাক্ট-২০০৭-এর ধারা ৩২(৫)-এর অধীনে ডিপোর্টেশনের আদেশ দিতে হবে।

যুক্তরাজ্যের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল সম্প্রতি রুয়ান্ডার সঙ্গে 'মাইগ্রেশন পার্টনারশিপ' চুক্তি করেন। এর লক্ষ্য হলো 'যারা বিপজ্জনক, অবৈধভাবে বা প্রয়োজন ছাড়াই যুক্তরাজ্যে আসছেন তাদের জীবন উন্নত করার লক্ষ্যে স্থানান্তরিতকরণ'। ১২০ মিলিয়ন পাউন্ড চুক্তির অধীনে রুয়ান্ডা আশ্রয় আবেদনগুলো বিবেচনা করবে এবং আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে সেগুলো 'মীমাংসা বা বাতিল' করা হবে। হোম অফিসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিবছর প্রায় ৩০০ জনকে রুয়ান্ডায় পাঠানো হবে ধারণা করা হচ্ছে।

চলতি বছরের জুনে কয়েকজন শরণার্থীকে রুয়ান্ডায় ফেরত পাঠানোর কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালত হস্তক্ষেপ করলে তা বাতিল হয়। নতুন আইন ও রুয়ান্ডার সঙ্গে চুক্তি কার্যকর হলে শরণার্থীদের দুর্ভোগ বাড়বে বহুগুণে। নিজ দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে আশ্রয় চেয়েও হতাশ হতে হবে শরণার্থীদের। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক শরণার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবে কি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেবেন?

ব্যারিস্টার সোলায়মান তুষার : অনারেবল সোসাইটি অব লিঙ্কন ইনস ও ঢাকা আইনজীবী সমিতির সদস্য

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992


DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে নিন

(শেষের পাতার পর)

পিছিয়ে দেয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের অফিস আদালত এক ঘন্টা আগে শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকায় ৫ নভেম্বর, শনিবার দিবাগত রাত ২টায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়েছে। অবশ্য আইফোন বা স্মার্ট ফোন ও কম্পিউটারে সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলে যাবে।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

ম্যানহাটানে গাড়ির ধাক্কায় বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

মহিউদ্দিন। তিনি কুমিল্লা সোসাইটি নর্থ আমেরিকা এবং ইয়েলো সোসাইটির সাবেক সভাপতি। গত ৩০ অক্টোবর রোববার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে তিনি দূর্ঘটনার শিকার হন। বেপরোয়া গতি গাড়ি চালিয়ে ম্যানহাটানের ব্যস্ততম সড়কের ট্রাফিক লাইট অমান্য করে তার ইয়েলো ট্যাক্সিকে আঘাত করায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে তার পাঁজরের ৮টি হাড় এবং বামের ঘাড়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে বলে জানা যায়। তিনি ম্যানহাটানের বেলভ্যু হাসপাতালে চিকিৎসাধন রয়েছেন। কুমিল্লার বু-ড়িচং উপজেলার রামপুরা গ্রামের সন্তান গোলাম মহিউ-দ্দিন স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কুইন্সের ওজোন পার্কে বাস করেন।

জানা গেছে, দূর্ঘটনার সময় হামজা সালমান (২৭) নামক ড্রাইভারের বেপরোয়া গতির গাড়িটিও মহিউদ্দিনের ট্যাক্সির মতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, গোলাম মহিউদ্দিনের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে প্রায় এক ব্লকের মত সামনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ফিফথ এভিনিউ এবং ৪৪ স্ট্রিট অতিক্রম করার সময় গোলাম মহিউদ্দিনের ট্যাক্সির পেছনে হামজার গাড়ি (নীল রংয়ের বিএম-ডব্লিউ-এম৫) ধাক্কা দিয়ে ৪৩ স্ট্রিট পর্যন্ত ছেচড়ে নেয়। এরপর ট্যাক্সিটির বাম পাশ (ড্রোইভার সীটের দিক) দুমড়ে-মুচড়ে গেলে আর সম্মুখে নেয়া সম্ভব হয়নি। সংবাদ পেয়েই অ্যাম্বুলেন্সসহ পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং মুমূর্ষাবস্থায় গোলাম মহিউদ্দিনকে নিকটস্থ বেলভ্যু হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার পরপরই হামজা দ্রুত কেটে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। গত ১ নভেম্বর মঙ্গলবার তাকে ম্যানহাটান ক্রিমিনাল কোর্টে হাজির করা হলে সে দোষ স্বীকার করে বলেন যে, আমি রেড লাইটে থাকাবস্থায় ঐ ট্যাক্সিকে ধাক্কা দেই। তবে আমি ট্রাফিক লাইট অতিক্রমের সময় তা রেড ছিল না। ঠিক মধ্যখানে থাকাবস্থায় হলুদ ছিল। এবং ট্যাক্সিটি ছিল মাঝের লেনে।

এদিকে মঙ্গলবার আদালত হামজাকে জামিনে মুক্তি দেয়ায় গোলাম মহিউদ্দিনের স্ত্রী মাসুমা আকতার ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এটা কী করে সম্ভব, বেপরোয়া চালককে তারা মুক্তি দিয়েছেন। আমার স্বামী হাস-পাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। সে আমার স্বামীর ট্যাক্সি ভেঙ্গেছে, স্বামীকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। আদৌ পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরতে পারবেন কিনা-তার নিশ্চয়তা নেই। অথচ লোকটিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে মাত্র একদিন হাজতে রাখার পর।'মাসুমা আকতার উল্লেখ করেন, আমাদের ৭জন সন্তান রয়েছে। সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স মাত্র ৭ মাস। জ্যেষ্ঠ সন্তান ২১ বছরের। স্বামীর উপার্জনেই সংসার চলে। ট্যাক্সি মেডেলিয়ন নিজের হওয়ায় মোটামুটি ভালই চলছিল সবকিছু। এখন কীভাবে সামলাবো পরিবারের বোঝা? মাসুমা বলেন, টানা ২৭ বছর যাবত ট্যাক্সি চালিয়ে পরিবার চালাচ্ছেন। কখনো এমন পরিস্থিতির শিকার হইনি।

এদিকে কুমিল্লা সোসাইটি নর্থ আমেরিকা'র সভাপতি কাজী আসাদউল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান মিঠু জানান, গোলাম মহিউদ্দিন ছিলেন আমাদের আগের টার্মের সভাপতি। খুব শান্ত-স্বভাবের মানুষ। রাতের শিফটে ট্যাক্সি চালান। শিফট শেষ করে ভোরে বাসায় ফেরার সময় এমন পরিস্থিতির শিকার হন তিনি। তারা গোলাম মহিউদ্দিনের দ্রুত আরোগ্যে সকলের দোয়া কানা করেছেন।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

বিশ্বে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে যাচ্ছে ভারত

হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

বৈশ্বিক রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জোটগুলোতে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ভারত। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবার সভাপতিত্ব করার পর সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) নেতৃত্বেও এসেছে নয়াদিল্লি। আগামী ডিসেম্বর থেকে অর্থনৈতিক জোট জি২০-এর সভাপতিত্বও করবে দেশটি। করোনা মহামারি ও পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক মন্দা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের হুমকি সৃষ্টি হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং জলবায়ুসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের গতি কমে গেছে। তদুপরি বিশ্বে আগের চেয়ে বেশি মেরুকরণ হয়েছে। এমন পরিপ্রেক্ষিতে ভারত এখন বিশ্ব নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে ভারতের বৈশ্বিক অবস্থান দেশটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো বেশি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।

বৃহৎ অর্থনৈতিক দেশগুলোর জোট জি৭-এর বৈঠকে নিয়মিতভাবে আমন্ত্রণ পেয়ে থাকে ভারত। এ ছাড়া চীন, রাশিয়া,ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দেশটি ব্রিকসের সদস্য। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি কোয়াডেরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ভারত।

বিশ্বের এই কঠিন সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভূ-রাজনৈতিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক খাতে অনিশ্চয়তা মোকাবেলায় আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপ চাইবে। এমন সময় ভারতের জি২০-এর সভাপতিত্ব বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। কভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর ঋণে ছাড় দেওয়া এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ন্যায়সংগত করব্যবস্থার মতো এই জোটের কিছু সিদ্ধান্ত সর্বস্তরে গৃহীত হয়েছে।

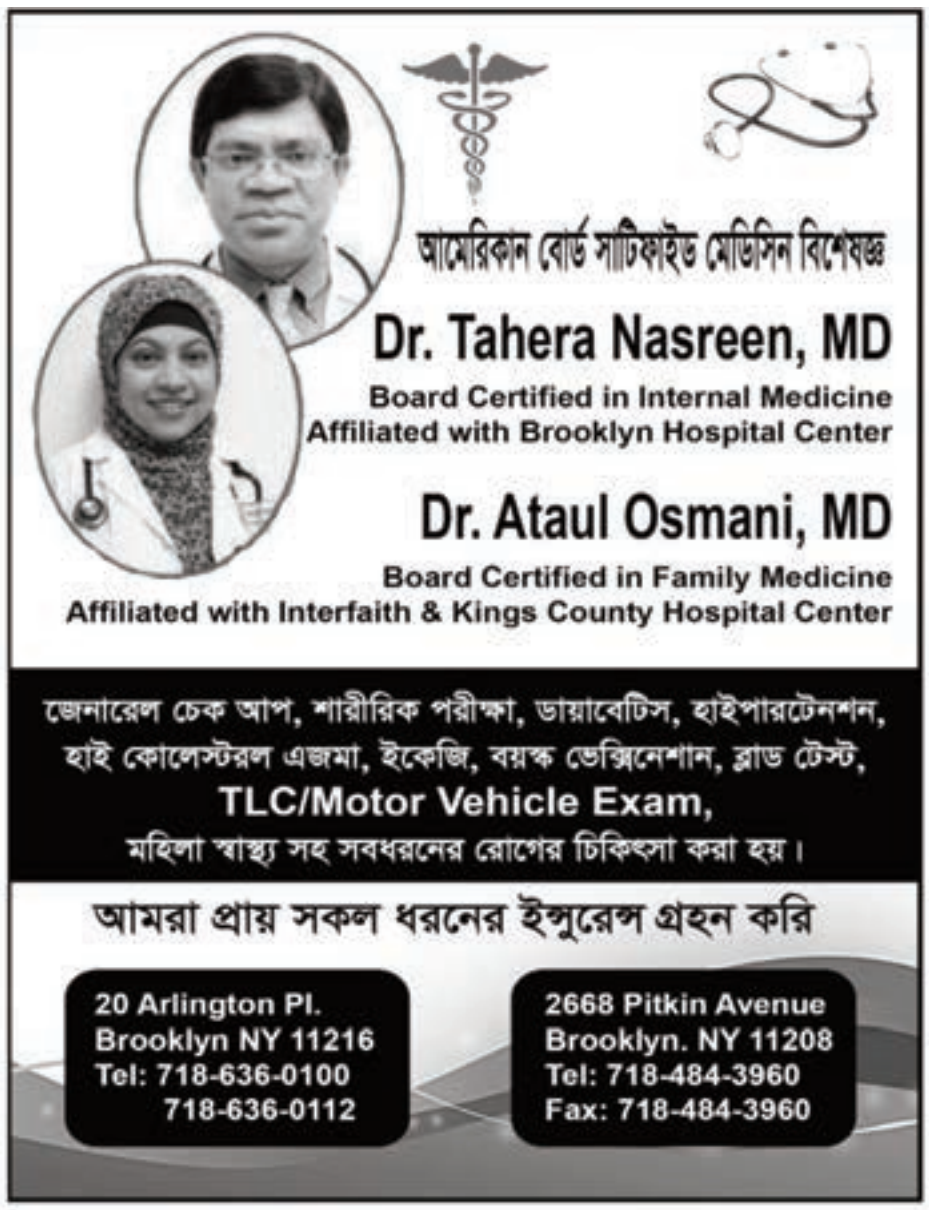
ভারত বিশ্বের দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য দেশের উপকারের জন্য তারা নিজেদের সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যবহারে দ্বিধা করেনি। এ মূল্যবোধ থেকেই ২০২০ সালের মার্চে জি২০-এর শীর্ষ সম্মেলনে করোনার প্রেক্ষাপটে 'জনকেন্দ্রিক বিশ্বায়নের' আহবান জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের প্রচেষ্টা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অবদান রাখার জন্য তার অন্তঃস্থ শক্তিকে কাজে লাগানো। করোনা টিকার মৈত্রী থেকে অপারেশন সঞ্জীবনী পর্যন্ত ভারত মহামারি চলাকালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি ও দুর্যোগ সহনশীলতার ক্ষমতা বিকাশে ভারতের প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ থেকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক পর্যন্ত ভারতের সহায়তা পৌঁছেছে।

(হিন্দুস্তান টাইমস থেকে)

লেখক: ভারতের প্রধান জি-২০ সমন্বয়কারী ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব।







বাসা ভাড়া

BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

বাসা ভাড়া

সানিসাইড ৪৬ স্ট্রীট এবং ৪৮ এভিনিউ এ অধূমপায়ী মুসলিম পরিবারের জন্য ২য় তলায় এ সম্পূর্ণ নতুন ভাবে তৈ তৈরি করা দুই বেডরুম বাসা ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগঃ
৯১৭--৫৬২-১৩৬৮

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

বেইজমেন্ট ভাড়া

বায়তুর মামুর মসজিদ এবং ইউক্লিভ সাবওয়ের কাছে ২ বেড রুম, কিচেন ডাইনিং বাথসহ একটি সেমি বেইজমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার ঠিকানা: ৬৭৩ ইউক্লিড এভিনিউ। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৫-৯৮১০
অক্টো-২৪/৩১

আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় একটি ফার্মেসীতে ফুল টাইম ক্যাশিয়ার/ফার্মেসীতে টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫১-২৬৮৮
অক্টো-৩১

আবশ্যক

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৪ স্ট্রিট এ অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ দক্ষতাসম্পন্ন দায়ত্বিবান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট থাকা জরুরী নয়) আবশ্যক।
যোগাযোগ (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে।

শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ
৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

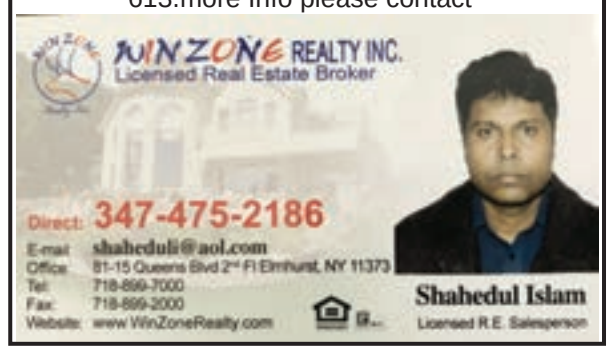
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিটে তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া দেয়া হবে শেয়ারে। মহিলা অথবা ফ্যামিলিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
সে-১২/১৯

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

ঝুঁকিতে বয়স্ক ও বিতর্কিতরা, অগ্রাধিকার তরুণদের

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনে করেছেন নৌকার বিরোধিতা। তাই এবার দলীয় মনোনয়নে তরুণদেরই প্রাধান্য দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। দেশব্যাপী পরিচালিত আওয়ামী লীগের একটি জরিপে তরুণ নেতাদের সম্পর্কে উঠে এসেছে ইতিবাচক তথ্য। যুগান্তরকে এসব তথ্য জানিয়েছে জরিপ সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র।

বয়স্ক এমপিরা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। দলের শীর্ষ মহল এসব নেতাকে মূল্যায়ন করলেও আওয়ামী লীগের জরিপের তথ্যে দেখা গেছে ভিন্নচিত্র। সারা দেশে বয়স্ক নেতাদের চেয়ে কয়েকশ তরুণ এগিয়ে আছেন। যারা ছাত্রলীগ করে বর্তমানে বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে মাঠে-ময়দানে কাজ করে যাচ্ছেন। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি রয়েছে তাদের। দল ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তারা অনিয়ম-দুর্নীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখেছেন। বিষয়গুলো আওয়ামী লীগের শীর্ষ মহলকে নতুন করে ভাবাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য আবদুর রহমান বলেন, সব সময় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়ন দিয়েছে। দুর্নীতিবাজ ও বিতর্কিতদের স্থান এ দলে নেই। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এর ব্যতিক্রম হবে না। যারা মানুষের জন্য, দেশের জন্য ও দলের জন্য কাজ করছেন তারা পুরস্কার পাবেন।

দলীয় সূত্র জানিয়েছে, এবার প্রয়াত ও বয়স্ক এমপিদের পরিবারের সদস্যদের দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। গত সাড়ে তিন বছরের বেশি সময়ে ২০টির মতো উপনির্বাচন হয়েছে। এসব উপনির্বাচনে পুরোনো এমপিদের পরিবার থেকে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন মাত্র দুজন। বাকি ১৮ জনই নতুন।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামী লীগের একাধিক শীর্ষ নেতা জানান। তারা বলেন, প্রবীণ বলে বিশেষ ছাড় না দিয়ে বরং স্বচ্ছ ভাবমূর্তিসম্পন্ন দলের তরুণ নেতা যাদের বয়স ৪৫ থেকে ৫৫ বছর, এবার তাদের খুঁজে বের করা হবে।

দলের হাইকমান্ড অধিকাংশ পুরোনো দলীয় এমপির ব্যাপারে হতাশ। সারা দেশে তরুণদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি, অন্যদিকে অনেক বয়স্ক নেতা স্বজনপ্রীতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছেন। এতে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলটির সভাপতিমন্ডলীর এক সদস্য পুরোনোদের নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি এবার মনোনয়নবঞ্চিত হতে পারেন। এবারের জেলা পরিষদ নির্বাচনেও গতবারের প্রার্থীদের অন্তত ৩২ জন বাদ পড়েন। বাকি যাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়, তাদের পারফরম্যান্স, দলের প্রতি আনুগত্য এবং বয়স বিবেচনায় আনা হয়েছে।

আওয়ামী লীগের এক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, দলের শীর্ষ পর্যায়ের একজনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ৩শটি নির্বাচনি এলাকায় জরিপ কার্যক্রম চলছে। এর কাজ প্রায় শেষ। জরিপ কার্যক্রমে একাধিক টিম দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় থেকে কাজ করেছে। এই টিমের সদস্যরা প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা সাধারণ মানুষ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানছেন দলীয় নেতাদের অতীত ও বর্তমান।

এতে উঠে আসছে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত দলীয় এমপি, তাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবারের সদস্য এবং অনুসারী নেতাকর্মীরা গত সাড়ে ১৩ বছরে কী কী করেছেন, তাও উঠে আসছে জরিপ টিমের সদস্যদের অনুসন্ধানে।

রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নিশ্চয় তৃণমূলে করা জরিপের প্রতিবেদন দেখেই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করবেন। যারা দলকে বিক্রি করে আখের গুছিয়ে যাচ্ছেন তাদের সংখ্যা কম নয়।

গণভবনে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'যে কোনো নির্বাচনে নমিনেশনে পরিবর্তন আনা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। ক্ষেত্রবিশেষ আমরা অবশ্যই যাচাই করে দেখব কার জেতার সম্ভাবনা আছে, কার নেই। কে ভোট পাবেন, কে পাবেন না।' ইতোমধ্যে বরিশালের এমপি পঙ্কজ দেবনাথকে আওয়ামী লীগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিষয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আগামী নির্বাচনে তিনি দলীয় প্রার্থীদের পাশ করাবেন এ ধারণা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের নিজের যোগ্যতায় জিতে আসতে হবে। দলের সংসদ সদস্যদের কার কী অবস্থান তা জানতে জরিপ চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে দলটির সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় নির্বাচনে নৌকার বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যারা নৌকার বিরোধিতা করেছেন, তারা যেই হোক কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

এদিকে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ, খাস জমি দখল, ঘুস গ্রহণ, কমিশন, চাঁদাবাজিসহ নানা দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বর্তমান সংসদের বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান চালাচ্ছে দুদক।

এছাড়া জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কমপক্ষে ১০ জন সাবেক সংসদ সদস্যকে নিয়ে চলছে অনুসন্ধান। বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে আওয়ামী লীগের ওমর ফারুক চৌধুরী, মাহফুজুর রহমান মিতা, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, সামশুল হক চৌধুরী, নজরুল ইসলাম বাবু, পঙ্কজ দেবনাথ, বিএম মোজাম্মেল হক, শফিকুল ইসলাম শিমুল প্রমুখ রয়েছেন। রাজধানী ঢাকার এমপি হাজী মোহাম্মদ সেলিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়ের করা মামলা চলমান রয়েছে।

রাজশাহীর এমপি ওমর ফারুক চৌধুরী ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিপুল পরিমাণ সম্পদের তথ্য পাওয়ার কথা ইতোমধ্যে জানিয়েছেন দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা। ১০ থেকে ২০ শতাংশ ঘুস নিয়ে ঠিকাদার নিয়োগ, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগে চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) আসনের সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমান মিতাকে নিয়ে শুরু হয় দুদকের অনুসন্ধান। তার সম্পদ খতিয়ে দেখতে সব নথিপত্র তলব করে সংস্থাটি।

নির্বাচনী এলাকায় চরমভাবে সমালোচিত আওয়ামী লীগের এই সংসদ সদস্যের দুর্নীতির অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর সব তথ্য পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। এবারের সংসদ নির্বাচনে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের সামনে জটিল অঙ্ক

(প্রথম পাতার পর)

মধ্যমণি টেকনিক্যাল কনসালট্যান্ট শ্রীধরন শ্রীরাম। বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির প্রধান জালাল ইউনুসের ভাষায় যা 'গোল মিটিং'! সেখানে তিনি নিজেও ছিলেন, ক্রিকেটারদের বলা শ্রীরামের সব কথাও শুনেছেন।

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার আগেই সব শেষ বলে মনে না করার বার্তাই সেখান থেকে দলের মাঝে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছেন জালাল, 'আজ সকালের গোল মিটিংয়ে শ্রীরাম অনেক কথাই বলেছেন ছেলেদের। এর মধ্যে মূল কথা ছিল, 'তোমরা কে, কখন, কোন ফ্লাইটে দেশে ফিরছ এসব মাথা থেকে একদমই বের করে দাও। ওসব না ভেবে যে একটি ম্যাচ আছে, সেটায় পুরোপুরি মনোযোগ দাও। জেতার জন্য নামো।' বুঝতেই পারছেন, আমরা এখনো আশা ছাড়িনি।'

ভারতের কাছে হারার পর সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন ফিকে হয়ে গেলেও গাণিতিক নানা সম্ভাবনার ক্ষীণ আশার বাতি টিমটিম করে হলেও জ্বলছে। বাংলাদেশ শিবিরের কাছে সেটি সুড়ঙ্গের শেষ আলোও। সেই আলোর উজ্জ্বলতায় নিজেদের রাঙাতে পেরিয়ে যেতে হবে বিশাল এক ছায়াপথও। শক্তি-সামর্থ্যে এগিয়ে থাকা পাকিস্তানও যখন শেষ চারে যাওয়ার জন্য মরণকামড় দিতে তৈরি, তখন অলীক কল্পনাকেও হার মানানোর লক্ষ্য বাংলাদেশের। সেমিফাইনাল খেলার অঙ্কে নিজেদের চেষ্টাই শেষ কথা নয়, আছে পরনির্ভরশীলতাও। দুয়েমিলে বিষয়টি এত জটিল হয়ে আছে যে আয়োজক আইসিসিও বোধ হয় বাংলাদেশের সম্ভাবনার শেষ দেখে ফেলেছে। এমনিতে এ রকম বিশ্ব আসর থেকে কোনো দল বিদায় নেওয়া মাত্রই তাদের দেশে ফেরার বিমান টিকিট ধরিয়ে দেয় সংস্থাটি। সাকিব আল হাসানদের এখনো ধরিয়ে দেয়নি, তবে ৭ অক্টোবর অ্যাডিলেইড থেকে ফিরতি ফ্লাইটের টিকিট বুকিং দিয়ে রাখাই যা বলার বলে দিচ্ছে!

এর আগের দিনই গ্রুপ টু-র শেষ তিনটি ম্যাচ থেকে ঠিক হবে কোন দুটো দল এখান থেকে সেমিফাইনালে যাবে। এই মুহূর্তে গাণিতিক সম্ভাবনায় টিকে আছে ছয় দলের পাঁচটিই। নেদারল্যান্ডস ছিটকে পড়েছে এরই মধ্যে। রবিবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) ভারতের মুখোমুখি হচ্ছে জিম্বাবুয়ে, আর অ্যাডিলেইড ওভালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের আগেই নির্ধারিত হয়ে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নেদারল্যান্ডস লড়াইয়ের ভাগ্য। সাকিবদের জন্য এখন সেমিফাইনাল খেলার দুই রকম অঙ্ক। একটি এ রকম যে পাকিস্তানকে হারালে এবং প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ডাচরা জিতলে ৬ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টির বিশ্ব আসরে সেমিফাই-নাল খেলবে বাংলাদেশ। সে ক্ষেত্রে ভারত-জিম্বাবুয়ে ম্যাচের ফলের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে হবে না। তবে বাস্তবতা বলছে, ডাচদের কাছে টেম্বা বাভুমাদের হারের সম্ভাবনা ততখানি, যতখানি অস্ট্রেলিয়ান রুলস ফুটবল বা ফুটির বাংলাদেশের এক নম্বর খেলা হয়ে যাওয়ার!

আরো জটিল আরেকটি অঙ্কও আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা নিজেদের শেষ ম্যাচ জিতলেও বাংলাদেশের সেমিফাই-নাল স্বপ্ন সত্যি হওয়া সম্ভব। এই অঙ্কেও পাকিস্তানের বিপক্ষে জয় বাধ্যতামূলক এবং জিততে হবে বিপুল ব্যবধানে। সে ক্ষেত্রে ভারতকেও জিম্বাবুয়ের কাছে গো-হারা হারতে হবে। তখন বাংলাদেশ ও ভারতের পয়েন্ট হবে সমান ৬, বিবেচনায় আসবে রান রেট। শেষ ম্যাচের আগে বাংলাদেশের রান রেট যেখানে -১.২৭৬, ইতিমধ্যেই ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা ভারতের সেখানে +০.৭৩০! এই অঙ্ক এর মধ্যেই সব সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যাওয়ার। তবু আশা আছে বাংলাদেশের।

সেই আশা অলৌকিক কিছুরই। কারেন রোল্টন ওভালে শুক্রবার সাড়ে তিন ঘণ্টার অনুশীলনের শেষে এসে তাসকিন আহমেদও বলে গেলেন সেরকমই, 'এই গ্রুপে দেখেন, সব ম্যাচই ইন্টারেস্টিং হচ্ছে। এখনো যেকোনো কিছুই ঘটতে পারে। অলৌকিক কিছু হয়েও তো যেতে পারে।' ঘটলে ঘটবে, এর আগে নিজেদের কাজটাও করে রাখতে চান ক্রিকেটাররা, 'মূল লক্ষ্য থাকবে, শেষ ম্যাচটি একই মানসিকতা (ভারতের বিপক্ষে যে মানসিকতায় খেলেছিলেন) নিয়ে খেলা। ভালো খেলে জিততেই চাইব। পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ক্যালকুলেশন কী হবে, সেটি পরে দেখা যাবে। মূল লক্ষ্য পরের ম্যাচটি জেতা।'

পরের ম্যাচের আগে আজ সূচিতে কোনো অনুশীলন রাখেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশ্রাম নিয়ে সাকিবরা নামবেন আরেকটি বড় লড়াইয়ে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানকে হারালেও 'ক্যালকুলেশন' যা, তাতে বাংলাদেশের স্বপ্নটি এখনো অলীক কল্পনাই! যা সত্যি না হলে বলেই ফেলা যায় যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের শেষ পুরোদস্তুর অনুশীলনটি শুক্রবারই করা হয়ে গেছে! আগামীকালও অনুশীলনের সূচি রয়েছে, তবে ঐচ্ছিক। ঐচ্ছিক অনুশীলনে, তাও ম্যাচের আগের দিন দলবেঁধে অনুশীলনে যায় না।

বাচ্চাদের নাম রেখে কোটি টাকা আয়

ঢাকা, ৪ নভেম্বর : নিজের নবজাতকদের নাম রাখতে অনেকেই ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে পড়েন। বিশেষ করে নিজের নাম, বংশ, আভিজাত্য সব মিলিয়ে সন্তানের নাম রাখা আসলেই একটি কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটিকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা টেলর এ হামফ্রে। শুনতে কিছুটা অদ্ভুত হলেও এ পেশা থেকে কোটি টাকা উপার্জন করেছেন তিনি।

২০১৫ সালে এই কাজ শুরু করেন টেলর। সেই থেকে সদ্যোজাতদের জন্য নিখুঁত ও মানানসই নাম ঠিক করে দেয়াই টেলরের নেশা ও পেশা। তিনি জানান, সাধারণভাবে সন্তানদের নামকরণ করতে পিতামাতার কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা করে নেন টেলর। তবে কাজটা জটিল হলে কখনো কখনো সাত-আট লাখ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক নেন তিনি। টেলর জানান, এ বছরেই তিনি শতাধিক বাচ্চার নামকরণ করেছেন।

টেলর বলেন, যে কারো নামের সাথে সাধারণত তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ অন্তর্নিহিত রয়েছে। সে ক্ষেত্রে পরিবারের পূর্বপুরুষদের নাম বিশ্লেষণ করেই নামের এই তালিকাটি প্রস্তুত করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় বাবা-মায়ের ব্যবসা ও পেশার সাথে মিলিয়েও সন্তানদের নামকরণ করে থাকেন তিনি। সে ক্ষেত্রে তার ফি বেড়ে গিয়ে আট লাখ টাকায় গিয়ে ঠেকে। এই নামকরণিকের দাবি, শিশুর নামকরণ প্রক্রিয়ায় অভিভাবকদের সাহায্য করে তিনি খুব মহৎ কাজ করছেন। আর এর মূল্যায়নও কম নয়। ফলে কয়েক বছরের ব্যবসায় টেলর বর্তমানে বহু টাকার মালিক। ইন্টারনেট।

একঘেয়েমি কাটাতে বিষাক্ত গাছ রোপণ

ঢাকা, ৪ নভেম্বর : বাড়িতে বসে একঘেয়ে লাগছিল বলে ঘরের মধ্যেই বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক গাছ রোপণ করে বসলেন ব্রিটেনের এক বাসিন্দা। ড্যানিয়েল এমলিন-জোনস নামের ওই ব্যক্তি বাড়িতেই রোপণ করেছেন পৃথিবীর সব থেকে বিষাক্ত গাছ 'জিম্পি-জিম্পি', যা 'অস্ট্রেলিয়ান স্টিঙ্গিং ট্রি' নামেও পরিচিত। এই গাছের এক হুলে মাসের পর মাস ব্যথায় কাতরাতে থাকেন একজন সুস্থ-সবল মানুষ। যখন এই গাছ হুল ফোটায় তখন মনে হয়, যেন কেউ সেই জায়গায় অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। এমনকি এই গাছের হুল শরীরে ফুটলে এতটাই যন্ত্রণা হয় যে, মানুষের মনে আত্মহত্যার চিন্তাও আসে। সেই সব বিপদের কথা জেনেও পেশায় গৃহশিক্ষক ৪৯ বছর বয়সী ড্যানিয়েল তার বাড়িতে জিম্পি-জিম্পি গাছ রোপণ করেছেন। তবে বাড়ির মধ্যে গাছটিকে অতি যত্নে এবং সাবধানেই রাখা হয়েছে। গাছটি সবার নাগালের বাইরে রাখতে একটি খাঁচার ভেতরে রাখা হয়েছে ওই গাছটিকে। খাঁচার বাইরে 'বিপজ্জনক' লিখে সতর্কবার্তাও দেয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন ড্যানিয়েল।

ড্যানিয়েল ব্রিটিশ সংবাদপত্র মেট্রোকে জানিয়েছেন যে তিনি বাড়িতে বসে বসে বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই ঠিক করেন জীবনে সাহসী কিছু কাজ করবেন। আর তার পরই 'জিম্পি-জিম্পি' রোপণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, অনলাইনে এই গাছের বীজ পাওয়া যায়। তবে এই গাছ রোপণ করতে হলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। বাংলাদেশী মুদ্রায় এই গাছের একেকটি বীজের দাম প্রায় চার হাজার টাকা। ইন্টারনেট।

আফ্রিকা থেকে বিলীন হবে সব হিমবাহ

ঢাকা, ৪ নভেম্বর : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন হিমবাহের পাশাপাশি আফ্রিকা মহাদেশের সর্বশেষ হিমবাহটিও বিলীন হয়ে যাবে। এ সময় আরো ১৬টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের হিমবাহ অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

আগামী সপ্তাহে মিসরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কপ২৭ জলবায়ু সম্মেলনের আগে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করল জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ। উপগ্রহের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনে এমন অনুমান করেছে সংস্থাটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘের ৫০টি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার ৬০০টি হিমবাহ শনাক্ত হয়েছে। এগুলো পৃথিবীর মোট হিমবাহ এলাকার ১০ শতাংশ। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আগামী তিন দশকের মধ্যে গলে যাবে। এ সময় আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের শেষ হিমবাহ, ইউরোপের আল্পস এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োসেমিটি জাতীয় উদ্যানের হিমবাহগুলোও গলে যাবে। পৃথিবীর জলবায়ু যে উষ্ণ হচ্ছে, এর সবচেয়ে নাটকীয় প্রমাণ হচ্ছে হিমবাহের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। ইউনেসকোর কর্মকর্তা তাইলস কারভালিউ রিজেন্দ বলেন, 'আমাদের ভুল হতে পারে। তবে এটাই বিজ্ঞান।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



সিটির উন্নয়নে বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে

(শেষের পাতার পর)

বলেন, নিউইয়র্ক সিটির উন্নয়নে বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি পুলিশে কর্মরত বাংলাদেশী-আমেরিকানদের সংগঠন 'বাপা'র ষষ্ঠ বার্ষিক অ্যাওয়ার্ড ডিনার' অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নিউইয়র্কর জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন বিলাসবহুল একটি পার্টি হলে গত ২৮ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ছিলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কন্সাল জেনারেল ড. মো. মনিরুল ইসলাম। কমিনিটির জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী রাজিব ও তৃণিয়া হাসানের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের পর বাপা'র (বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন) এই বর্ণাঢ্য ডিনারের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও অ্যাওয়ার্ড বিতরণ পর্ব শুরু হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুলিশ অফিসারদের পুরস্কৃত করা হয়। শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি ক্যাপ্টেন করম চৌধুরী। পরবর্তীতে বাপার বোর্ড অব ট্রাস্টির সকলকে মঞ্চে ডেকে পরিচিতি পর্বের পর সমাপনী বক্তব্য রাখেন বাপা'র ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এরশাদুর সিদ্দিক। আগত অতিথিগণকে স্বাগত জানান বাপার মিডিয়া লিঁয়াজো জামিল সরোয়ার, কমিনিটি লিঁয়াজো মাহবুবুর জুয়েলসহ কর্মকর্তারা।

অনুষ্ঠানে নিউয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগে কর্মরত বাংলাদেশী অফিসারদের প্রশংসাকালে মেয়র বলেন, আপনারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন বলেই এই সিটির জনজীবনকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হচ্ছে। একইসাথে নিজ কমিনিটির সকলের প্রতি যাদে ভিন্ন কমিনিটির লোকজনের শ্রদ্ধাবোধ বাড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আর এভাবেই সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধন সুসংহত হলে বিশ্বের রাজধানী খ্যাত এই সিটির ইমেজ আরো উজ্জ্বল হবে। সিটি মেয়র বলেন, নিজের ভাষা, সংস্কৃতিকে কখনো ছোট ভাববেন না। তাহলে অনেক সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যায়। বিশেষ করে এদেশে বেড়ে উঠা অথবা জন্মগ্রহণকারী প্রজন্মও গৌরববোধ করবে তার মা-বাবার সমাজ নিয়ে। নিউইয়র্ক সিটিতে বহু ভাষা, বহুবর্ণ আর বহু জাতির মানুষ বাস করছে। সবকিছু মাড়িয়ে আমি খুব সহজেই বাংলাদেশী-আমেরিকানদের দেখতে পাই তাঁদের কর্মনিষ্ঠা আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিসেবে।

ড. মনিরুল ইসলাম বলেন, গৌরবে আমার বুকটা ভরে যায়, যখন এই সিটির নানা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে থেকে বাংলাদেশী আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশনের সদস্যগণের ব্যাপারে ইতিবাচক মন্তব্য শুনি। সকলেই প্রশংসা করেন প্রতিটি পুলিশ অফিসারের কর্মনিষ্ঠা-দায়িত্ববোধের বিষয়ে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক এবং কন্সাল জেনারেল হিসেবে এরচেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে। এজন্যে তিনি বাপার প্রতিটি সদস্য-কর্মকর্তাকে অভিবাদন জানান।

এনওয়াইপিডি'র বাংলাদেশী ডিটেকটিভ মাসুদ রহমানের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী এসআই টুটুল ও কমিউনিটির জনপ্রিয় দুই কণ্ঠশিল্পী রাজিব ও তৃণিয়া হাসান মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শিল্পীদের ভিন্ন স্বাদের পরিবেশনা নেচেগেয়ে দারুণভাবে উপভোগ করেন বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা।

নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সংগঠনের সদস্যদের সপরিবারে উপস্থিতি বার্ষিক এ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সব শেষে ছিলো আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র। বাপা'র কর্মকর্তারা র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে কুইন্স ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, সিটি মেয়রের (এশিয়ান বিষয়ক) উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, কম্যুনিটি লিডার গিয়াস আহমেদ, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, কম্যুনিটি লিডার মাহাবুবুর রহমান টুকু এবং ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, পিজি গ্রুপের সিইও পার্থগুপ্ত, ইউনাইটেড টেকনোলজি কোম্পানী 'প্র্যাট এ্যান্ড হুইটনি'র সহযোগী পরিচালক মোহাম্মদ ইসলাম, এটর্নী মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, কাজী আজম, মাকসুদ চৌধুরী, ফিরোজ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

ইমরান খানের ওপর হামলা: কী ঘটেছে, পাকিস্তানের সামনে কী

ঢাকা ডেস্ক : পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিকুইইনসাফ (পিটিআই) দলের নেতা ইমরান খান (৭০) হামলাকারীদের গুলিতে আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে দেশটির পাঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদে লংমার্চ চলাকালে তাঁর ওপর গুলি চালানো হয়। তাঁর পায়ে কয়েকটি গুলি লেগেছে। এদিন কী কী ঘটেছে ও পাকিস্তানের সামনেইবা কী অপেক্ষা করছে, এক প্রতিবেদনে সেসব বিষয় তুলে ধরেছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

ইমরান খানের ওপর যে ধরনের হামলা

বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বিশেষ ধরনের ট্রাকে করে পাঞ্জাব প্রদেশে একটি লংমার্চে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পিটিআই নেতা ইমরান খান। ভিড়ের মধ্যে এক হামলাকারী তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। এ সময় তাঁর ডান পায়ে গুলি লাগে। আহত হন আরও ছয়জন। একজন নিহতও হন।

হামলার পরপরই আহত ইমরান খানকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি শঙ্কামুক্ত বলে জানা গেছে। পিটিআইয়ের অন্যতম নেতা ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী ফাওয়াদ চৌধুরী এসব তথ্য জানিয়েছেন।

লংমার্চের গন্তব্য কোথায়?

পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদ শহরের আল্লাহওয়ালা চক এলাকার কাছে ইমরান খানের ওপর এ হামলা হয়। গত ২৮ অক্টোবর লাহোর থেকে শুরু হয়েছে তাঁর লংমার্চ। ৪ নভেম্বর, শুক্রবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে এটি পৌঁছানোর কথা। সপ্তাহব্যাপী লংমার্চ যাত্রাপথে অতিক্রম করবে প্রায় ৩৮০ কিলোমিটার।

গুলিবিদ্ধ হলেও দৃশ্যত ইমরান গুরুতর আহত হননি। নিজ দলের প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, হামলার পর তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ হাত নাড়ছিলেন। এ সময় মুখে কিছুটা হাসিও দেখা যায় তাঁর।

কেন লংমার্চের এ কর্মসূচি

এই লংমার্চকে পাকিস্তানের অন্যতম 'বড় স্বাধীনতা আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করে ইমরান খান বলেছেন, অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়ার দাবিতে তিনি এ কর্মসূচি দিয়েছেন। ইমরানকে দেশটির নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছরের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করার কয়েকদিন পর এই কর্মসূচি দেন তিনি। বিদেশি নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া উপহারসামগ্রী বিক্রির প্রক্রিয়া গোপন করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে কমিশন শাস্তিমূলক ওই পদক্ষেপ নেয়।

পুলিশ যা বলছে

জিও টিভির খবরে বলা হয়, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সন্দেহভাজন এক হামলাকারীকে ধরেছে। হামলার পর তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। একই সময়, পুলিশ ইমরান যে বিশেষ ট্রাকের ওপরে ছিলেন, সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

গুলিবিদ্ধ হলেও দৃশ্যত ইমরান গুরুতর আহত হননি। নিজ দল পিটিআইয়ের প্রকাশ করা এক ভিডিওতে দেখা যায়, হামলার পর তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ হাত নাড়ছেন। এ সময় তাঁর মুখে কিছুটা হাসিও দেখা যায়। পাকিস্তান তেহরিকুইইনসাফ তাদের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে বলেছে, ইমরান খানের অবস্থা 'স্থিতিশীল'।

হামলার কিছুক্ষণ পর পাকিস্তানের 'বল টিভি' ইমরানের সহকর্মীদের একজন ইমরান ইসমাইলের বরাত দিয়ে জানায়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিন থেকে চারটি গুলি লেগেছে।

এই লংমার্চকে পাকিস্তানের অন্যতম 'বড় স্বাধীনতা আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করে ইমরান খান বলেছেন, অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়ার দাবিতে তিনি এ কর্মসূচি দিয়েছেন।

এ হামলা পাকিস্তানের বর্তমান বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে যাবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। হামলার প্রতিবাদে দেশজুড়ে তাৎক্ষণিকভাবে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ।

দলীয় প্রধানের ওপর 'কাপুরুষোচিত হামলার' প্রতিবাদে লাহোরে পিটিআইয়ের নেতা শেখ ইমতিয়াজ মেহমুদ নেতা কর্মী ও সাধারণ জনগণকে অবিলম্বে লিবার্টি চকে (লাহোরে) আসার আহ্বান জানিয়েছেন।





বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday // November 7 // 2022

ইমরান খানের ওপর গুলির কারণ জানাল হামলাকারী



ঢাকা ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গুলির ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া সন্দেহভাজন ব্যক্তির স্বীকারোক্তির একটি ভিডিও বক্তব্য প্রকাশ হয়েছে। বৃহস্পতিবার পাঞ্জাবের ওয়াজিরাবাদ শহরে ইমরানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর পাকিস্তান পুলিশের কাছে দেওয়া এক ভিডিও বিবৃতিতে হামলাকারী বলেছেন, তাকে লোকজন ভুল বুঝিয়েছিল। যে কারণে তিনি ইমরান খানকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যে সন্দেহভাজন জানায়, ইমরান খান লাহোর ছেড়ে যাওয়ার পর হত্যা চেষ্টার পরিকল্পনা করে আসছে সে। হত্যার চেষ্টা ও হামলার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলেছে, ইমরান জনগণকে বিভ্রান্ত করছিলেন। আমি এটি মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই আমি তাকে হত্যার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)



নিজের অধিকার-মর্যাদার স্বার্থে ব্যালট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী

(শেষের পাতার পর)

সমর্থনে আয়োজিত ব্রঙ্কসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে এক মত বিনিময়ের সময় গভর্ণর হকুল উপরোক্ত কথা বলেন। খলিল হালাল চাইনিজে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় স্থানীয় অ্যাসেম্বলীওম্যান নাটালিয়া ফার্নান্দেজ, অ্যাসেম্বলীওমেন কারিনাজ রেইজ, কাউন্সিলওমেন আমান্ডা ফারিয়াজ, ডেমোক্র্যাট দলীয় বাংলাদেশী নেত্রী মাজেদা উদ্দীন বক্তব্য রাখেন। এতে গভর্নরের ক্যাম্পেইন কর্মকর্তারা ছাড়াও মূলধারার রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক সহ বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ক্যাথি হকুল তার বক্তব্যে দ্বায়িত্ব গ্রহণের পর কিভাবে নিউইয়র্কে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার রোধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, জামিনের আইনন কঠোর করেছেন তার বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, নিজের অধিকার-মর্যাদার স্বার্থে ব্যালট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষী হামলা বন্ধের জন্যও নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিগণকে বিজয়ী করা দরকার। এটাই সময়ের দাবি বলেও মন্তব্য তাঁর।

গভর্নর উল্লেখ করেন, এই নিউইয়র্কে এখনও অনেক সমস্যা রয়েছে। পুনরায় বিজয়ী হলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও জানান তিনি।। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে জানান হকুল।

আগামী দিনে তার কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিতে তিনি ৮ নভেম্বর ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়ে তাঁকে এবং অন্যান্য ডেমোক্রেট প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য আহ্বান জানান। গভর্নরকে ফুল দিয়ে বরণ করেন আব্দুর রহিম বাদশা ও শেফ খলিলুর রহমান।

মাজেদা উদ্দীন ব্রঙ্কস বাংলাদেশীদের মধ্যে আসার জন্য গভর্নর হকুলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাঁকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে আগত সকলকে ভুনা খিচুরি ও গরুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করেন শেফ খলিলুর রহমান।

শোকরের পথ কুফরের পথ

(শেষের পাতার পর)

রাসুলুল্লাহ সা: এর প্রদর্শিত পথে চলবেন। যদি না চলেন তবে আপনার কুফরের পথ খোলা আছে। আপনি ইচ্ছা করলে সে পথের অনুসারী হতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানুষকে এক সংমিশ্রণ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে তার পরীক্ষা নিতে পারি। এর উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি, তাকে আমি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি। এরপর হয় সে শোকরগুজার হবে নয়তো হবে কুফরের পথ অনুসরণকারী। (সুরা আদ দাহর:২-৩)

মানুষ নিছক গাছপালা বা জীব-জন্তুর মত নয় যে, তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এখানেই পূরণ হয়ে যাবে এবং প্রকৃতির নিয়ামানুসারে একটি নির্দিষ্ট পর্যন্ত তার নিজের অংশের কাজ সম্পাদন করার পর এখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং দুনিয়া মূলত তার জন্য একটা পরীক্ষাগার। যে জিনিসকে সে বয়স বা আয়ুস্কাল বলে মনে করে আসলে তা পরীক্ষার সময় যা তাকে এ দুনিয়ায় দেয়া হয়েছে। দুনিয়ায় যে ক্ষমতা ও যোগ্যতা তাকে দেয়া হয়েছে যেসব বস্তুকে কাজে লাগানোর সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে, যে মর্যাদা নিয়ে বা অবস্থানে থেকে সে এখানে কাজ করছে এবং তার ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার সবাই মূল অসংখ্য পরীক্ষাপত্র। জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষা চলবে। এ পরীক্ষার ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পাবে না। বরং আখিরাতে তার সমস্ত পরীক্ষা পত্র যাচাই-বাঁচাই করে ফলাফল ঘোষনা করা হবে। সে সফল না বিফল সেখানেই জানা যাবে।

মানুষের সফলতা ও বিফলতা সবটাই নির্ভর করবে এ বিষয়ের ওপর যে, সে তার নিজের সম্পর্কে কি ধারণা নিয়ে এখানে কাজ করছে এবং তাকে দেয়া পরীক্ষার পত্রসমূহে সে কিভাবে জবাব লিখেছে। নিজের সম্পর্কে সে যদি মনে করে থাকে যে, তার কোন আল্লাহ নেই অথবা নিজেকে সে বহু সংখ্যক ইলাহর বান্দা মনে করে থাকে এবং পরীক্ষার সবগুলো পত্রে এ বিশ্বাসের আলোকে জবাব লিখে থাকে যে, আখিরাতে তাকে তার স্রষ্টার সামনে কোন জবাবদিহি করতে হবে না তাহলে তার জীবনের সমস্ত কর্মকা- ভুল হয়ে গিয়েছে। আর যদি সে নিজেকে একমাত্র আল্লাহর বান্দা মনে করে আল্লাহর মনোনীত পথ ও পন্থা অনুসারে কাজ করে থাকে এবং আখিরাতে জবাবদিহির চেতনা বিবেচনায় রেখে তা করে থাকে তাহলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। আল কুরআনের অসংখ্য জায়গায় তার উল্লেখ রয়েছে।

এই পরীক্ষার জন্য সৃষ্টির সূচনা থেকেই আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি তাকে পথও দেখিয়ে দিয়েছেন যাতে সে জানতে পারে কোনটি শোকরিয়ার পথ এবং কোনটি কুফরীর পথ। সুতরাং এরপরও যদি সে আখিরাতে বিফল হয় তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি? কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।" (সুরা বালাদ:১০-১১) অর্থাৎ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বা সফল হওয়ার জন্য সে লিখা-পড়া করেনি। সফলতার শৃঙ্গে আরোহনের পথটি দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। দুর্গম সে পথে চলতে হলে তাকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি অত্যন্ত সহজ। এ জন্য কোন পনিশ্রম ও বাঁধা নেই শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনটুকু একটু আলগা করে দেয়াই যতেষ্ট।

শোকরগুজার- কুফর এ দু'টির পার্থক্য নিরূপণের জন্য মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধির যোগ্যতা দেয়ার সাথে সাথে তাকে নৈতিক বোধ ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দের পার্থক্য করে, কিছু কাজ কর্ম ও বৈশিষ্ট্যকে খারাপ বলে জানে যদিও সে নিজেই তাতে লিপ্ত। আবার কিছু কাম কর্ম ও গুণাবলীকে ভাল বলে মনে করে যদিও সে নিজে তা থেকে দুরে অবস্থান করে। এমনকি যেসব লোক তাদের স্বার্থ ও লোভ-লালসার কারণে এমন সব দর্শন রচনা করেছে যার ভিত্তিতে তারা অনেক খারাপ ও পাপকার্যকেও নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে তাদের অবস্থাও এমন যে, সে একই মন্দ কাজ করার অভিযোগ যদি কেউ তাদের ওপর আরোপ করে, তাহলে তারা প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠবে এবং তখনই জানা যায় যে, নিজেদের মিথ্যা ও অলীক দর্শন সত্ত্বেও বাস্তবে তারা নিজেরাও সেসব কাজকে খারাপই মনে করে থাকে।

প্রত্যেক মানুষের ভেতর আল্লাহ তা'আলা বিবেক (তিরস্কারকারী নফস) বলে একটি জিনিস রেখে দিয়েছেন। যখন সে মন্দ কাজ করতে উদ্যত হয় অথবা করতে থাকে অথবা করে পেলে তখন এ বিবেকই তাকে দংশন করে। যতই হাত বুলিয়ে বা আদর-সোহাগ করে দিয়ে মানুষ এ বিবেককে ঘুম পাড়িয়ে দিক, তাকে অনুভূতিহীন বানানোর যত চেষ্টাই সে করুক সে তাকে একদম নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম নয়। হঠকারী হয়ে দু-নয়ায় সে নিজেকে চরম বিবেকহীন প্রমাণ করতে পারে সে নিজের বিবেককে প্রতারিত করার জন্য নিজের কর্মকা-ের সপক্ষে অসংখ্য ওপর পেশ করতে পারে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহ তার স্বভাব-প্রকৃতিতে যে হিসাব রেখেছেন তা গোপন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"মানুষ ত ওজরই পেশ করুক না কেন সে নিজেকে নিজে খুব ভাল করেই জানে।" (সুরা কিয়ামাহ:১৫)

মানুষের নিজের সত্তায় এবং তার চার পাশে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত গোটা বিশ্ব জাহানের সর্বত্র এমন অসংখ্য নিদর্শনাবলী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, এমনসব জিনিস আল্লাহ ছাড়া হতে পারে না কিংবা বহু সংখ্যক খোদা এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা বা পরিচালক হতে পারে না বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র এবং মানুষের আপন সত্তার অভ্যন্তরে বিদ্যমান এ নির্দেশনাবলীই কিয়ামাত ও আখিরাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে। মানুষ যদি এসব থেকে চোখ বন্ধ করে থাকে অথবা বুদ্ধি-বিবেক কাজে লাগিয়ে সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করে অথবা তা যেসব সত্যের প্রতি ইংগিত করেছে তা মেনে নিতে টালবাহানা ও গড়িমসি করে তাহলে তা তার নিজেরই অপরাধ। আল্লাহ নিদর্শনাবলী পেশকরতে আদৌ কোন অসম্পূর্ণতা রাখেননি।

মানুষের নিজের জীবনে, তার সমসাময়িক পৃথিবীতে এবং তার পূর্বের অতীত ইতিহাসের অভিজ্ঞতায়, এমন অসংখ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং হয়ে থাকে যা প্রমাণ করে যে, একটি সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর শাসন-কর্তৃত্ব তার ওপর এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন যার সামনে সে নিতান্তই অসহায়। যার ইচ্ছা সব কিছুর ওপর বিজয়ী এবং যার সাহায্যের সে মুখাপেক্ষী। মানুষের নিজের প্রকৃতির মধ্যে সেই শাসন-কর্তৃত্বেও প্রমাণ বিদ্যমান যার কারণে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে খারাপ সময়ে নাস্তকরাও আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কট্টর মুশরিকরা পর্যন্ত তাদের মিথ্যা খোদাকে পরিত্যাগ একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে থাকে।

এসব উপায়-উপকরণের সাহায্যে মানুষকে হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন। এসব কিতাব পরিস্কার ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে, শোকরের পথ কোনটি এবং কুফরের পথ কোনটি এবং এ দু'টি পথে চলার পরিণামই বা কি। নবী-রাসুল এবং তাদের আনীত কিতাবসমুহের শিক্ষা জানা-অজানা, দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য উপায় ও পন্থায় এত ব্যাপকভাবে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে যে, কোন জনপদই আল্লাহ ও আখিরাতের ধারণা, সৎ ও অসৎ কাজের পার্থক্য বোধ এবং তাঁদের পেশকৃত নৈতিক নীতিমালা ও আইন-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ নয়, নবী রাসুলের আনীত কিতাবসমূহের শিক্ষা থেকেই তাঁরা এ জ্ঞান লাভ করেছে তা তাদের জানা থাক বা না থাক। বর্তমানে যেসব লোক নবী-রাসুলগণ ও াসমানী কিতাবসমূকে অস্বীকার করে অথবা তাদেও সম্পর্কে কোন খবরই রাখে না তারাও এমন অনেক জিনিস অনুসরণ করে যা মূলত ঐ সব শিক্ষা থেকেই উৎসারিত। অথচ মূল উৎস সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।



নিউইয়র্কে গোলটেবিল বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের

প্রবাসীদেরকে বৈধ পথে আরও বেশী রেমিট্যান্স পাঠানোর আহবান





নিউইয়র্ক: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম গত ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিউ-ইয়র্ক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি কনস্যুলেট কর্তৃক আয়োজিত "রেমিট্যান্স-এর গুরুত্ব ঃ বর্তমান প্রেক্ষিত" শীর্ষক একটি গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহন করেন। বৈঠকে নি-উইয়র্কস্থ সরকারি ও বেসরকারি এক্সচেঞ্জসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। এ সময় তাঁর সহধর্মিণী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন সচিব কামরুন নাহারও উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামসহ কনস্যুলেটের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানান। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও সরকার গৃহিত পদক্ষেপসমূহের উল্লেখ করে প্রবাসীদেরকে বৈধ পথে আরও বেশী রেমিট্যান্স পাঠানোর আহবান জানান। রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি তাঁদের সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন। বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান।

গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকবৃন্দ সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা ও সুবিধাসমূহ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সকল প্রবাসীর মধ্যে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরির উপর জোর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ বিষয়ে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করে প্রচার-প্রচারণা চালানো, রেমিট্যান্স প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রণোদনার হার বৃদ্ধি করা, রেমিট্যান্স সপ্তাহ বা মেলার আয়োজন করা, ওয়েজ আর্নার বন্ডের সুবিধাসমূহ যাতে প্রবাসীরা সহজে পেতে পারে সে ব্যবস্থা করাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

পরবর্তীতে কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম কনস্যুলেটের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে অবহিত করেন। কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে ভবিষ্যতে সেবার মান সমুন্নত রাখার জন্য কনস্যুলেটের কর্মকর্তাবৃন্দকে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন। কনসাল জেনারেল মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে কনস্যুলেট সফরের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



আরএমসি এলামনাই এসোসিয়েশনের নতুন কমিটি

সভাপতি ডা. মীরা ও সাধারণ সম্পাদক ডা. শামীম

নিউইয়র্ক: ডা. মীরাকে সভাপতি ও ডা. শামীমকে সাধারণ সম্পাদক করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা'র (আরএমসিআনা) ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি করা হয়েছে।

কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- ডা. হুসনা সিদ্দিক মীরা, সিনিয়র সহসভাপতি- ডা. মোস্তাফিজুর রহমান টিংকু, সহ সভাপতি- ডা. ইউসুফ-আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক- ডা. জাহিদ দেওয়ান শামীম, যুগ্ম সম্পাদক- ডা. আশেক মাহমুদ, কোষাধ্যক্ষ- ডা. সফিকুল আবেদীন, সাং-গঠনিক সম্পাদক- ডা. কাইছার আহমেদ, বিজ্ঞান ও আপ্যায়ন সম্পাদক- ডা. তানজিলা পারভিন লাকী, কার্যকারী কমিটির সদস্য যথাক্রমে ডা. মিয়ান সিদ্দিকী তালেব, ডা. এম হান্নান, ডা. মাজাহার হোসেন গোলাপ, ডা. নার্গিস রহমান, ডা. হাসমতুল ইসলাম লুটু, ডা. আইয়ুর হোসেন ও ডা. মনির হোসেন।

এলুমনাই এসোসিয়েশন সকল সাধারণ সদস্যদের মতামতের জন্য নির্বাচন কমিশন গত ১২ আগষ্ট সাধারণ সভায় নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি উপস্থাপন করেন। সভায় সদস্যরা নতুন কার্যনির্বাহী অনুমোদন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হলো ডে লাইট সেভিং। ডে লাইট সেভিং বা সূর্যের আলোর সুবিধাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ৫ নভেম্বর, শনিবার থেকে ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা পিছিয়েছে। ডে লাইট সেভিংয়ের কথা মাথায় রেখে প্রতি বছর এ সময় ঘড়ির কাঁটা এক ঘন্টা **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

ম্যানহাটানে গাড়ির ধাক্কায় বাংলাদেশী মহিউদ্দিন আহত



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটানে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন কমিউনিটির পরিচিত মুখ গোলাম **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা ৭ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টে।

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র আলোচনা সভা ৮ নভেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে। স্বাধীন **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪১পাতায়)**



ব্রঙ্কসে নির্বাচনী প্রচারনায় গভর্নর ক্যাথি হকুল

নিজের অধিকার-মর্যাদার স্বার্থে ব্যালট যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া জরুরী

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মঙ্গলবারের (৮ নভেম্বর) পুনরায় বিজয়ী হলে নিউইয়র্কের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নিরন্তর কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের গভর্নর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী ও বর্তমান গর্ভণর ক্যাথি হকুল। এই সময় অস্ত্র প্রবাহ রোধ নিয়েও কথা বলেন ক্যাথি হকুল। গভর্ণর তার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষে গভর্ণর পদে তাকে পুনর্নির্বাচিত করারও আহবান জানান। গত ১ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে তাঁর **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

নিউইয়র্কের লালন উৎসবে সর্বস্তরের মানুষের ঢল

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হলো লালন উৎসব। জ্যামাইকা পারফরমিং আর্টস সেন্টারে রোববার (৩০ অক্টোবর) উৎসবের অয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের লোকগীতি ও লালন সংগীতের কিংবদন্তী শিল্পী ফরিদা পারভীন। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত উৎসবে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নেমেছিল। উৎসবে অংশ নেয়া **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

নিউইয়র্কে শোক সভায় বক্তারা

দেওয়ান কাজল আরেফীন ছিলেন অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব



নিউইয়র্ক: বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মরহুম দেওয়ান কাজল আরেফীন স্মরণে **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

বাংলাদেশ সোসাইটির অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা

কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা, গঠনতন্ত্র সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা মুক্ত আর মূলধারায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির দাবী



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ২০২৩-২০২৪ সালের কার্যকরী পরিষদের নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ। সোমবার (৩১ আক্টোবর) রাতে নিউইয়র্ক সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের শপথবাক্য পাঠ করান সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ। এতে নব নির্বাচিত সভাপতি আব্দুর রব মিয়া ও পুন **(বাকি অংশ ২২ পাতায়)**

'বাপা'র বর্ণিল অ্যাওয়ার্ড ডিনারে মেয়র এরিক

সিটির উন্নয়নে বাংলাদেশীরা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে



বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামস বলেছেন, আমেরিকা হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে বসতি গড়তে হলে মাতৃভূমির মায়া-মমতা ত্যাগের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এ দেশটিকে নিজের মনে করতে পারলে প্রিয় মাতৃভূমিকে এখানেই নিয়ে আসা যায়। আমেরিকার মহাত্ম এভাবেই মহিমান্বিত হচ্ছে বহুজাতিক সমাজে নিজ নিজ সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত রাখার মধ্য দিয়ে। মেয়র এরিক **(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)**



শোকরের পথ কুফরের পথ

জাফর আহমদ

শোকরগুজার বান্দা হবেন নয়তো কুফরের পথ অনুসরণকারী। এই দুই পথের মাঝে তৃতীয় কোন পথ মানুষের জন্য খোলা নেই। শোকরগুজার বান্দা মানে আল্লাহর নির্দেশিত ও **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

খেলার খবর

মালদ্বীপের লিগে সাবিনার ২১ গোল

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের ফুটবলে তিনি 'গোলমেশিন' হিসেবে খ্যাত। আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাগুলোতেও তার ছাপ রেখেছেন। নেপালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জয়ের **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)**

হেলথ টিপস

কদবেলের অনেক গুণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাজারে এখন কদবেল পাওয়া যাচ্ছে। টক স্বাদের মৌসুমি ফলটি এমনিতেই মজা করে খাওয়া যায়। আবার কদবেল দিয়ে জ্যাম কিংবা চাটনিও তৈরি করা যায়। **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

বিনোদন

নৌকার পক্ষে এমপি নির্বাচনে লড়তে চান মাহিয়া মাহি



বিনোদন ডেস্ক: এমপি নির্বাচনে অংশ নিতে চান **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/শেপস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com